চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 149 Sunday, 30 April, 2023 ✻ ২৮ বর্ষ, ১৪৯ সংখ্যা ✻ ১৬ বৈশাখ, ১৪৩০, রবিবার, ৩০ এপ্রিল, ২০২৩ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য– ৩ টাকা

শ্রীরামপুরের সাইকেল আরোহী এক মহিলাকে পিষে দেয় একটি ডাম্পার। প্রতিবাদে অবরোধ। ...বিস্তারিত পাতা ৩

পদ্মশ্রী সারিজ্ঞাবাদক মঙ্গলাকান্ত রায়ের পায়ে প্রণাম করে সমস্যার কথা শুনলেন অভিষেক। ...বিস্তারিত পাতা ৫

শুল্ক বিভাগ (ডিআরআই) মুম্বই বিমানবন্দরে ১৮ কেজি সোনা বাজেয়াপ্ত করেছে। ...বিস্তারিত পাতা ৬

ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর বর্তমান বান্ধবী জর্জিনা রদ্রিগেজকে নাকি পছন্দ নয় তার মায়ের। ...বিস্তারিত পাতা ৮

কবে পাবলিক সার্ভেন্টকে হেফাজতে নেওয়া হবে?

'তথ্য প্রমাণ আছে', আদালতে দাবি সিবিআই-এর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ এপ্রিলঃ কবে গ্রেফতার হবে? কবে হাজির করানো হবে আদালতে? কবেই বা রেকর্ড করা হবে বয়ান? বৃত্ত সম্পন্ন করা হোক। কার্যত এই ভাবেই প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতির তদন্ত নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করলেন আলিপুর বিশেষ সিবিএই আদালতের বিচারক। শনিবার ছিল প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলার শুনানি। এদিন আদালতে পেশ করা হয় কুন্তল ঘোষ, তাপস মণ্ডল ও নীলাদ্রি ঘোষকে। শুনানির শুরু থেকেই এদিন তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে সিবিআইকে। বারে বারে বিচারকের মন্তব্য, একই আবেদন আর কত দিন? শেষ গ্রেফতার হয়েছে নীলাদ্রি? কোথায় অগ্রগতি। নীলাদ্রি ঘোষ গ্রেফতার হয়েছে ১৯ ফেব্রুয়ারি। তারপর থেকে অগ্রগতি কী? শুধু বিচারক নন, সিবিআইয়ের পক্ষ থেকে জামিনের বিরোধিতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন অভিযুক্ত পক্ষের আইনজীবীরাও। এমনকি সিবিআইয়ের তরফে একাধিক শুনানিতে পাবলিক সার্ভেন্ট যোগের কথা বলা হয়েছে, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয় এদিন আদালতে। বিচারক জানতে চান, কোথায় পাবলিক সার্ভেন্ট? কেন গ্রেফতার করা হল না? কেনই বা বয়ান রেকর্ড হল না? এমন কী অভিযুক্তর আইনজীবী আদালতে বলেন, সিবিআই বলছে পাবলিক সার্ভেন্টের কাছে টাকা গেছে, এমন একজনকে নিয়ে আসা হোক। নীলাদ্রি ঘোষের আইনজীবী

বলেন, যা বলা হচ্ছে, নথিতে কি তা আছে? এমন কোনও অযোগ্য প্রার্থীর বয়ান দেখাক, যিনি নীলাদ্রির বিরুদ্ধে সরাসরি টাকা নেওয়ার অভিযোগ করেছেন। নীলাদ্রির বিরুদ্ধে একটাই অভিযোগ আনা হয়েছে। মিডলম্যান তাপস ও কুন্তলের মধ্যে কাজ করেছে। ৬৯ দিন হেফাজতে আছেন। জামিন দেওয়া হোক। এখানেই শেষ নয়। কুন্তল ঘোষের আইনজীবী বলেন, সিবিআই বলছে কুন্তল কোনও অযোগ্য প্রার্থীর কাছে টাকা নেয়নি। তাকে টাকা দিয়েছে তাপস মণ্ডল। 'আমি কে? আমি কুন্তল।' একটা অ্যাডিশনাল প্যানেল তৈরি করার জন্য ক্ষমতা লাগে। কুন্তল সামান্য একজন রাজনৈতিক দলের কর্মী। একটা অ্যাডিশনাল প্যানেল তৈরি করার ক্ষমতা তাঁর নেই। যাঁরা করলেন তাঁরা কোথায়? তাদের তো আনা হল না, যাঁরা করলেন তাঁরা ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তাঁরা পাবলিক সার্ভেন্ট নিজের পদের অপব্যবহার করে প্যানেল তৈরি করলেন, তাঁরা কোথায়? তাঁদের নিয়ে আসুক সিবিআই। যদিও সমস্ত প্রশ্নের উত্তরে সিবিআই আদালতে দাবি করেছে, তথ্য প্রমাণ জোগাড় করা হচ্ছে। এক পাবলিক সার্ভেন্টের বিরুদ্ধে তথ্য পাওয়া গিয়েছে। বেশ কয়েকজন সাক্ষীর বয়ান রেকর্ড হয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি ওই পাবলিক সার্ভেন্ট সামনে আসবে বলেই আদালতে ইঙ্গিত সিবিআইয়ের।

'নবান্নে কোন ওয়াশিং মেশিনে পরিষ্কার করলেন তেজস্বীকে?'

রেড রোড থেকেই প্রশ্ন শুভেন্দুর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ এপ্রিলঃ বিজেপিতে যোগ দিলে দুর্নীতির দাগ মুছে পরিষ্কার হয়ে যায়। ধরনা মঞ্চে প্রতীকী ওয়াশিং মেশিন তুলে এনে এমনটাই দাবি করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার সেই ধর্মতলা থেকেই মমতাককে পাল্টা প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার বিজেপির সংখ্যালঘু মোর্চার প্রতিবাদ সভায় উপস্থিত হয়ে শুভেন্দু বলেন, ''নবান্নে কোনও ওয়াশিং মেশিনে পরিষ্কার করলেন তেজস্বীকে?'' জমির বিনিময়ে চাকরি সংক্রান্ত মামলায় নাম রয়েছে আরজেডি নেতা তথা বিহারের উপ মুখ্যমন্ত্রীর তেজস্বী যাদবের। সম্প্রতি নবান্নে এসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করেছেন তেজস্বী। সঙ্গে ছিলেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারও। শনিবার বিজেপি সংখ্যালঘু মোর্চার প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়েছিল ধর্মতলায়। সেখানে যোগ দিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। সেই সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করে শুভেন্দু বলেন, ''ধরনার নামে নাটক করেছিলেন। উনি সবথেকে বড় নাট্যকার।'' তিনি আরও বলেন, ''কোন ওয়াশিং মেশিনে তেজস্বীকে পরিষ্কার করা হল নবান্নতে এটাও আমরা জানতে চাই।'' ঈদের মঞ্চ থেকে কেন মমতা রাজনৈতিক বার্তা দিলেন, সেই প্রশ্নও তুলেছেন নন্দীগ্রামের বিধায়ক। শুভেন্দু বলেন, ''বাংলার সংখ্যালঘুরা আপনার ভোটব্যাঙ্ক কোনওদিন ছিল না, আগামিদিনেও থাকবে না।'' শুভেন্দু বললেন, ''সংখ্যালঘুরা বিজেপিতে আসেনি, কিন্তু তৃণমূল থেকে সরছে। এরপরই সংখ্যালঘুদের ভয় দেখাতে বার্তা দিচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এনআরসি-এর ভয় দেখাচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কেউ এনআরসির কথা বলেননি, শুধু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন। কোন সম্প্রদায় আমার এলাকায় অন্য সম্প্রদায়ের উৎসব করা যাবে না বলেছে? হিন্দু এলাকা দিয়ে মহরম যাবে না? আমরা বলি না, ভবিষ্যতেও বলব না। আমরা অশান্তি চাই না। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আপনাদের কর্ম দেয়নি, শিক্ষা দেয়নি। মমতার অস্ত্র, অশান্তি করো পুলিশকে নিষ্ক্রিয় রাখো। ভাগ করো, ভয় দেখাও, এই নীতি নিয়ে চলছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।'' উত্তরপ্রদেশের উদাহরণ তুলে শুভেন্দু বলেন, ''৮৫টা জেলার রাজ্য উত্তরপ্রদেশ, একটা ঘটনা ঘটতে দেননি প্রধানমন্ত্রী। আমরা কোনওদিন হিন্দু মুসলমানের নামে ভোট চাই না। প্রধানমন্ত্রীর উন্নয়নকে সামনে রেখে ভোট চাই। শৌচালয়, ভ্যাকসিন দিয়েছেন মোদি। বিভাজন চলবে না। রাষ্ট্রবাদের জয় হবে।'' তৃণমূল নেতা বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে পাল্টা আক্রমণ করেছে শুভেন্দুকে। তিনি বলেন, ''আসলে উনি দলবদলু। ওঁকে হাতে করে টাকা নিতে দেখা গিয়েছিল। তারপরও বিজেপিতে গিয়ে বিরোধী দলনেতা হয়ে গেলেন। লোককে তো আক্রমণ করতেই হবে ওঁকে।'' কিছুদিনের মধ্যে শুভেন্দু অধিকারী 'প্রাক্তন বিধায়ক' হয়ে যাবেন বলেও মন্তব্য করেছেন তৃণমূল নেতা।

'কোনওদিন তৃণমূলে যোগ দিইনি', কলকাতায় ফিরে আর কী কী বললেন মুকুল?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ এপ্রিলঃ কলকাতায় নেমেই ফের তৃণমূলকে বড়সড় অস্বস্তিতে ফেলে দিলেন মুকুল রায়। দাবি করলেন তিনি কোনওদিন তৃণমূলে যোগদানই করেননি। আবার এমনও দাবি করলেন, দিল্লি গিয়ে সবার সঙ্গেই দেখা হয়েছে তাঁর। কিন্তু কার কার সঙ্গে দেখা হয়েছে, বার বার প্রশ্ন করলেও সেই জবাব দেননি মুকুল রায়। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে কৃষ্ণনগর উত্তর কেন্দ্র থেকে বিজেপি-র টিকিটে জয়ী হন মুকুল রায়। এর মাস খানেক পর ওই বছরই জুন মাসে কলকাতার তৃণমূল ভবনে গিয়ে শাসক দলে যোগদান করেন তিনি। এ দিন অবশ্য অন্য কথা শোনা গেল মুকুলের মুখে। প্রায় বারো দিন দিল্লিতে থাকার পর অবশেষে আজ দুপুরে কলকাতায় ফিরে আসেন মুকুল রায়। সূত্রের খবর, দিল্লিতে অনেক চেষ্টা করেও বিজেপি-র কোনও শীর্ষ নেতার দেখা পাননি তিনি। যদিও কলকাতায় ফিরে এসে অন্য কথা শোনা গেল মুকুলের মুখে। এ দিন কলকাতা বিমানবন্দরে নেমে মুকুল রায় বলেন, ''আমি তো বিজেপি-তেই আছি। নিজের ইচ্ছেতেই দিল্লি গিয়েছিলাম। আমার কিছু কাজ ছিল। সবার সঙ্গে কথা হয়েছে।'' এর পরেই মুকুলকে প্রশ্ন করা হয়, অমিত শাহ বা জে পি নাড্ডার মতো বিজেপি-র কোনও শীর্ষ নেতার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে কি না। এর অবশ্য কোনও স্পষ্ট জবাব দেননি কৃষ্ণনগর উত্তরের বিজেপি বিধায়ক। মুকুল আরও দাবি করেছেন, তাঁকে কেউ জোর করে দিল্লি নিয়ে যায়নি। প্রয়োজনে ফের তিনি দিল্লি যাবেন বলে জানিয়েছেন মুকুল রায়। তিনি দিল্লি চলে যাওয়ার পর তাঁর ছেলে শুভ্রাংশু রায় দাবি করেছিলেন, অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে ভুল বুঝিয়ে মুকুল রায়কে দিল্লি নিয়ে যাওয়া হয়েছে। যদিও কলকাতায় ফিরেই সেই অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছেন মুকুল। তিনি দাবি করেন, ''শুভ্রাংশু ভুল বলেছে।''

বিজেপি ভাঙা অডিও ক্যাসেট

জনসভা থেকে বেনজির আক্রমণ অভিষেকের

দুরন্ত বার্তা, ময়নাগুড়ি, ২৯ এপ্রিলঃ ময়নাগুড়ির জনসভা থেকে কেন্দ্রের শাসকদল বিজেপিকে একের পর এক কটাক্ষ করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন তিনি বলেন, ''জলপাইগুড়িতে আমাদের ভাল ফল হয়নি। আলিপুরদুয়ারে ৫ আসনে হেরেছি। কোচবিহারে ৩ আসনে হেরেছি। কিন্তু যাদের জেতালেন, তাঁরা কেন্দ্রের থেকে প্রাপ্ত বকেয়া অর্থ বন্ধ করে দিল। বাংলায় হেরে গেছে বলে, বাংলার টাকা বন্ধ করে দিল। বাংলা দেশের একমাত্র রাজ্য, যার টাকা জোরজবরদস্তি করে আটকে রেখেছে।'' অভিষেকের অভিযোগ, ''মোদি সরকার টাকা আটকে রেখে দিয়েছে। প্রতিবাদ না করলে এভাবেই আপনাদের সমস্যায় পড়তে হবে। বিজেপি দলটির মাথার চুল থেকে পায়ের নখ সবটাই দু'নম্বরি। এরা সাত-আটটা জেলে নিয়ে রাজ্য গড়বে ভেবেছিল। এমন আচরণ করেছিল ২০২১ সালে যেন বিজেপির শপথ নেওয়াটাই বাকি ছিল। আলাদা রাজ্য গড়ব যে সব বিজেপি নেতারা বলে চলেছেন, তাদের উদ্দেশ্য বলছি, মোদি-শাহ-নাড্ডা তাঁদের ইচ্ছামতো ব্লকে এসে বলুক আলাদা রাজ্য গড়ব, আসলে আপনাদের মধ্যে বিভাজনের রাজনীতি গড়ছে।'' তিনি আরও বলেন, ''গতকাল বনধের রাজনীতি দেখেছেন। বামেদের সেই বনধের রাজনীতি ফিরিয়ে আনতে চাইছে। মানুষ গতকাল রুখে দিয়েছে। ২০১৪ থেকে ২০১৯ সাল মোদি ক্ষমতায় থাকলেও টাকা আটকে রাখতে পারেনি বাংলার। কারণ ৩৪ সাংসদ ছিল তৃণমূলের। প্রাপ্য টাকা ফেরত চাই তো আপনাদের। জলপাইগুড়ি জেলা থেকে আপনারা আমাকে ৪ লক্ষ চিঠি দেবেন। দিল্লিতে আমি নিজে অনির্দিষ্টকালীন ধরনায় বসব। আপনার অধিকারের টাকা দিল্লি থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আসব।'' অভিষেক জানান, ''একদিকে দিদি দিচ্ছে, একদিকে মোদি নিচ্ছে। দিদি লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকা দিচ্ছে, মোদি টাকা নিয়ে যাচ্ছে আধার-প্যান লিঙ্ক করার নামে। এবার আপনাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে, আপনারা কোন দিকে থাকবেন। এরা জোরজবরদস্তি টাকা আটকে রাখছে। বিজেপি হল ভাঙা অডিও ক্যাসেট। কানে শুনতে পাবেন, চোখে দেখতে পাবেন না। উপড়ে ফেলা এদের সময়ের অপেক্ষা।''

শনিবার ময়নাগুড়ির ভোটপট্টি হসপিটাল মাঠের জনসভা সেরে দুপুরে দোমোহনি চলে আসেন অভিষেক। দোমোহনি হাটের পাশে পুরান বাজারের রাউত বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজন সারেন তিনি। মেনুতে ছিল ভাত, ডাল, বেগুন ভাজা, আলু ভাজা, আলু দিয়ে পাতলা করে আড় মাছের ঝোল, সঙ্গে ছিল কালোজিরে ও কাঁচা লঙ্কা দিয়ে বোরলি মাছের পাতলা ঝোল। এর সঙ্গে ছিল চাটনি, দই, মিষ্টি। এ দিন দুপুরে রাউত পরিবারের সঙ্গে পাত পেড়ে মধ্যাহ্ন ভোজ সারেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

'অন্যায় করিনি, দল পাশে থাকবেই', বললেন বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ এপ্রিলঃ শাসক দলের একাধিক নেতা গ্রেফতার হয়েছেন দুর্নীতির অভিযোগে। কেউ জেলে রয়েছেন, আবার কেউ কেন্দ্রীয় সংস্থার হেফাজতে। বিরোধীরা প্রতিনিয়ত এই ইস্যুতে কড়া আক্রমণ শানাচ্ছেন। তবে দলের প্রতি এখনও আস্থাশীল বড়ঞার বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহা। তাঁর দাবি, তিনি অন্যায় করেননি, তাই দল তাঁর পাশে থাকবেই। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তাঁকে গ্রেফতার করেছে সিবিআই। আপাতত সিবিআই হেফাজতে আছেন তিনি। শনিবার সকালে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে গিয়ে তিনি বলেন, ''দল পাশে আছে। আমি কোনও অন্যায় করিনি। দল পাশে থাকবেই।'' তৃণমূল বারবার দাবি করেছে, দলের কোনও সদস্য অন্যায় করলে দল তাঁর পাশে থাকবে না। তবে জীবনকৃষ্ণের দাবি, অন্যায় প্রমাণিত না হওয়ায় দল পাশেই আছে তাঁর। টাকা নিয়ে চাকরি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে এই তৃণমূল বিধায়কের বিরুদ্ধে। সম্প্রতি তাঁর বাড়িতে তল্লাশি চালাতে যায় কেন্দ্রীয় সংস্থা। টানা দু দিনেরও বেশি তল্লাশি চালানোর পর তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।

শনিবার সকালে নিজাম প্যালেস থেকে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য বের করা হয় বিধায়ককে। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, ''দল অবশ্যই পাশে আছে, যখন অন্যায় করিনি তখন কেন পাশে থাকবে না! প্রমাণিত হয়েছে কি যে আমি জড়িত আছি? আগে প্রমাণিত হোক।'' এই প্রসঙ্গে তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ শান্তনু সেন বলেন, ''আমাদের দল দুর্নীতি বরদাস্ত করবে না। যে যে ক্ষেত্রে প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে, সে ক্ষেত্রে দল কাউকে রেয়াত করেনি, সে মন্ত্রীই হোক বা দলের অন্য কোনও নেতা। কিন্তু সিবিআই তদন্ত করতে না পেরে বিধায়কদের সামাজিকভাবে অপদস্থ করছে। এটা তদন্ত সাপেক্ষ বিষয়। আদালতও ভর্ৎসনা করেছে।'' বিজেপি নেতাদেরও তদন্তের আওতায় আনা হোক বলে দাবি জানিয়েছেন তিনি। উল্লেখ্য, নিয়োগ দুর্নীতিতে নাম জড়ানোর পর প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে দলীয় পদ থেকে বরখাস্ত করা হয়। সরানো হয় মন্ত্রী পদ থেকেও। দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে কুন্তল ঘোষ, শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়কেও।

দুর্যোগ মোকাবিলায় বিদ্যালয়গুলিকে নির্দেশ স্কুল শিক্ষা দফতরের

উচ্চপর্যায়ের বৈঠক মঙ্গলবার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ এপ্রিলঃ দুর্যোগের কথা মাথায় রেখে এবার স্কুলগুলিকে প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হল জেলাশাসকদের। মূলত আশ্রয় শিবির হিসাবে যাতে স্কুলগুলিকে প্রস্তুত করে রাখা হয় তার জন্য এই নির্দেশ রাজ্য স্কুল শিক্ষা দফতরের তরফে দেওয়া হয় প্রত্যেকটি জেলার জেলাশাসকদের। শনিবারই এই নির্দেশ জেলাশাসকদের দেওয়া হয়েছে বলে স্কুল শিক্ষা দফতর সূত্রে খবর। স্কুল শিক্ষা দফতরের কমিশনার তাঁর নির্দেশিকায় উল্লেখ করেছেন দুর্যোগ বা বন্যার কথা মাথায় রেখে যাতে আশ্রয় শিবির হিসাবে স্কুলগুলি প্রস্তুত করে রাখা হয়, সেই বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রসঙ্গত প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বন্যা পরিস্থিতির মোকাবিলায় বাঁধ ও খাল সংস্কারে এখন থেকে প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য সেচ দফতরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ বার সাইক্লোন, বন্যা ও ধসের মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলায় প্রস্তুতি বৈঠক ডাকলেন মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী। মঙ্গলবার নবান্ন সভাঘরে এই বৈঠকে ডিভিসি, আলিপুর আবহাওয়া অফিস, কলকাতা বন্দর, কেন্দ্রীয় জল কমিশন, সেনা-সহ সংশিষ্ট কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান ও রাজ্য সরকারের দফতরগুলিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। বন্যা ও সাইক্লোন পরিস্থিতির পূর্বাভাস ও সেই মতো ত্রাণ ও পুনর্গঠনের প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা হবে। রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই প্রতিবেশী রাজ্যগুলির বন্য পরিস্থিতি ও জলধারগুলির জলের পরিমাণ নিয়ে ডিভিসির সঙ্গে নিয়মিত নজরদারির নির্দেশ দিয়েছে সেচ দফতরকে। এই বিষয়টি নিয়ে বৈঠকে ডিভিসি ও কেন্দ্রীয় জল কমিশনের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করতে চান মুখ্যসচিব। যাতে জল ছাড়ার বিষয়টিতে রাজ্যের নজর অনেক আগে থেকেই থাকে। সংশ্লিষ্ট জেলাশাসকদের সঙ্গে সঙ্গে জানাতে হবে। ডিভিসি-র জল ছাড়া নিয়ে বিভিন্ন সময় অভিযোগ ওঠে। রাজ্যের দাবি, সময়মতো জানতে না পারার জন্যই এই সমস্যা হয়। জলধার বা বাঁধ থেকে জল ছাড়ার কথা কিছুটা আগাম সংশ্লিষ্ট জেলাশাসকদের জানাতে হবে। প্রসঙ্গত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একাধিকবার ডিভিসি-র বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন জল ছাড়া নিয়ে। বিশেষত না জানিয়ে ডিভিসি জল ছেড়ে দেওয়ার কারণে রাজ্যে বন্যা হয় বলেও অভিযোগ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকেও চিঠি লিখেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিষয় নিয়ে। তাই মনে করা হচ্ছে ওই দিনের বৈঠকে আগেভাগেই ডিভিসিকে সতর্ক করে দিতে পারে রাজ্য। তারই সঙ্গে রাজ্যে বন্যা পরিস্থিতি হলে কীভাবে যথাসময়ে তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে তারও আগাম নির্দেশ ওই দিনের বৈঠকে দেওয়া হতে পারে। জলধার গুলি যাতে সংস্কার হয় সেই বিষয় নিয়েও আগামী মঙ্গলবার এর বৈঠকে আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

আদালতে সওয়াল সিংভির

রায়ে স্থগিতাদেশ না দিলে রাহুলের ৮ বছর রাজনৈতিক জীবন নষ্ট

আহমেদাবাদ, ২৯ এপ্রিলঃ রাহুল গান্ধিকে দোষী সাব্যস্ত করে কারাদণ্ডের যে রায় সুরাট আদালত দিয়েছে, সেটিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে গুজরাট হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি। গুজরাট হাইকোর্ট যদি নিম্ন আদালতের রায়ের উপর স্থগিতাদেশ না দেয়, সুরাট আদালতের রায় বহাল রাখে, তাহলে রাহুল গান্ধির রাজনৈতিক জীবনের ৮টি বছর নষ্ট হবে। সুরাট আদালতের রায় খারিজের আবেদন জানিয়ে শনিবার গুজরাট হাইকোর্টে এমনটাই জানালেন সিনিয়ার অ্যাডভোকেট অভিষেক মনু সিংভি। এদিন গুজরাট হাইকোর্টে বিচারপতি হেমন্ত এম. প্রচ্ছকের বেঞ্চে প্রবীণ আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি সুরাট আদালতের রায় স্থগিতাদেশের আবেদন জানিয়ে বলেছেন, রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে যে অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছে তা গুরুতর নয় বা নৈতিক স্খলনের সঙ্গে জড়িত নয় এবং তাই দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় স্থগিতাদেশ দেওয়া উচিত। এপ্রসঙ্গে নভজ্যোৎ সিং সিধুর প্রসঙ্গ তুলে তিনি আরও বলেন, ''সিধুকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করা হলেও তাঁর সাজা স্থগিত করা হয়। ধর্ষণ, হত্যা এবং অপহরণের মামলাগুলি আদালত দ্বারা উদ্ধৃত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে, কোনও গুরুতর মামলা নেই বা নৈতিক স্খলন জড়িত নয় এবং এখনও দোষী সাব্যস্ত হওয়া স্থগিত করা হয়নি। এক্ষেত্রে কোনও গুরুতর মামলা নেই বা নৈতিক স্খলন জড়িত নয়।'' এটা অ-বিচার্য, জামিনযোগ্য এবং অ-গুরুতর অপরাধ বলেও আদালতে উল্লেখ করে অভিষেক মনু সিংভি বলেন, ''এই রায়ের উপর স্থগিতাদেশ জারি করা উচিত।'' এরপরই রাহুল গান্ধির রাজনৈতিক কেরিয়ারের প্রসঙ্গ তুলে আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি গুজরাট হাইকোর্টে জানান, যদি মানহানি মামলায় নিম্ন আদালতের রায়ের উপর স্থগিতাদেশ জারি না হয়, তাহলে তাঁর (রাহুল গান্ধির) কেবল সাংসদ জীবনের উপর প্রভাব পড়বে না, এর সঙ্গে তাঁর সংসদীয় কেন্দ্রের জনগণেরও স্বার্থ জড়িত রয়েছে, তাঁদের উপরও পরোক্ষ প্রভাব পড়বে। তাঁদের হয়ে সংসদে কথা বলার কেউ থাকবে না। আর যদি ৫-৬ মাস পর রাহুল গান্ধির আবেদন মঞ্জুর হয়, সেক্ষেত্রেও তিনি উপ-নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ পাবেন না বলেও আদালতে জানিয়েছেন প্রবীণ আইনজীবী। তাই দ্রুত সামগ্রিক বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য গুজরাট হাইকোর্টে আবেদন জানিয়েছেন অভিষেক মনু সিংভি। এদিন অবশ্য আদালত কোনও প্রতিক্রিয়া জানায়নি। আগামী মঙ্গলবার এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে। প্রসঙ্গত, মোদি পদবি নিয়ে বিতর্কের জেরে রাহুল গান্ধিকে দোষী সাব্যস্ত করে ২ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে সুরাট আদালত। যদিও বর্তমানে তিনি জামিনে মুক্ত রয়েছেন। তবে সুরাট আদালতের এই রায়ের জেরে ইতিমধ্যে রাহুল গান্ধির সাংসদ পদ খারিজ হয়েছে। সুরাট আদালতের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে গুজরাট হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি। তাঁর হয়ে মামলা লড়ছেন সিনিয়ার অ্যাডভোকেট তথা প্রবীণ কংগ্রেস নেতা অভিষেক মনু সিংভি।

১৫ থেকে ১৭ মে-এর মধ্যেই চলতি বছরের মাধ্যমিকের ফল প্রকাশ?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ এপ্রিলঃ মে মাসে তৃতীয় সপ্তাহেই চলতি বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ হতে চলেছে। অন্তত তেমনটাই খবর মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সূত্রে। পর্ষদ সূত্রে খবর ১৫, ১৬ বা ১৭ মে এর মধ্য মাধ্যমিকের ফলাফল প্রকাশ হতে পারে। ইতিমধ্যেই এই তিনটি সম্ভাবনার তারিখ জানিয়ে স্কুল শিক্ষা দফতরকে প্রস্তাব পাঠিয়েছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ বলেই সূত্রের খবর। ইতিমধ্যেই প্রায় ১০০ শতাংশ উত্তরপত্র মূল্যায়ন করে নম্বর জমা পড়েছে পর্ষদের কাছে। এখন শেষ মুহূর্তের কাজ চলছে বলেই পর্ষদ সূত্রে খবর। মূলত উত্তরপত্র মূল্যায়ন নিয়ে যে সমস্ত উত্তরপত্র নিয়ে সংশয় রয়েছে তারই শেষ পর্যায়ে মূল্যায়নের কাজ চলছে বলেই পর্ষদ সূত্র জানা গিয়েছে। সেক্ষেত্রে তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যেই ফল প্রকাশ করা হবে বলে লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছে পর্ষদ। ইতিমধ্যেই অনলাইনে উত্তরপত্র যাচাইয়ের কাজও শনিবার থেকে শুরু হয়েছে। সেই কাজ ১ মে-এর মধ্যেই শেষ করা হবে বলেও পর্ষদ সূত্রের খবর। প্রসঙ্গত উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ মে মাসের চতুর্থ সপ্তাহেই করা হবে বলে ইতিমধ্যেই উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ-এর সভাপতি সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের জানিয়েছেন। সেই মর্মে ইতিমধ্যেই প্রস্তুতিও নিতে শুরু করেছে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। ৮০ শতাংশের বেশি নম্বর ও জমা পড়ে গিয়েছে, উত্তরপত্র মূল্যায়ন করে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের কাছে বলেও জানা গেছে। উচ্চ মাধ্যমিকের ফল প্রকাশের আগেই যাতে মাধ্যমিকের ফল প্রকাশ হয়ে যায় তা নিয়ে এবার তড়িঘড়ি পদক্ষেপ করতে শুরু করেছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। প্রসঙ্গত মাধ্যমিক পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে এবার বিশেষভাবে সতর্ক মূলক ব্যাবস্থা নিয়েছিল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। গত ৪ মার্চ লিখিত পরীক্ষা শেষ হয়েছিল এ বারের মাধ্যমিক পরীক্ষার। এবারে প্রত্যেকটি পরীক্ষা

কেন্দ্রে ন্যূনতম তিনটি করে সিসিটিভি বসানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। বিশেষত যেখান থেকে পরীক্ষার্থীরা ঢুকবেন, প্রধান শিক্ষকের ঘরে এবং যে ঘরে প্রশ্ন পত্র রাখা থাকবে, এই তিনটি ঘরে সিসিটিভি বসাতেই হবে। ইতিমধ্যেই বেশিরভাগ পরীক্ষা কেন্দ্রেই এই নির্দেশ কার্যকর হয়েছে বলেই পর্ষদ দাবীও করেছে। অন্য দিকে অ্যাপের মাধ্যমেও এ বার বিশেষভাবে নজরদারি করেছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। অর্থাৎ পরীক্ষা কেন্দ্রগুলিতে প্রশ্নপত্র কখন দেওয়া হচ্ছে, পরীক্ষা কেন্দ্রে কোন বিশৃঙ্খলা হচ্ছে নাকি, পরীক্ষা কেন্দ্রগুলি থেকে কোনও অভিযোগ আসছে নাকি যাবতীয় বিষয় অ্যাপের মাধ্যমে সরাসরি জানার ব্যাবস্থা ছিল পরীক্ষা কেন্দ্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকরা কাছে। তার জন্য প্রত্যেকটি জেলাতেই বিশেষভাবে নজর দেওয়ার জন্য কলকাতা থেকে কেন্দ্রীয়ভাবে একজন করে দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকও রাখা হয়েছিল। গত বছর পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১০ লাখ ৯৮ হাজার ৭৭৫ জন। এবছর সেই পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কমে হয়েছে ৬ লাখ ৯৮ হাজার ৬২৮ জন। এ বছর মোট ছাত্র পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ২ লাখ ৯০ হাজার ১৭২ জন এবং ছাত্রী পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৩ লাখ ৫৬ হাজার ২১ জন। এ বছর মোট ২৮৬৭ পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি পরীক্ষা শুরুর এক ঘণ্টার মধ্যে পরীক্ষার্থীরা বেরিয়ে যেতে পারলেও প্রশ্নপত্র নিয়ে বেরোতে পারবেন না। এই মর্মে ইতিমধ্যেই পরীক্ষা কেন্দ্রগুলিকে নির্দেশিকা দিয়েছিল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। পাশাপাশি পরীক্ষা চলাকালীন কোন পরীক্ষা কেন্দ্রে বিশৃঙ্খলা ঘটনা ঘটলে সেই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের রেজাল্ট স্থগিত করে রেখে দেওয়া হবে বলেও পর্ষদের তরফে কড়া নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছিল স্কুলগুলিকে। উপ নির্বাচনের জন্য ২৭ ফেব্রুয়ারি এর পরীক্ষা ১ মার্চ নিয়েছিল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ।

জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক, তুষারপাতের কারণে বন্ধ মুঘল রোড

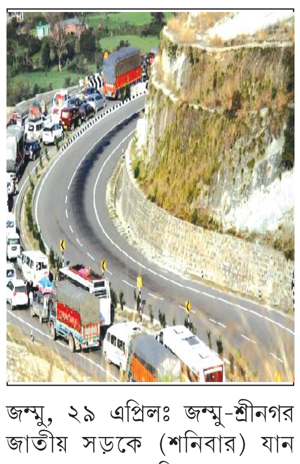

জম্মু, ২৯ এপ্রিলঃ জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে (শনিবার) যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে। তুষারপাতের কারণে মুঘল রোড যান চলাচলের জন্য বন্ধ রয়েছে।সকাল ৬টা থেকে জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে জম্মু থেকে শ্রীনগর এবং শ্রীনগর থেকে জম্মু পর্যন্ত হালকা যান চলাচল করছে। এই যানবাহনগুলি পাস করার পরে, শ্রীনগর থেকে জম্মুর দিকে ভারী যানবাহন পাঠানো হবে। অবশেষে নিরাপত্তা বাহিনীর গাড়িগুলো যেতে দেওয়া হবে।কর্মকর্তারা বলছেন, নির্ধারিত সময়ের পর মহাসড়কে কোনও যানবাহন চলাচল করতে দেওয়া হবে না। এদিকে মুঘল রোড থেকে বরফ সরানো হচ্ছে। বৃহস্পতিবার এখানে নতুন করে তুষারপাত হয়েছে।

শনিবারও পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল ঃ আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম কমছে। গত ২৪ ঘন্টায়, ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি ৭৯ ডলার এবং ডব্লিউটিআই ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি ৭৫ ডলারে নেমে এসেছে। যদিও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি। ফলে টানা প্রায় এগারো মাস ধরে অপরিবর্তিত থাকল জ্বালানির দাম।শনিবার ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের এক বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায়। চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের ৯৪.২৪ টাকা। কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের দাম ৯২.৭৬ টাকা।ভ্যাট এবং মালবাহী চার্জের উপর নির্ভর করে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম রাজ্যে আলাদা। কেন্দ্রীয় সরকারও মোটর জ্বালানির উপর আবগারি শুল্ক নিয়ে থাকে।প্রসঙ্গত, গত ২১ মে থেকে সারা ভারতে জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রয়েছে।

হাতিয়া থেকে ৩.৪৫ লক্ষ টাকার গাঁজা বাজেয়াপ্ত করল আরপিএফ

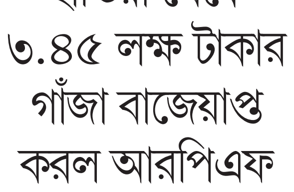

রাঁচি, ২৯ এপ্রিল ঃ রেলওয়ে সুরক্ষা বল (আরপিএফ) হাতিয়া এবং আরপিএফ রাঁচি ডিভিশনের ফ্লাইং টিম ২৮ কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত করেছে। জব্দকৃত গাঁজার মূল্য ৩ লাখ ৪৫ হাজার টাকা বলে জানা গেছে।আরপিএফের সহকারী নিরাপত্তা কমিশনার পবন কুমার শনিবার বলেন, হাতিয়া রেলওয়ে স্টেশনের এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে চেকিংয়ের সময় দুটি প্যাকেট সন্দেহজনক অবস্থায় প্ল্যাটফর্মে পড়ে থাকতে দেখা গেছে। তল্লাশি করে ২৮ কেজি গাঁজা পাওয়া যায়। জব্দকৃত গাঁজার আনুমানিক মূল্য ৩ লাখ ৪৫ হাজার টাকা বলে জানা গেছে। জব্দকৃত গাঁজা পরবতী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জিআরপি হাতিয়াকে হস্তান্তর করা হয়েছে। তদন্ত দলে ছিলেন উপ-পরিদর্শক দীপক কুমার, উপ-পরিদর্শক সুরজ রাজবংশী, সহকারী উপ-পরিদর্শক শক্তি সিং এবং অন্যান্যরা।

শুধুমাত্র ডাবল-ইঞ্জিন ও দ্বিগুণ শক্তির সরকারই কর্ণাটককে এক নম্বর করতে পারেঃপ্রধানমন্ত্রী

বেঙ্গালুরু, ২৯ এপ্রিল ঃ শুধুমাত্র ডাবল-ইঞ্জিন ও দ্বিগুণ শক্তির সরকারই কর্ণাটককে এক নম্বর করতে পারে। দাবি করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার কর্ণাটকের হুমনাবাদের একটি নির্বাচনী জনসভা থেকে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, কর্ণাটকের নির্বাচন শুধুমাত্র এখানে ৫ বছরের জন্য সরকার গঠনের জন্য নয়, রাজ্যকে দেশের মধ্যে নম্বর এক করার জন্য! এই নির্বাচন উন্নত ভারতের স্বপ্ন বাস্তবায়নে কর্ণাটকের ভূমিকা নির্ধারণ করবে।প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, কর্ণাটককে দেশের মধ্যে এক নম্বর রাজ্যে পরিণত করতে হলে, এখানে ডাবল ইঞ্জিন সরকার থাকা খুবই জরুরি। কংগ্রেস সরকারের আমলে প্রতি বছর প্রায.৩০ হাজার কোটি টাকার বিদেশী বিনিয়োগ কর্ণাটকে আসত, যেখানে বিজেপি সরকারের অধীনে প্রতি বছর প্রায় ৯০ হাজার কোটি টাকার বিদেশী বিনিয়োগ কর্ণাটকে আসছে। ডাবল ইঞ্জিন সরকার মানে- ডাবল লাভ, ডাবল স্পিড।কংগ্রেস ও জেডি (এস)-কে আক্রমণ করে প্রধানমন্ত্রী ও বিজেপি নেতা নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, কংগ্রেস এবং জেডি (এস) কৃষকদের ঘৃণা করে এবং তারা কখনই কৃষকদের কল্যাণে কিছু করতে পারে না। বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা প্রসারিত করার জন্য ডিবিটি-র কারণে, তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কৃষকদের তালিকাও পাঠায়নি, কারণ ডিবিটি প্রক্রিয়া তাঁদের অর্থ খাওয়ার পথ বন্ধ করে দিয়েছে। বিজেপি ক্ষমতায় আসার পরই লক্ষ লক্ষ কৃষক প্রধানমন্ত্রী কিষাণ যোজনা এবং অন্যান্য সম্পর্কিত প্রকল্পের আওতায় সুবিধা পেতে শুরু করেছেন।প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, ছত্তিশগড় এবং রাজস্থানের কৃষকদের কংগ্রেস যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তা এখনও বাস্তবায়িত হয়নি। কংগ্রেস এই অঞ্চলের আখ চাষিদের নিজেদের অবস্থাতেই ছেড়ে দিয়েছিল, যখন আমরা তাঁদের সমস্যাগুলি অগ্রাধিকার দিয়ে সমাধান করছি।...কংগ্রেস কখনওই গরিবের সমস্যা বোঝেনি, দারিদ্র দেখেনি। কংগ্রেস সেই দল, যা উন্নয়নেও রাজনীতি করে, বাধা সৃষ্টি করে।

আন্দোলনরত কুস্তিগীরদের পাশে প্রিয়াঙ্কা, কংগ্রেস নেত্রী বললেন প্রধানমন্ত্রীর কাছে কোনও প্রত্যাশা নেই

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল ঃ দিল্লির যন্তর মন্তরে ডাব্লিউএফএই (রেসলিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া)-এর প্রধান এবং বিজেপি সাংসদ ব্রিজভূষণ শরণ সিংয়ের বিরুদ্ধে আন্দোলনরত কুস্তিগীরদের সঙ্গে দেখা করেছেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদিকা প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা। একইসঙ্গে প্রশ্ন তুললেন কেন বাঁচানো হচ্ছে ব্রিজভূষণ সিংকে? দিল্লির যন্তর মন্তরে কুস্তিগীরদের আন্দোলন শনিবার সপ্তম দিনে পড়েছে। এদিন সকালে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদিকা পিয়াঙ্কা নিজে কুস্তিগীরদের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথাও বলেন। প্রিয়াঙ্কা গান্ধী এদিন ভিনেশ ফোগাট, সাক্ষী মালিক এবং বজরং পুনিয়ার সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলে তাঁদের দাবিদাওয়া, অভিযোগের কথা শোনেন।কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা দিল্লির যন্তর মন্তরে বিক্ষোভরত কুস্তিগীরদের সঙ্গে দেখা করে কেন্দ্রকে নিশানা করে বলেন,যে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে তা কেউ জানে না। কেন তারা তা দেখাচ্ছে না? যখন এই কুস্তিগীররা দেশের হয়ে পদক জেতে, আমরা সবাই টুইট করি এবং গর্ববোধ করি কিন্তু এখন তাঁরা রাস্তায় নেমেছে ন্যায়বিচারের আশায় এবং তারা ন্যায়বিচার পাচ্ছে না। মহিলা কুস্তিগীররা এই পর্যায়ে পৌঁছানোর জন্য অনেক সংগ্রাম করে এবং আমি বুঝতে পারছি না সরকার কেন ব্রিজভূষণ শরণ সিংকে বাঁচাতে মরিয়া? প্রিয়াঙ্কা আরও বলেছেন, প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমার কোনও প্রত্যাশা নেই, কারণ তিনি যদি এই কুস্তিগীরদের নিয়ে চিন্তিত হন, তাহলে কেন তিনি এখনও তাদের সঙ্গে কথা বলেননি অথবা দেখা করেননি। দেশ তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে. আছে এবং আমি খুব গর্বিত যে এই কুস্তিগীররা এই ধরনের সমস্যার বিরুদ্ধে নিজেদের আওয়াজ তুলেছেন।উল্লেখ্য, দিল্লি পুলিশ শুক্রবারই বিজেপি সাংসদ ব্রিজভূষণ শরণ সিংয়ের বিরুদ্ধে ২টি এফআইআর দায়ের করেছে। দিল্লি পুলিশের এই এফআইআর প্রসঙ্গে ব্রিজভূষণ বলেছেন, আমি এখনও এফআইআর কপি পাইনি। এফআইআর কপি পেলেই কথা বলবো।

শততম পর্বের দোরগোড়ায় মন-কি-বাত, প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানালেন বিল গেটস

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল ঃ দেখতে দেখতে শততম পর্বের দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মন-কি-বাত অনুষ্ঠান। রবিবার বেলা এগারোটা নাগাদ মন-কি-বাত অনুষ্ঠানের ১০০-তম পর্বে দেশবাসীর সঙ্গে নিজের মনের কথা ভাগ করে নেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মনন-কি-বাতের শততম পর্বের প্রাক্কালে, শনিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন মাইক্রোসফ্টের সহ-প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটস।শনিবার এক টুইট-বার্তায় বিল গেটস জানিয়েছেন, মন কি বাত অনুষ্ঠান স্যানিটেশন, স্বাস্থ্য, নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং সুস্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্যগুলির সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য বিষয়ে পদক্ষেপের ক্ষেত্রে অনুঘটকের কাজ করেছে। ১০০-তম পর্বে অভিনন্দন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

ভারত স্টার্টআপের জন্য তৃতীয় বৃহত্তম বাস্তুতন্ত্র, ২০২৪-এর মধ্যে জার্মান অর্থনীতিকে ছাড়িয়ে যাবেঃঅনিল চৌহান

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিলঃ ভারত বৈশ্বিক স্টার্টআপের জন্য তৃতীয় বৃহত্তম বাস্তুতন্ত্র এবং ২০২৪ সালের মধ্যে জার্মান অর্থনীতিকে ছাড়িয়ে যাবে। বললেন চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ (সিডিএস) অনিল চৌহান। শনিবার সিডিএস জেনারেল অনিল চৌহান প্রকৌশলীদের নকশা, উন্নয়ন এবং প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম তৈরিতে উসাহিত করার জন্য সরকার যে সমস্ত নীতিগত উদ্যোগ নিয়েছে সে বিষয়ে কথা বলেছেন।তিনি বলেছেন, ভারত বৈশ্বিক স্টার্টআপের জন্য তৃতীয় বৃহত্তম বাস্তুতন্ত্র হিসাবে উঠে আসছে এবং সরকার কর্তৃক স্বীকৃত ৮৪,০০০টিরও বেশি স্টার্টআপ বর্তমানে বিদ্যমান। ২০২৪ সালের মধ্যে জার্মানিকে ছাড়িয়ে বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হওয়ার আশা করছি আমরা। সিডিএস অনিল চৌহান আরও বলেছেন, দেশ সর্বাগ্রে নীতি গ্রহণ করেছে সরকার এবং প্রকৌশলীদের নকশা, উন্নয়ন এবং প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম তৈরিতে উৎসাহিত করার জন্য সংস্কারের জন্য কেনা বেশ কিছু নীতি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই উদ্যোগগুলির মধ্যে কয়েকটি হল- শিল্প লাইসেন্সিং ব্যবস্থার সরলীকরণ এবং ইতিবাচক মূল্যায়ন তালিকার জন্য প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ এফডিআই সীমা প্রায় ৭৪ শতাংশ বিজ্ঞপ্তির মেয়াদ বৃদ্ধি। তামিলনাড়ু এবং উত্তর প্রদেশে নিবেদিত প্রতিরক্ষা শিল্প করিডোরও প্রতিষ্ঠা করেছে সরকার।

স্থানীয় লোকদের সহায়তায় পুঞ্চে সামরিক গাড়িতে সন্ত্রাসী হামলাঃদিলবাগ সিং

রাজৌরি, ২৯ এপ্রিলঃ গত ২১ এপ্রিল পুঞ্চের ভাটাধুরিয়ান এলাকায় একটি সামরিক গাড়ির উপর সন্ত্রাসী হামলায় পাঁচ সেনা নিহত হয়। এ ঘটনায় কিছু স্থানীযদের সহায়তায় করা হয়েছিল বলে দাবি করেছেন জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের মহাপরিচালক (ডিজিপি) দিলবাগ সিং। শুক্রবার তিনি বলেন, সন্ত্রাসীরা সেনাবাহিনীর গাড়িকে লক্ষ্য করতে এবং সর্বোচ্চ ক্ষয়ক্ষতির জন্য স্টিল লেপযুক্ত আর্মার-পিয়ার্সিং বুলেট এবং আইইডি ব্যবহার করেছিল।তিনি বলেন, সন্ত্রাসীদের প্রাকৃতিক আস্তানা খুঁজে বের করতে তল্লাশি চলছে। প্রাথমিক তদন্ত থেকে জানা যায়, রাজৌরি-পুঞ্চ এলাকায় নয় থেকে ১২ জন বিদেশী সন্ত্রাসী সক্রিয় থাকতে পারে, যারা সম্প্রতি অনুপ্রবেশ করেছে। রাজৌরি জেলার দারহাল এলাকায় চলমান তল্লাশি অভিযানের খতিয়ে দেখার পর সাংবাদিকদের ডিজিপি দিলবাগ সিং বলেন, স্থানীয় কিছু লোকের সহায়তায় পুঞ্চে হামলা চালানো হয়েছিল। স্থানীয় সমর্থন ছাড়া এ ধরনের হামলা চালানো সম্ভব নয়।তিনি আরও বলেন, সন্ত্রাসীদের এক জায়গায় আশ্রয় দিয়ে অন্য জায়গায় হামলা চালানোর জন্য পরিবহন সরবরাহ করা হয়। সন্ত্রাসীরা এলাকাটির যথাযথ তল্লাশি চালিয়েছিল এবং বৃষ্টি সত্ত্বেও তারা একটি অন্ধ মোড়ের কারণে প্রায় শূন্য গতিতে চলমান সেনাবাহিনীর গাড়িটিকে লক্ষ্যবস্তু করতে সক্ষম হয়েছিল। ডিজিপি বলেছেন, সন্ত্রাসীরা সেনাবাহিনীর গাড়ির সর্বাধিক ক্ষতি করার জন্য স্টিল লেপযুক্ত আর্মার-পিয়ার্সিং বুলেট এবং আইইডি ব্যবহার করেছিল।

জিয়া খানের মৃত্যু মামলাঃসূরজ পাঞ্চোলির মুক্তির আনন্দে বিতরণ করা হল মিষ্টি

কলকাতা,২৯ এপ্রিল ঃ কাটল বিপদ । বহু বছরপর খুশিতে আত্মহারা সূরজ পাঞ্চোলির টিম । অভিনেত্রী জিয়া খানের মৃত্যু মামলা থেকে মুক্তি পেয়েছেন অভিনেতা । গত শুক্রবার তাই বাড়ির সামনে সকলকে মিষ্টি বিতরণ সূরজ পাঞ্চোলির ।২৫ বছরের জিয়ার দেহ জুহুর বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছিল ২০১৩ সালের ৩ জুন । আর সেই ঘটনায় জিয়ার মা রাবিয়া খান মুম্বইয়ের আদালতে মামলা দায়ের করেছিলেন সূরজের বিরুদ্ধে । পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করেছিল সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই । যদিও জামিনে ছাড়া পান সূরজ, এর পর তদন্ত গড়িয়েছে ১০ বছর ধরে। এর মাঝে জিয়ার মা নানারকম চেষ্টা করে গিয়েছেন ন্যায় পাওয়ার জন্য । মাঝে আবার সলমন খানের হাত ধরে বলিউডে পা-ও রাখেন সূরজ পাঞ্চোলি।প্রায় ১০ বছর পর জিয়া খান মৃত্যু মামলা থেকে সূরজকে মুক্তি দিল সিবিআইয়ের স্পেশ্যাল কোর্ট । তাতেই খুশির হাওয়া অভিনেতার বাড়িতে । ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে অভিনেতা লেখেন, ''সবসময় সত্যেরই জয় হয়''।

সাংসদ বিপ্লব কুমার দেবের উদ্যোগে স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন

আগরতলা, ২৯ এপ্রিল ঃ রাজ্যসভার সাংসদ তথা ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের উদ্যোগে মোহনপুরে বড় মাত্রায় নাগরিকগণ বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার সুফল গ্রহণ করেছেন। এই স্বাস্থ্য শিবিরে দেশের স্বনামধণ্য বিভিন্ন বিভাগে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা উপস্থিত ছিলেন।বিপ্লব দেবের দাবি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ত্রিপুরায় আয়ুস্মান ভারত সহ স্বাস্থ্য নিরাপত্তার গুচ্ছ প্রকল্পে অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত সুফল মিলছে। প্রধানমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় নাগরিক স্বাস্থ্য সুরক্ষায় অগ্রাধিকার স্বরূপ আজ মোহনপুর স্বামী বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়ে আয়োজিত সাংসদ স্বাস্থ্য শিবিরে সচেতন নাগরিকদের ব্যাপক সাড়া মিলেছে। স্বাস্থ্য দপ্তর সহ দিল্লীস্থিত বিভিন্ন

''ধুম''-এ ফিরছেন জন আব্রাহাম

কলকাতা,২৯ এপ্রিল ঃ চমকের পর চমক। যশরাজ ব্রয়নারের ছবি ''ধুম'' নিয়ে দর্শকের উন্মাদনা সবসময়ই উর্দ্ধমুখী । বেশ কয়েকদিন আগেই ধুম আসছে এই খবর পাওয়া যায় । এবার সেই ধুম - এজন আব্রাহাম ।ধুম ফ্র্যাঞ্চাইজির প্রতিটি ছবিই সুপারডুপার হিট। আর এবার শোনাযাচ্ছে ''ধুম'' ফ্র্যাঞ্চাইজির চতুর্থ পর্বে ফের দেখা মিলতে চলেছে জন আব্রাহামের । এই ছবিতে প্রধান খলনায়কের চরিত্রে দেখা মিলতে পারে শাহরুখ খানের ।আরও একবার যশ রাজ ফিল্মস জনকে নেতিবাচক চরিত্রে কাস্ট করতে চাইছে ।দর্শকের মনে থাকবে ''ধুম''-এর শেষ দৃশ্য যেভাবে দেখানো হয়েছিল তাতে বোঝার উপায় ছিল না যে জনের চরিত্রটি মারা গেছে না পালিয়ে গেছে । ফলে এই ছবিতে নতুন ভাবে জন আব্রাহামকে আবিষ্কার করবেন দর্শক

ভারতে করোনার প্রকোপ কমছেই না সংক্রমণ ৭-হাজারের উর্দ্ধেই, প্রাণ হারালেন ২৫ জন

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল ঃ ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ কিছুটা কমেছে, তবে চিন্তা কমছে না। একদিনে মৃত্যুর সংখ্যাও নিম্নমুখী। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ৭,১৭১ জন, এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে কোভিড-আক্রান্ত ২৫ জন রোগীর। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ৫১,৩১৪-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.১১ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। ২৫ জনের মৃত্যুর পর মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫,৩১,৫০৮-এ পৌঁছে গিয়েছে।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৩,৫৬,৬৯৩ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৭০ শতাংশ। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা পেয়েছেন ০৩,৮৭৫ জন, মোট করোনার টিকা পেয়েছেন ২২০,৬৬,৬৩,০৯৪ জন। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৮ এপ্রিল সারা দিনে ভারতে ১,৯৪,১৩৪ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিলঃ গত শুক্রবার রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে দেখা করলেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন। রাষ্ট্রপতি ভবন এই বিষয়ে একটি ছবি প্রকাশ করে জানিয়েছে, তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন রাষ্ট্রপতি ভবনে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সাথে দেখা করেছেন।তিনি কিং ইনস্টিটিউট অফ প্রিভেন্টিভ মেডিসিন, গুইন্ডি প্রাঙ্গণে নতুন মাল্টি-স্পেশালিটি হাসপাতালের উদ্বোধনের জন্য রাষ্ট্রপতিকে আমন্ত্রণ জানান।সাত তলা হাসপাতালটি তামিলনাড়ুর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা ডিএমকে পিতৃপুরুষ এম করুণানিধির ১০০ তম জন্মবার্ষিকী স্মরণে তৈরি করা হয়েছে। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত নেতা করুণানিধির ওপর লেখা একটি বই রাষ্ট্রপতিকে উপহার দেন।

সীতানবমী উপলক্ষে রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান

ভোপাল, ২৯ এপ্রিল ঃশনিবার সারা দেশে পালিত হচ্ছে সীতানবমী। মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান সীতানবমী উপলক্ষে রাজ্যের জনগণকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন এবং রাজ্যের সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা করেছেন।মুখ্যমন্ত্রী চৌহান টুইট করে তাঁর বার্তায় লিখেছেন, শ্রী জানকী রামভায়ন নমঃ। জনক নন্দিনী, মা সীতাজীর জন্মবার্ষিকী সীতা নবমী উপলক্ষে সকল দেশবাসীকে শুভেচ্ছা। জানকী মাইয়া আপনাদের সকলের মঙ্গল করুক, সকলের ঘরে সুখ, সমৃদ্ধি আসুক, এটাই কামনা করি।বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের নবমীতে সীতা নবমী পালিত হয়। শাস্ত্রে বলা হয়েছে, এই দিনে যদি কোনও পুরুষ বা মহিলা মা সীতার পূজা করেন তবে তার সমস্ত ঝামেলা দূর হয়ে যায়। কথিত আছে যে এই দিনে মা সীতা মধ্যযুগে পুষ্য নক্ষত্রে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং সেই কারণেই এই দিনে সীতা নবমী পালিত হয়।

মাধ্যমিকের ফল ত্রুটিমুক্ত করতে সতর্ক পর্ষদ, অনলাইনে নম্বর যাচাই প্রক্রিয়া শুরু

কলকাতা, ২৯ এপ্রিল ঃ মাধ্যমিকের ফলাফল প্রকাশ প্রক্রিয়া ত্রুটিমুক্ত রাখতে সতর্ক মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। এই লক্ষ্যে শনিবার বেলা ১১টা থেকে শুরু হয়েছে অনলাইনে নম্বর ভেরিফিকেশন প্রক্রিয়া। পয়লা মে রাত ১২টা পর্যন্ত তা চালু থাকবে।মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পরীক্ষা সংক্রান্ত উপসচিব মৌসুমী ব্যানার্জি ভদ্রের জারি করা এক নোটিফিকেশনে আগেই জানানো হয়েছে, www.wbbsedata.com ওয়েবসাইটের মাধ্যমে এই নম্বর যাচাই করা হবে। সব উত্তরপত্রে নম্বর সঠিকভাবে দেওয়া হয়েছে কিনা, তা খতিয়ে দেখতেই এই অনলাইন ব্যবস্থা। পর্ষদের সূত্রে খবর, এবারের মাধ্যমিকের ফল মে মাসের ২০ তারিখের মধ্যে প্রকাশ করার চেষ্টা চলছে। পর্ষদ সূত্রের খবর, শনিবার বেলা ১১টা থেকে অনলাইনে নম্বর যাচাই প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়া চলবে আগামী ১ মে, সোমবার মধ্যরাত পর্যন্ত। স্বচ্ছতা বজায় রাখতেই অনলাইনে এই প্রক্রিয়া করা হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

রণজিৎ গুহর প্রয়াণে শোক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ২৯ এপ্রিল ঃ বিশিষ্ট ঐতিহাসিক রণজি গুহর প্রয়াণে শনিবার শোক প্রকাশ করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ জানিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীর শোকবার্তায় লিখেছেন, প্রবাদপ্রতিম ঐতিহাসিক রণজি গুহর মৃত্যুতে আমি আমার গভীরতম শোক প্রকাশ করছি। অস্ট্রিয়ায় তাঁর বাস ভবনে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন, মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হযেছিল ১০০ বছর।রণজি গুহ ভারতের কৃষক আন্দোলন নিয়ে সূদূরপ্রসারী কাজ করেছেন। তিনি নিম্নবর্গীয় ইতিহাস চর্চার ধারা গড়ে তোলেন এবং বেশ কিছু সম মনোভাবাপন্ন তরুণ ঐতিহাসিককে নিয়ে একটি শক্তিশালী ঐতিহাসিক গোষ্ঠী গড়ে তোলেন। এই নিম্নবর্গীয় ইতিহাস চর্চার প্রভাব পড়ে সারা পৃথিবীতে।ঐতিহাসিক গুহ পৃথিবীর নানা জায়গায় পড়িয়েছেন, নানা জায়গায় তাঁর ছাত্র ও অনুরাগীরা আছে। ঐতিহাসিক গুহর প্রয়াণে জ্ঞানচর্চার পৃথিবীতে অপূরণীয় ক্ষতি হল।আমি রণজি গুহর স্ত্রী মেখঠিল্ড গুহ সহ তাঁর সকল আত্মীয় পরিজন, ছাত্রছাত্রী ও অনুরাগীদের সকলকে আমার আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি।

পরিবারকে সমবেদনা অমিত শাহর

কলকাতা, ২৯ এপ্রিলঃ পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রতিক বজ্রপাতে মৃতদের পরিবারকে সমবেদনা জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি টুইটারে লিখেছেন, পশ্চিমবঙ্গে বজ্রপাতে মর্মান্তিক প্রাণহানির খবরে আমি ভারাক্রান্ত। যারা প্রাণ হারিয়েছেন তাদের পরিবারের প্রতি আমি আন্তরিক সমবেদনা

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,৩০এপ্রিলঃরবিবার, ১৬ বৈশাখ মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ৩০এপ্রিলঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ১৬ বৈশাখ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১৬ বৈশাখ মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ ১৫ বৈশাখ মাস ১৯৪৪, মৈতৈ ঃ১১ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫

আবহাওয়া

আংশিক পরিস্কার আকাশ ।বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৫.০৪ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৪.০৫এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৮৬শতকরা এবং ৪১শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে শনিবার । জোয়ার- সকাল ৯টা ২০ মিনিট এবং রাত-৯টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৯টা ২০মিনিট। রাত-৯টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় হবে আজঃ ৫ টা ০৮মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে দিনেঃ ৬ টা - ০৩মিনিট্রে মধ্যে হবে আজ হতে পারে।

রাশিফল

মেষরাশিঃ আপনার হাসি বিষণ্নতার বিরুদ্ধে যন্ত্রণা দূরীকরণের কাজ করবে। সম্পত্তি সংক্রান্ত কারবার বাস্তবায়িত হবে এবং অবিশ্বাস্য লাভ এনে দেবে।
বৃষভ রাশিঃকিছু আমোদপ্রমোদের জন্য অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরোতে চেষ্টা করুন। শুভদিন
মিথুন রাশিঃআপনার ইচ্ছা শক্তির দ্বারা আজ আপনি পুরস্কৃত হতে পারেন কারণ আপনি একটি খুব কৌশলপূর্ণ পরিস্থিতির মোকাবিলা
কর্কট রাশিঃআপনার অভদ্র আচরণ আপনার স্ত্রীর মেজাজ নষ্ট করতে পারে। বিবাহের যোগ হবে
সিংহ রাশিঃআজ স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। অর্থনৈতিক দিকটি শক্তিশালী হওয়ার সম্ভাবনা।
কন্যা রাশিঃআপনি আপনার আবেগ নিযন্ত্রণ করুন এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনার ভয়।
তুলা রাশিঃহতাশ এবং অবসাদগ্রস্ত হবেন না। অর্থ ব্যয়।
বৃশ্চিক রাশিঃসংসারে শান্তি। বিবাহের যোগ। শুভ দিন হবে।
ধনু রাশিঃআজ স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আজ, আপনি বন্ধুদের সাথে একটি পার্টিতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে পারেন। অর্থ সঞ্চয়।
মকর রাশিঃআপনার ক্ষমতা শক্তি বেশী থাকবে। চাঁদ বসানোর কারণে আপনার অর্থ অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলিতে ব্যয় হতে পারে। আর্থিক সঞ্চয় হবে।
কুম্ভ রাশিঃঅপ্রয়োজনীয় ভাবনায় শক্তিক্ষয় না করে একে সঠিক দিশা দিন। নিজের জন্য অর্থ সাশ্রয়ের আপনার ধারণাটি আজ সম্পন্ন হতে পারে। সংসারে শান্তি
মীন রাশিঃসুস্বাস্হ্য আপনাকে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে সক্ষম করবে। বাড়িতে কোনও অনুষ্ঠানের আয়োজনের কারণে আপনাকে আজ প্রচুর অর্থ ব্যয়.করতে হবে। থেকে অর্থ অর্জন করতে পারেন যা আপনার

শ্রীরামপুরে দিল্লি রোডে বেপরোয়া ডাম্পারের ধাক্কায় সাইকেল আরোহী মহিলার মৃত্যু, ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী

বনস্পতি দে, শ্রীরামপুর,২৯ এপ্রিল ঃ হুগলী জেলার শ্রীরামপুরের পিয়ারাপুর দিল্লি রোডের মোরে সাইকেল আরোহী এক মহিলাকে পিষে দিয়ে চলে যায় একটি ডাম্পার,এর প্রতিবাদে রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে দিল্লি রোড অবরোধ করেন এলাকাবাসীরা, মৃতের নাম পুষ্পা সাঁতরা,বয়স ৫৬,বাড়ি বড় বেলু মনসাতলা,স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ রাস্তার পাশ দিয়ে সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছিলেন এক মহিলা,একটি ডাম্পার বেপোরোয়া এসে মহিলাটিকে পিষে দেয়,ট্রাফিক থাকাকালীন সত্ত্বেও দুর্ঘটনা ঘটছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের,দিল্লী রোডের উপর ট্রাফিক সিগন্যাল অপরেটর রুম ভাঙচুর করে উত্তেজিত জনতা,ঘটনাস্থলে হাজির হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী ও র‍্যাফ,অবরোধের জেরে তীব্র যানজট সৃষ্টি হয় দিল্লী রোডে,এর ফলে বহু মানুষ সমস্যার সম্মিখুন হয়। এলাকার ব্যবসায়ী ও স্থানীয় মানুষের বক্তব্য এখানে অনেকবার দুর্ঘটনা ঘটেছে প্রশাসনের কোন মাথা ব্যথা নেই নেই রাস্তায় কোন ট্রাফিকের কাজ করে তারা বেশিরভাগ সময়ে রাস্তার সাইডে বসে খালি ফোন ঘাটে আর গেম খেলে। দিনের মধ্যে শিশু বৃদ্ধা বৃদ্ধ স্কুলের সময় ছাত্রছাত্রীরা জীবনে ঝুঁকি নিয়ে রাস্তা পার হয়। আর ট্রাফিকের লোকেরা গাড়ি থেকে পয়সা তুলতে ব্যস্ত প্রশাসনকে বলে কোন লাভ হচ্ছে না যিনি দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন তিনি সকালে সাইকেলে করে কাজে যাচ্ছিলেন রাস্তার পাশ দিয়ে কাজে যাচ্ছিল সেই সময় ডাম্পার এসে তাকে মেরে দেয় তার বাড়ি সংসার চলবে কি করে? কে সংসারের হাল ধরবে? খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে নামে র‍্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা জনতা পথ অবরোধ করে তুমুল বিক্ষোভ চলে অবশেষে অবরোধকারীদের সঙ্গে পুলিশের আলোচনা হয়। পুলিশের আশ্বাসে প্রায় বারোটা নাগাদ অবরোধ উঠে যায়। পুলিশ মৃতদেহ ময়না তদন্ত পাঠিয়েছে।

পুলিশের তৎপরতায় হদিশ বিশাল অস্ত্রকারখানা সুন্দরবনে, ধৃত দুই, উদ্ধার প্রচুর পরিমাণ বেআইনি অস্ত্র

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,সুন্দরবন, ২৯ এপ্রিল ঃ আর কিছু দিনের মধ্যে পঞ্চায়েত ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হতে চলেছে। আর তার আগে সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকায় নিয়মিত তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। আর তাতে উদ্ধার হচ্ছে প্রচুর পরিমানে বেআইনি অস্ত্র। আর এবার অস্ত্র কারখানার হদিশ পেল পুলিশ। শাড়ির ব্যবসার আড়ালে চলতো এই কারখানা। বাড়ির মধ্যেই এই কাজ হত। তারই আড়ালে তৈরি হয়েছিল অস্ত্র কারখানা। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শনিবার রাতে অভিযান চালিয়ে ওই অস্ত্র কারখানার হদিস পায় পুলিশ। গ্রেফতার করা হয়েছে দু'জনকে।ঘটনাটি ঘটেছে সুন্দরবনের দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী থানা এলাকার রামচন্দ্রপুরে।পুলিশ সূত্রে জানা গেল,বেশ কিছু দিন ধরে ওই বেআইনি অস্ত্র কারখানার খবর ছিলো পুলিশের কাছেপ। তাই খরিদ্দার সেজে ওই বাড়িতে যায় পুলিশের একটি বিশেষ দল।

সেখান থেকে উদ্ধার হয় একের পর এক আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র। খড়ের ছাউনির ঘরের মধ্যে এই অস্ত্র কারখানাটি গড়ে উঠেছিল। মহিলারা ওই বাড়িতে শাড়িতে জরির কাজ করতেন। আর তার আড়ালেই চলতো এই অস্ত্রের কারবার।বারুইপুর পুলিশ জেলার এসওজি এবং বাসন্তী থানার পুলিশের যৌথ অভিযানে ওই বাড়ি থেকে ৭টি দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি বড় আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। পাওয়া গেছে আগ্নেয়াস্ত্র তৈরির সরঞ্জাম। এই ঘটনায় মোতালেফ ওরফে হাসান পুরকাইত এবং জয়নাল মোল্লা নামে দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এঁদের মধ্যে মোতালেফ ২০১৯ সালে এক বার গ্রেফতার হয়ে ছিলেন।শনিবার বারুইপুর পুলিশ জেলার অফিসে সাংবাদিক বৈঠকে এই ঘটনা প্রসঙ্গে বারুইপুর পুলিশ জেলার সুপার মিস পুষ্পা বলেন, আমাদের কাছে কিছু দিন ধরে খবর ছিলো যে বাসন্তী থানার রামচন্দ্রপুর এলাকায় অস্ত্রের কারবার হচ্ছে।ওখানে হাসান নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। এর আগে ২০১৯ সালে আগ্নেয়াস্ত্র কারখানা তৈরি করার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছিলো ওই ব্যক্তিকে।জেল থেকে বেরিয়ে আবার নতুন করে অস্ত্র কারখানা তৈরি করছেন ঐ ব্যক্তি।গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শুক্রবার রাতে পুলিশের একটি দল হানা দেয়। ওই সময় হাসানের বাড়ি থেকে ৭টি আগ্নেয়াস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্র তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার হয়।তবে এই অস্ত্র তৈরি করে সে কি ভাবে ও কোথাও স. গুলো বিক্রি করতো এ সব জানতে ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলে এদিন জানান পুলিশ সুপার।পাশাপাশি, আসন্ন পঞ্চায়েত ভোটে সন্ত্রাস ছড়ানোর জন্য ওই অস্ত্র কারবার চলছিল কি না, সেটাও জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা।আর এই ভাবে ভোটের আগে নিয়মিত বেআইনি অস্ত্র উদ্ধারের কাজ চলবে বলে পুলিশ সূএে জানা গেল।

নাবালিকা ছাত্রীকে যৌন নির্যাতনের ঘটনায় শিক্ষকের সাজা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৯ এপ্রিল ঃ প্রথম শ্রেণির নাবালিকা ছাত্রীকে যৌন নির্যাতনের ঘটনায় শিক্ষকের সাজা ঘোষণা হলো হাওড়া আদালতে। শনিবার হাওড়ার পকসো আদালতের বিচারক দোষীকে ৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫ হাজার টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে ৫ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন। হাওড়া আদালত সূত্রে জানা গেছে, ওই নাবালিকা জগাছা থানা এলাকার বাসিন্দা। ঘটনাটি ঘটেছিল ২০১৬ সালের ৭ জানুয়ারি। আসামী তারকনাথ ঘোষালের স্ত্রী প্রথম শ্রেণির ছাত্রী ওই নাবালিকাকে পড়াতেন। ঘটনার দিন তিনি বাড়িতে ছিলেন না। সেই সময় তারক বাড়িতে একাই ছিলেন। ওইদিন দুপুর ৩টে নাগাদ নাবালিকা পড়তে এলে কেউ না থাকার সুযোগ নিয়ে তারকনাথ নাবালিকাকে শারীরিক এবং যৌন নির্যাতন করেন। পরে সে বাড়ি ফিরে এসে বাবা মাকে সব বলে দেয়। এই ঘটনায় ওই নাবালিকা অসুস্থ হয়ে পড়ে। পরে পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় অভিযোগ করা হয়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তারকনাথকে তার বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয়। এরপর তার বিরুদ্ধে মামলা চলে। তার বিরুদ্ধে আইপিসির ৩৭৬ ধারা সহ পকসো আইনের ৬ ধারায় মামলা রুজু করে পুলিশ। এই মামলায় মোট ১০ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ হয়। এরপর এই মামলা চলে। শনিবার আসামী তারকনাথের সাজা ঘোষণা হয়। এই মামলার সরকার পক্ষের আইনজীবী ছিলেন সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আজ রাজ্যে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তির জন্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ এপ্রিল ঃ রাজ্যে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তির জন্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা আগামীকাল নেওয়া হবে। গত বছরের তুলনায় এ বার রাজ্য জয়েন্টে পরীক্ষার্থী বেড়েছে ২৫ শতাংশ। এবছর মোট ১ লক্ষ ২৪ হাজার ৯১১ জন পরীক্ষার্থী জয়েন্ট পরীক্ষায় বসছেন। বাড়তি পরীক্ষার্থীর সংখ্যার নিরিখে পরীক্ষাকেন্দ্রের সংখ্যাও বাড়ানো হয়েছে। ২৭৭ থেকে বেড়ে পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা হয়েছে ৩০৬। রাজ্য জয়েন্ট এন্টার্নস বোর্ডের রেজিস্ট্রার দিব্যেন্দু কর জানিয়েছেন, এই পরীক্ষা কেন্দ্র গুলির মধ্যে রাজ্যে রয়েছে ৩০৩টি। বাকি তিনটির মধ্যে দু'টি ত্রিপুরায় অন্যটি অসমের শিলচরে। প্রতিটি কেন্দ্রেই বোর্ডের পর্যবেক্ষক থাকবেন। দুই অর্ধে পরীক্ষা হবে। প্রথমার্ধে সকাল ১১টা থেকে বেলা ১টা ও দ্বিতীয়ার্ধে দুপুর ২টো থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত পরীক্ষা চলবে।পরীক্ষায় বেনিয়ম রুখতে এবার নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মাধ্যমিকের ধাঁচেই রাজ্য জয়েন্টেও রিয়েল টাইম অ্যাপের মাধ্যমে সেন্টার ইনচার্জদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রাখবেন। সব পরীক্ষাকেন্দ্রেই থাকছে হ্যান্ডহেল্ড মেটাল ডিটেক্টর। এছাড়া মোবাইল ফোনের মত ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম চিহ্নিত করতে ভ্রাম্যমাণ পর্যবেক্ষকদের কাছে রেডিয়ো ফ্রিকোয়েন্সি ডিটেক্টর থাকবে।

রাজ্য কেন্দ্রীয় প্রকল্পের কাজের অডিট করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ এপ্রিল ঃ গত আর্থিক বছরে রাজ্যে প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনা প্রকল্প নির্মাণে কোনও অনিয়ম হয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে রাজ্য সরকার প্রকল্পের কাজের অডিট করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনার আওতায় সম্পূর্ণ কাজের সিএজির অনুমোদিত কোনও সংস্থাকে দিয়ে রাজ্যের ৩৪৫টি ব্লকে এই অডিট করানো হবে বলে পঞ্চায়েত দফতর সূত্রে জানা গেছে। রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার এ প্রসঙ্গে বলেন, রাজ্য সরকার আবাস প্রকল্পে সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা বজায় রেখে কাজ করেছে। এনিয়ে আগামী দিনে যাতে কোনো প্রশ্ন না ওঠে সেকারণে গোটা রাজ্যে অডিট করানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গ্রামীণ আবাস যোজনায় কেন্দ্রের কাছ থেকে কত টাকা পাওয়া গিয়েছে, নিয়ম মেনে সেই টাকা খরচ হয়েছে কি না, কত টাকার জিনিসপত্র কেনা হয়েছে এবং তার সঠিক কাগজপত্র আছে কি না, সবটাই খতিয়ে দেখা হবে। প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ আবাস যোজনায় যে সব বাড়িঘর তৈরি হচ্ছে সেখানেও পরিদর্শনে যাবেন অডিটররা। শিলিগুড়ি মহকুমা পর্ষদ, জিটিএ এলাকাতেও এই অডিট হবে। সেই অডিট রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবে পঞ্চায়েত দফতর।

আগামী ২১ শে মে থেকে রাজ্যে হজযাত্রা শুরু হচ্ছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ এপ্রিল ঃ আগামী ২১ শে মে থেকে রাজ্যে হজযাত্রা শুরু হচ্ছে। এই পর্ব চলবে ৬ ই জুন পর্যন্ত। আসাম , মিজোরাম, ত্রিপুরা পশ্চিম সহ বেশ কয়েকটি রাজ্য থেকে কলকাতা বিমানবন্দরের মাধ্যমে হজ যাত্রা শুরু করবেন প্রায় ১৪ হাজারের বেশী হজ যাত্রী। এই হজ যাত্রীদের তীর্থ যাত্রা মসৃণ করতে পর্যাপ্ত ব্যাবস্থাপনার নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য সরকার। মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীর নেতৃত্বে বিভিন্ন দফতরকে সঙ্গে নিয়ে নবান্ন সভাঘরে আজ এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে হজ যাত্রার প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিল হজ কমিটির প্রতিনিধিরাও। সংখ্যালঘু বিষয়ক, পরিবহন, স্বাস্থ্য, জনস্বাস্থ্য কারিগরি সহ হজ যাত্রার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দফতরের সচিব সহ উচ্চ পদস্থ আধিকারিকদের ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া রেল, বিমান বন্দর কতৃপক্ষ, সি আই এস এফ, পাসপোর্ট সেবা বিভাগের আধিকারিকরাও ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। নিউটাউনের হজ হাউসের প্রস্তুতি, হজ যাত্রীদের পাসপোর্ট এবং বিমান বন্দরের নিরাপত্তা পাসের ব্যবস্থা, তাদের টিকাকরণ সহ একাধিক বিষয় নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়। বৈঠকে মুখ্যসচিব কলকাতা পুলিশ ও বিধাননগর পুলিশকে হজ হাউসগুলোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা জোরদার করার নির্দেশ দিয়েছেন বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে। এবিষয়ে সিনিয়ার পুলিশ আধিকারিকদের দায়িত্ব দেওয়ার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট পুরসভাগলিকে পর্যাপ্ত জলের ব্যাবস্থা ও নিয়মিত সাফ সাফাইয়ের কথা বলা হয়েছে। পরিবহন দফতর কে হজ যাত্রীদের জন্য এসি বাসের ব্যবস্থার পাশাপাশি নোডাল অফিসারদের সঙ্গে সমন্বয় রাখার কথা বলা হয়। নিদিষ্ট সময়ের আগে ঠিক মতো হজ যাত্রীদের বিমানবন্দরে পৌঁছে দিতে নোডাল অফিসাররা দায়বদ্ধ থাকবেন। দুই পুলিশ পুলিশ কমিশনারেটের মধ্যে সমন্বয়ের বিষয়টিও তাঁরা দেখভাল করবেন। হজযাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও কোভিড টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে । সরকারি হাসপাতালে হজ যাত্রীদের জন্য আলাদা শয্যার ব্যাবস্থা রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মুক্তিরচক গণধর্ষণ মামলা, দোষী ৮ জনের ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৯ এপ্রিল ঃ মুক্তিরচক গণধর্ষণ মামলায় দোষী সাব্যস্ত ৮ জনকে সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল আমতা আদালত। শনিবার দোষীদের ২০ সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। এই ঘটনায মোট ৪৯ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ করা হযেছে। গণধর্ষণের ঘটনার ৮৭ দিনে চার্জশিট পেশ করে পুলিশ। বৃহস্পতিবারই বিচারক রোহন সিনহা অভিযুক্ত ১০ জনের মধ্যে ৮ জনকে দোষী সাব্যস্ত করেন। বাকি দু'জনের বিরুদ্ধে যথাযথ প্রমাণ না থাকায় তাদের নির্দোষ ঘোষণা করা হয়েছিল। ২০১৪ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি রাতে আমতার মুক্তিরচক গ্রামে এই গণধর্ষণের ঘটনা ঘটেছিল। ওই রাতে এক গৃহবধূ তাঁর জা, শ্বাশুড়িকে গণধর্ষণ করে এই ৮ জন। তাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৯ (অবৈধ জমায়েত), ৩২৩ (শারিরীক নিগ্রহ, মারধর), ৪৫০ (বেআইনিভাবে প্রবেশ) ও ৩৭৬ ডি (গণধর্ষণ) এসব ধারায় তাদের দোষী সাব্যস্ত করা হয়। দোষীরা হল বরুণ মাখাল, বংশী গায়েন, নব গায়েন, সৈকত মণ্ডল, সুকান্ত পাত্র, গৌতম মাখাল, গৌরহরি মাখাল ও শংকর মাখাল। আর নির্দোষ ঘোষণা করা হয়েছে জগৎ মণ্ডল ও রঞ্জিত মণ্ডলকে। মূল ঘটনার পরপরই ধর্ষিতাদের পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে ধীরে ধীরে আমতা থানার পুলিশ সকলকেই গ্রেফতার করে। এরপর ২০১৪ সালের নভেম্বর মাস থেকে আমতা আদালতে বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়। মাঝে দোষীরা হাই কোর্ট থেকে জামিন নিয়ে প্রকাশ্যে ঘোরাফেরা করছিল। তবে এলাকায় ঢোকা তাদের নিষিদ্ধ ছিল। তাছাড়া নির্যাতিতাদের যথাযথ নিরাপত্তার জন্য মুক্তিরচক গ্রামে পুলিশের শিবির করা হয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে। প্রসঙ্গত, এই মুক্তিরচক গণধর্ষণ মামলা রাজ্যে সাড়া জাগানো ঘটনার মধ্যে অন্যতম। অভিযোগ, রাতে এলাকার আলো নিভিয়ে নির্যাতিতাদের বাড়িতে ঢুকে গৃহবধূ ও তাঁর শাশুড়িকে গণধর্ষণ করা হয়। এলাকার লোকেরা আওয়াজ পেলেও ভয়ে কেউ বের হয়নি। গৃহবধূর জেঠিশাশুড়ি কোনওরকমে বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় অন্ধকারে একলা ছুটতে থাকেন পুলিশের কাছে যাওয়ার জন্য। পথমধ্যে টহলরত পুলিশকে দেখতে পান। তাঁদের ঘটনা কথা বলেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে এলে দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়। এই ঘটনার পর দু'জনকে ভরতি করানো হয় উলুবেড়িয়া তৎকালীন মহাকুমা হাসপাতালে। রাজ্যজুড়ে সাড়া পড়ে যায় এই ঘটনায়।

মানহানির মামলায় বিমান, সেলিম, শতরূপের বিরুদ্ধে সমন জারি আদালতের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ এপ্রিল ঃ বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু, সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম ও সিপিএম নেতা শতরূপ ঘোষের বিরুদ্ধে সমন জারি করল নিম্ন আদালত। আগামী ১৩ জুন তিনজনকে হাজিরা দিতে হবে। সিপিএম নেতা শতরূপ ঘোষের ২২ লক্ষ টাকার গাড়ি থাকায় নীতিগত প্রশ্ন তুলেছিলেন কুণাল ঘোষ। সেখান থেকেই তরজার সূত্রপাত। পরে কুণাল ঘোষকেও চাঁচাছোলা ভাষায় জবাব দিয়েছিলেন শতরূপ ঘোষ। এরপরই মানহানির মামলা করেনতৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। শতরূপের বিরুদ্ধে কুণাল ঘোষ মন্তব্য করার পর তাঁকে আলিমুদ্দিন থেকে জবাব দেন শতরূপ।তিনি জানিয়েছিলেন, তাঁরা বাবা তাঁকে ওই গাড়ি উপহার হিসেবে দিয়েছিলেন, তাই এতে নীতিগত কোনও প্রশ্ন থাকার কথা নয়। সেই সময় কুণালকে 'টেস্ট টিউব বেবি' বলেও উল্লেখ করেছিলেন শতরূপ। আর তাতেই ক্ষুব্ধ হন কুণাল ঘোষ। আদালতের দ্বারস্থ হয়ে কুণালের আইনজীবী দাবি করেন, শুধু তাঁকে নয়, তাঁর পরিবারকেও অপমান করা হয়েছে। আর আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে সিপিএমের রাজ্য সদর দফতরে বসে যেহেতু শতরূপ আক্রমণ করেছেন, তাই এর দায় বিমান বসু ও মহম্মদ সেলিমের ওপরও বর্তায় বলেও দাবি করেন কুণাল। তাই তিনজনের বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন তৃণমূল নেতা।

হারিয়ে যাওয়া মোবাইল কমিউটারকে ফিরিয়ে দিল আরপিএফ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ এপ্রিল ঃ ২৮.০৪.২০২৩ তারিখে প্রায় ০৮,৪৫ টায়, কালীঘাট মেট্রো স্টেশনের একজন অন ডিউটি আরপিএফ কর্মী বুকিং কাউন্টারের কাছে একটি মোবাইল ফোন খুঁজে পান। এই ফোনের কোনো দাবিদার খুঁজে না পেয়ে এবং যথাযথ নিরাপত্তা পরীক্ষা করার পর, তিনি এটি স্টেশন মাস্টারের অফিসে জমা দেন। তারপরে, স্টেশন মাস্টার বারবার ঘোষণা করে ফোনের মালিককে স্টেশন মাস্টারের অফিস থেকে সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন এবং একটি নিয়ন্ত্রণ বার্তাও সমস্ত স্টেশনে জানানো হয়েছিল। মাঝে মাঝে অর্থাৎ ১১,১০ টার পরে, একজন মহিলা যাত্রী স্টেশন মাস্টারের অফিসে এসে ফোনটির মালিকানা দাবি করেন। যথাযথ যাচাই বাছাই এবং সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার পর, ফোনটি তার হাতে তুলে দেওয়া হয়। হারানো ফোন পুনরুদ্ধার করতে সাহায্য করার জন্য তিনি মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

খুলে দেওয়া হলো হাওড়ার বাঁশতলা শ্মশানের বৈদ্যুতিক চুল্লি

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৯ এপ্রিল ঃঅবশেষে সংস্কারের পর খুলে দেওয়া হলো হাওড়ার বাঁশতলা শ্মশানের বৈদ্যুতিক চুল্লি। বাঁশতলা শ্মশানঘাটের ইলেকট্রিক চুল্লিটি দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়েছিল। এর ফলে অসুবিধায় পড়েছিলেন হাওড়ার মানুষ। ইলেকট্রিক চুল্লিতে মৃতদেহ সৎকারের জন্য তাদের ছুটতে হতো শিবপুর কিংবা বাঁধাঘাট শ্মশানে। অবশেষে সেই সমস্যার সমাধান হলো। হাওড়া পুরসভার মুখ্য প্রশাসক সুজয় চক্রবর্তী শনিবার এক সাংবাদিক বৈঠক করে জানান, হাওড়ার বাঁশতলা শ্মশানের ইলেকট্রিক চুল্লির মেরামতের কাজ সম্পন্ন হযেছে। শুক্রবার থেকেই সেটি আবার চালু করা হয়েছে। প্রায় এক বছর বন্ধ থাকার পর সেটির সংস্কার করে বাঁশতলা ঘাটের ইলেকট্রিক চুল্লি সর্বসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। এতে উপকৃত হবেন হাওড়ার বাসিন্দারা।

সিরফি, ব্যারাকপুর এ ফপিলি সভা আয়োজিত হলো

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ এপ্রিল ঃ একদল কৃষক যারা কৃষি উৎপাদন এবং সংশ্লিষ্ট কার্যকলাপেপ সাথে জড়িত এবং কৃষি ব্যবসা পরিচালনার প্রতি একই দর্শন রয়েছে তারা কোম্পানি তৈরী করে যা ফপিসি নাম পরিচিত। এই গোষ্টিটি একটি একক গ্রামের কৃষক বা কয়েকটি গ্রামের কৃষকদের নিয়ে গঠিত হতে পারে। এফপিসি -র মূল উদ্দেশ্য হল একটি কোম্পানি হিসাবে নিবন্ধনকরে কৃষি ব্যবসা সংগছিত করা।দেশেরপূর্বাঞ্চলে কর্মরত একটি সক্রিয় এমজিও সুন্দরবন ড্রিমদের সহযোগিতায় ২৯ এপ্রিল২০২৩তারিখে সিআইএফ আরআই, ব্যারাকপুরে একটি এফপিসিমিটি আয়োজন করা হয়েছিল। সভার উদ্দেশ্য ছিল মৎস্য চায়ের মাধ্যমে জীবিকা বৃদ্ধিতে এফপিসি সদস্যের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। উদ্বোধনী অধিবেশনের মাধ্যমে শুরু হওয়া পুরো দিনের কর্মসূচি ছিল তিনটি কারিগরী অধিবেশন আয় সৃষ্টির জন্য ম্যস্যসম্পদ, এফপিসি-র জন্য বিপণন এবং আর্থিক কৌশল এবং এফপিসি-র উন্নয়নএবংপর্যবেক্ষণ।

৩ মে পর্যন্ত ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস দক্ষিণবঙ্গে, বর্ষার মরশুমের জন্য প্রস্তুতি বৈঠকে বসছে সরকার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ এপ্রিল ঃ পূর্ব বাংলাদেশ সংলগ্ন এলাকায় সৃষ্ট ঘূর্ণাবর্ত ও তামিলনাড়ুর ওপর তৈরি নিম্নচাপ অক্ষরেখার প্রভাব এবং বঙ্গোপোসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাস্প প্রবেশ করায় রাজ্যে বুধবার, ৩ মে পর্যন্ত ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, দক্ষিণবঙ্গের দুই ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর ছাড়াও পুরুলিয়া ও ঝাড়গ্রাম এবং উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কালিম্পংএ বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। শনিবার দুপুরের দিকেই আবহাওয়া বদলে যায় দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাজুড়ে দমকা হাওয়া বইতে থাকে। আকাশ ঢেকে যায় কালো মেঘে। কোথাও কোথাও

হালকা বৃষ্টিও হয়েছে। এদিন সকালের দিকে রোদের তেজ থাকলেও, দুপুর বারোটার পর রূপ বদলে ফেলে আবহাওয়া। পূর্বাভাস মতোই দমকা হাওয়া বইতে থাকে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। এদিকে, আসন্ন বর্ষার মরশুমে রাজ্যে বন্যা পরিস্থিতি, সাইক্লোন, নদী বাঁধ মোকাবিলায় কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে তার প্রস্তুতি নিয়ে রাজ্য সরকার বৈঠকে বসতে চলেছে। মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীর নেতৃত্বে আগামী মঙ্গলবার নবান্ন সংলগ্ন সভাঘরে ওই বৈঠকে দামোদর ভ্যালি কর্পরেশন ডিভিসি, কলকাতা বন্দর, সেনা, কেন্দ্রীয় জল কমিশন, সেচ, বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা দপ্তরের আধিকারিকদের উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

জঙ্গি সন্দেহে হাওড়া স্টেশন থেকে গ্রেফতার কোচবিহারের বাসিন্দা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ এপ্রিল ঃ জঙ্গিযোগ সন্দেহে এবার হাওড়া স্টেশন থেকে এক যুবককে গ্রেফতার করল রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)। এসটিএফ সূত্রের খবর, ধৃতের নাম নান্নু মিঞা(৩৯)। ধৃত যুবক কোচবিহারের দিনহাটার বাসিন্দা। শনিবার সকালে রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ) এর একটি দল হাওড়া স্টেশন থেকে তাকে গ্রেফতার করে। সম্প্রতি উত্তর ২৪ পরগনার শাসন থানায় একটি ঘটনার তদন্তে নেমে নান্নুর খোঁজ পায় পুলিশ। তারপর থেকে তাঁকে নজরে রাখা শুরু হয়। শুরু হয় তল্লাশি। শনিবার সকালে হাওড়া স্টেশন থেকে গ্রেফতার করা হয় তাকে। সে ভিন রাজ্যে পালানোর ছক করেছিল। তার আগেই পুলিশের হাতে ধরা পড়ে সে। তার বিরুদ্ধে জঙ্গি কার্যকলাপে যুক্ত থাকার অভিযোগ রয়েছে। গোপন সূত্রে পুলিশ খবর পায় এদিন সে হাওড়ায় আসবে। সেখান থেকে ভিনরাজ্যে চম্পট দেবে। সেই খবর পেয়ে শনিবার সকাল থেকে হাওড়া স্টেশনে ওত পাতে রাজ্য পুলিশের এসটিএফ। গ্রেপ্তার হয় নান্নু মিঞা। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ইউএপিএ আইনের বিভিন্ন ধারা ছাড়াও ভারতীয় দন্ডবিধির বেশ কয়েকটি ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। নান্নু কোন জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত সে সম্পর্কে খোঁজখবর

নেওয়া হচ্ছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগে হুগলির দাদপুরের হাজারপাড়া এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছিল নাসিমউদ্দিন শেখ নামে এক যুবককে। রাজ্য পুলিশের এসটিএফ মুর্শিদাবাদের ওই যুবককে তাঁর মামার বাড়িতে ঘুম থেকে তুলে নিয়ে যায়। এসটিএফ সূত্রে খবর, আল কায়দা গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে নাসিমের। তিনি জঙ্গি গোষ্ঠীর হয়ে প্রচার করতেন। নাসিমের সঙ্গে নান্নুর যোগাযোগ রয়েছে কি না তাও খতিয়ে দেখা হবে বলে পুলিশ সূত্রে এবং গিয়েছে। এই বছরই প্রজাতন্ত্র দিবসের আগে, হাওড়ার ২ বাসিন্দা মহম্মদ সাদ্দাম ওরফে সাদ্দাম মল্লিক এবং সইদ আহমেদ নামে দুই সন্দেহভাজন আইএসআইএস জঙ্গিকে গ্রেফতার করে কলকাতা পুলিশের এসটিএফ। ধৃতদের বিরুদ্ধে, দেশ বিরোধী কাজ, দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এবং অস্ত্র সংগ্রহের ধারায় মামলা রুজু করে পুলিশ। গত বছর, এই হাওড়া থেকেই জেএমবি জঙ্গি সন্দেহে আনিরুদ্দিন আনসারি নামে মাদ্রাসার এক শিক্ষককে গ্রেফতার করে রাজ্য পুলিশের এসটিএফ। পুলিশের দাবি , এই রাজ্য ছাড়াও অসমে জেএমবি জঙ্গিদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল আনিরুদ্দিনের। তার কাছ থেকে বেশ কিছু পরিচয়পত্র মিলেছে। সেগুলিও সন্দেহভাজন জেএমবি জঙ্গিদের বলে পুলিশের অনুমান।

রাজ্যে ১৫১৫টি স্থানে প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত শুনবেন ত্রিপুরাবাসী

আগরতলা, ২৯ এপ্রিল ঃ আগামীকাল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মন কি বাত অনুষ্ঠানের শততম পর্ব অনুষ্ঠিত হবে। সারা দেশের সাথে ত্রিপুরাতেও ওই অনুষ্ঠান পালনের আয়োজন করা হবে। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানিয়েছেন বিজেপি প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য। সাথে তিনি যোগ করেন, ত্রিপুরায় ১৫১৫টি স্থানে প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত শুনবেন রাজ্যবাসী। এদিকে, কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের পক্ষ থেকে দেশের সমস্ত রাজভবনে প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত ১০০ তম পর্ব সরাসরি শুনার আয়োজন করা হয়েছে। ত্রিপুরায় রাজ ভবনেও একই আয়োজন করা হয়েছে। এদিন তিনি বলেন, মন কি বাত অনুষ্ঠানের শততম পর্বকে সারা দেশের প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে বিজেপি সরকার ও দলের পক্ষ থেকে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গোটা ত্রিপুরায় আগামীকাল ১৫১৫টি স্থানে প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাতের পর্বটি শোনা হবে। এদিন তিনি ত্রিপুরার আপামর জনগণের কাছে প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাতের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মাসিক রেডিও সম্প্রচার 'মন কি বাত' ১০০তম পর্ব উপলক্ষ্যে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক দেশের সমস্ত রাজ ভবনে ৩০ এপ্রিল এই অনুষ্ঠানের লাইভ স্ক্রিনিং করার আয়োজন করতে সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়েছে। এই উদ্যোগের ধারা ক্রমে আগরতলায় রাজ ভবনেও 'মন কি বাত'এর ১০০ তম পর্বের চলমান প্রদর্শনী বা লাইভ স্ক্রিনিং করতে জোর কদমে প্রস্তুতি নিচ্ছে। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের তত্ত্বাবধানে আগরতলা মিডিয়া ইউনিট জনপ্রিয় এই রেডিও অনুষ্ঠানের বিশেষ স্ক্রিনিং করতে আয়োজন করছে। ত্রিপুরার রাজ্যপাল সত্যদেও নারায়ণ আর্য মুখ্য অতিথি রূপে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা) মানিক সাহা সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। এই অনুষ্ঠানের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রখ্যাত ব্যক্তিগণ এবং প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এছাড়াও এই রাজ্য থেকে যে সমস্ত ব্যক্তিদের কাজ পূর্বেকার 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে প্রশংসিত হয়েছে এমন পাঁচ জনকে 'মন কি বাত'এর ১০০তম পর্বের বিশেষ চলমান প্রদর্শনী প্রত্যক্ষ করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। প্রসঙ্গত, ২০১৪ সালের ৩০ অক্টোবর শুক্রবার পবিত্র বিজয়া দশমী উপলক্ষে অল ইন্ডিয়া রেডিও (এআইআর)এর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী 'মন কি বাত'এর প্রথম পর্বের সম্প্রচার করা হয়েছিল। ২০১৫ সালের এপ্রিল থেকে মন কি বাত মাসিক রেডিও অনুষ্ঠান প্রতি মাসের শেষ রবিবার সম্প্রচার করা হচ্ছে এবং তার সাম্প্রতিকতম সম্প্রচার ৯৯তম পর্ব উপস্থাপন করা হয়েছিল গত ২৬ শে মার্চ। মন কি বাতএর প্রথম পর্বের সময়কাল ছিল ১৪ মিনিটের, যা দ্বিতীয় পর্বে বেড়ে হয় ১৯ মিনিট এবং ২৬ মিনিট হয় তৃতীয় পর্বটি। ৪র্থপর্ব থেকে প্রতি পর্বের সময়কাল চলতে থাকে ৩০ মিনিট করে। প্রাথমিকভাবে, সম্প্রচার ছিল শুধুমাত্র হিন্দি ভাষায় এবং ২০১৬ সালের ৩১ জানুয়ারি থেকে পর্যায় ক্রমে ইংরেজি সংস্করণ এবং ২০১৭ সালের ২৮ মে থেকে সংস্কৃত সংস্করণ শুরু হয়েছে। বর্তমানে, ২২টি ভারতীয় ভাষা ও ইংরেজি সহ ২৩টি ভাষায়, ২৯টি উপভাষা (২৫টি উত্তর পূর্বের এবং ৪টি ছত্তিশগড় থেকে) এবং ১১টি বিদেশী ভাষায় মন কি বাত সম্প্রচার করা হচ্ছে। ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে রয়েছে হিন্দি, সংস্কৃত, পাঞ্জাবি, তামিল, তেলেগু, কানাড়া, মারাঠি, গুজরাটি, মালয়ালম, ওড়িয়া, কোঙ্কানি, নেপালি, কাশ্মিরি, ডোগরি, মণিপুরি, মৈথিলি, বাংলা, অসমিয়া, বোড়ো, সাঁওতালি, উর্দু এবং সিন্ধি। উপভাষাগুলি হল ছত্তিশগড়ি, গোন্ডি, হালবি, সারগুজিয়া, পাহাড়ি, শিনা, গোজরি, বালটি, লাদাখি, কার্বি, খাসি, জয়ন্তিয়া, গারো, নাগামিজ, মার, পাইতে, থাদৌ, কাবুই, মাও, তাংখুল, নিয়েইসি, আদি, মোনপা, আও, অঙ্গাঁমি, ককবরক, মিজো, লেপচা এবং সিকিমিজ(ভুটিয়া)।বিদেশী ভাষা সমূহ ফরাসি, চিনা, ইংদোনেশিয়ান, তিব্বতি, বার্মিজ, বালুচি, আরবি, পস্তু, পারসিয়ান, দারি এবং সাওয়াহিলিতে সম্প্রচার করা হয়।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ১৪৯ সংখ্যা, রবিবার, ১৬ বৈশাখ ১৪৩০

বাংলায় এখন রামচন্দ্র চর্চা

সম্পাদকীয় ১

বঙ্গবাসীরা রামচন্দ্রকে নিয়ে বেশি রাজনৈতিকভাবে চিন্তাভাবনা করছে না। রামচন্দ্র একটি জাতীয়চরিত্র। তাকে নিয়ে রাজনীতিক দলের প্রচারে পক্ষ নিয়ে চর্চা করা উচিত নয়। বাংলার বাসিন্দারা মনে করে যে রামচন্দ্রকে নিয়ে কোনও রাজনৈতিক দলের এগিয়ে আসা উচিত নয়। রাজনৈতিক দল দেশের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থাকে। সেখানে যদি ধর্মকে বা রামচন্দ্রকে নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করে তাহলেই মুশকিল। বাংলার লোকেরা সেই কারণে কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ধর্মকে মিশিয়ে ফেলতে রাজি নয়। বাঙালিরা বরবারই রাজনীতির চিন্তাভাবনা একটি ভিন্নমত পোষন করে থাকে। সেখানে রাম বা শ্রীকৃষ্ণের কোনও স্থান নেই। সেখানে শুধু রাজনৈতিক তত্ত্ব ছাড়া আর কোনও বিষয় থাকে না। এবার এই বাঙালি যখন কোনও ধর্মস্থানে যায় তখন সেখানে আবার ধর্ম ছাড়া কোনও কথা ভাবতে পারে না। বৃন্দাবনে যদি দোনও বাঙালি পরিবার যায় তাহলে সেখানে শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া আর কারোর কথাকে আমল দেয় না। ঠিক তেমনি আবার কেউ যদি তারাপীঠ যায় তাহলে সে সেখানে মা তারা ছাড়া আর কারোর কথা ভাবে না। সেই একই লোক যদি আবার শান্তিনিকেতন যায় তাহলে সে সেখানে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছাড়া আর কারোর কথাকে আমল দিতে চায় না। আসলে ধর্মীয় স্থানকে সব সময়ে রাজনীতি মুক্ত অবস্থায় দেখতে চায় বাঙালিরা। কিন্তু বেশ কিছু রাজ্য রয়েছে যারা সব সময়ে ধর্মকে সামনে নিয়ে এসে রাজনীতি করে। সেটা হল উত্তর প্রদেশ, বিহারসহ আরও বেশ কয়েকটি রাজ্য। এরা সব ব্যাপারে ধর্মকে এগিয়ে নিয়ে আসতে চেষ্টা করে। আজকে যে অযোধায় রাম মন্দিরের শিল্যানাস হচ্ছে তা নিয়ে উত্তর ভারত উত্তাল হয়ে গিয়েছে। তাদের কাছে আগে রামচন্দ্র তারপরে সেখানে অন্য চিন্তাভাবনা। সেখানে এখন প্রতিটি প্রায় ঘরে ঘরে রাম চরিত নিয়ে চর্চা করা হচ্ছে। রামচরিত মানস পাঠ করতে শুরু করে দিয়েছিল পণ্ডিতেরা। রামচন্দ্র বাংলার লোক না হলেও বাংলা সব সময়ে রামের ভক্ত রয়েছে এবং থাকবে। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের শাসক দল যেভাবে রামকে কেন্দ্র করে ভারতবাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছে। সেই কারণে কংগ্রেসও এখন রামনাম করে তাদের রাজনীতির প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। যুগ যুগ ধরে ভগবান রামের চরিত্র ভারত মহাদেশকে মানব সভ্যতাকে ঐক্যবদ্ধ করার সূত্র হিসাবে কাজ করেছে। রাম যেমন শবরীর, তেমনই তিনি সুগ্রীবের। রাম কবীরের, তুলসীদাসের এবং রাইদাসের। বাংলায় রামায়ণ কাব্য অনুবাদ করেছিলেন কাশীরাম দাস। তিনি বাংলায় রামায়ণ কাব্য অনুবাদ করে বাংলার ঘরে ঘরে রামায়ণকে পৌঁছে দিতে পেরেছিলেন। রাম হচ্ছে ভারতের জাতীয় চতিরত। তাকে অবলম্বন করেই জাতির জনক মহাত্মা গান্ধি রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন স্বাধীন ভারতে রাম রাজ স্থাপন হবে। রাম জার মানে অন্যায়ের অবসান এবং ন্যায়ের শাসন। 'ভারতবর্ষ' প্রবন্ধে আলি সাহেব লিখেছিলেন সেই 'ট্রাডিশন সমানে চলছে।' তিনি দেখতে পেয়েছিলেন যে প্রতিটি ভারতবাসী রাম ভক্ত। তারা কোনও সময়ে মারকে ত্যাগ করে থাকেনি। আধুনিক যুগেই রামকে বর্জন করে থাকতে পারে না ভারতবাসীরা. তার একচি মাত্র কারণ হৈঠে ভারতের দুই মহাকাব্য জগথ বিখ্যাত। এই দুই মহাকাব্য ভারতকে আন্তর্জাতক স্বীকৃতি দিয়েছে। গ্রীসকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দিয়েছিল 'ইলিয়াস' 'ওডিসি'। তেমনি ভারত এগিয়ে রয়েছে এই দুই মহাকাব্যের জন্য।

কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্যা বৃদ্ধি

সম্পাদকীয় ২

সমস্যা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছে। চারদিক দিয়ে যেভাবে সমস্যা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছে তাতে নাজেহাল অবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের। কেন্দ্রীয় সরকার এখন খুব শান্ত অবস্থায় নেই। প্রতিদিনই কোনও না কোন সমস্যা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে। এখন রক্তাক্ত লাদাখ। লাদাখকে কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে পরিণত করার ফলে বেশ ব্যাকফুটে চলে গিয়েছে পাকিস্তানের বিদেশ নীতি। চিনও বেশ বেকায়দায় পড়ে গিয়েছে। সেখান থেকে রেহাই পেতে চিন ইচ্ছাকৃতভাবে লাদাখে সীমান্ত ঝামেলা সৃষ্টি করেছে। ভারতীয় সেনারা চিন সেনাদের ওপরে কোনও সময়ে মস্তানি দেখায় না। কিন্তু চিনা সেনারা বহু বার তারা লাইন অব কন্ট্রোল অতিক্রম করে ভারতের মাটিতে প্রবেশ করে জোরজুলুম করতে শুরু করে। চিন বহুবার এইভাবে ভারতীয় সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতীয় সেনাদের ওপরে হামলা করেছিল। অরুণাচল প্রদেশের ভারত চিন সীমান্ত এলাকা ডোকলামে চিন বহুবার প্রবেশ করে ভারতীয় সেনাদের নজরদারি ক্যামেরা ভেঙে দিয়েছে। আবার তারা লাঠি দিয়ে মারতে শুরু করে ছিল ভারতীয় সেনাদের। কেন চিন এই সব করতে শুরু করে দিয়েছে সেটা ভাববার বিষয়। চিন আন্তর্জাতিক দিক দিয়ে কোনওঠাসা বলা যেতে পারে। চিন দেশে সাধারণ নাগরিকদের সঙ্গে সেখানকার প্রশাসনের কোনও সুসম্পর্ক নেই। সবাই সেখানে আতঙ্কের মধ্যে বসবাস করে। ফলে চিন এমন কিছু করতে চাইছে যে চিন দেশের সমস্ত জনগণ কমিউনিস্ট সরকারের প্রতি আস্থা স্থাপন করুক। করেনাভাইরাস নিয়ে চিনের অবস্থা খুবই জটিল। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট তো সরাসরি চিনকে দায়ী করেছে। ফলে চিন বেশ বেকায়দায় পড়ে গিয়েছে। চিন দেশের পণ্য ইউরোপের কোনও দেশে চলে না। একমাত্র এশিয়ার কয়েকটি দেশ ছাড়া। যেমন ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, নেপাল, হংকং, সিঙ্গাপুর থেকে শুরু করে থাইল্যান্ড সহ ইন্দোনেশিয়া। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বেশ কিছু দেশে চিনা পণ্যের বাজার রয়েছে। কিন্তু বিশ্বের আর কোথাও চিন পণ্য প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।

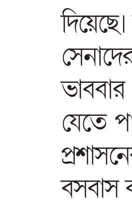

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা

তারাপীঠের মা কালী হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তারাপীঠের মায়ের পুজো করতে হবে। আরাধনা করতে হবে। নারী শক্তির জাগরণ চাই। নারী শক্তিকে কোনও সময়ে অবদামিত করে রাখা যায় না। মায়ের প্রতি ভক্তি অবিচল হতে হবে। মায়ের আরাধনা করতে হবে। জাগাতে হবে মনের ভক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনের শক্তি এবং ভক্তি জাগরিত হলে আর কোনও অপশক্তি আপনাকে পরাস্ত করতে পারবে না। সব অপশক্তি পরাস্ত হবে। লেখাপড়া সম্পদ সৃষ্টি করার প্রথম ধাপ। শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেকে শক্ত খুঁটি ওপরে দাঁড় করানোর কথা ব্যক্ত করেছেন। তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা বললেন, নারী শিক্ষাকে প্রাধান্য দিতে হবে। শুধু পুরুষ শিক্ষা চালু করলে হবে না, নারী শিক্ষাও চালু করতে হবে।

জাতীয় শিক্ষানীতি

রবীন্দ্র কুমার শীল

জাতীয় শিক্ষা নীতিতে ইংরেজিকে প্রধান করে বাংলাকে রাখতে হবে। নাহলে সেই শিক্ষা একেবারে অসম্পূর্ণ হবে। ইংরেজি ভাষা সাম্রাজ্যবাদের ভাষা নয়। ভাষা কখনও সাম্রাজ্যবাদ হতে পারে না। প্রতিটি ভাষার নিজস্ব সংস্কৃতি রয়েছে। রয়েছে তার চর্চার পরিধি। ইংরেজি ভাষা চর্চার পরিধি সারা বিশ্বব্যাপী। একথাকে অস্বীকার করলে চলবে না। পশ্চিমবঙ্গে বাংলা, হিন্দি এবং ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থার পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। নাহলে জাতীয় শিক্ষা নীতি পশ্চিমবঙ্গে সাফল্য লাভ করতে পারবে না। কেন্দ্রীয় সরকার এবারে 'এক দেশ এক শিক্ষা নীতি' গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। তার জন্য উদ্যোগীও হয়েছে। কিন্তু দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে ইউজিসি যে কমিটি তৈরি করেছে উচ্চ শিক্ষার ব্যাপারে সেখানে পশ্চিমবঙ্গ থেকে কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে নেওয়া হয়নি। এই প্রথম পশ্চিমবঙ্গ থেকে উপাচার্যদের নাম বাদ পড়লো। তাহলে কি ভাবতে হবে যে পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার কোনও রকমভাবে চিন্তাভাবনা করছে না। বা পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা নীতি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার একেবারে উদাসীন। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষক বা অধ্যাপক মহল থেকে জাতীয় শিক্ষা নীতি ব্যাপারে অভিযোগ তোলা হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষক মহল থেকে বলা হয়েছিল জাতীয় শিক্ষা নীতি এই রকমভাবে করতে হবে যাতে ছাত্রদের শিক্ষা গ্রহণের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা সম্ভব হয়। জাতীয় শিক্ষা নীতি গ্রহণ করতে গিয়ে দেখতে পাওয়া গেল হিন্দি শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। তাহলে কিন্তু আঞ্চলিক ভাষাগুলি উন্নতির পথে অন্তরায় হবে। আঞ্চলিক ভাষাগুলি এখন জাগতে শুরু করে দিয়েছে। আঞ্চলিক ভাষায় সাহিত্য থেকে শুরু করে বিদ্যালয়ের শিক্ষা গ্রহণের উপযুক্ত করে গোড়া তোলা হচ্ছে। এই সময়ে জাতীয় শিক্ষা নীতি গ্রহণ করে হিন্দিকে জনপ্রিয় করে তোলার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চললে হবে না। আঞ্চলিক ভাষার শিক্ষার ওপরে বেশি করে জোর দিতে হবে। ভারতের বহু ভাষা রয়েছে। সেই সব ভাষাকে গুরুত্ব দিতে হবে এবা তার চর্চার ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। হিন্দি বিরোধী হাওয়া পশ্চিমবঙ্গে বইতে শুরু করে দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বাংলা ভাষা অত্যন্ত শক্তিশালী ভাষা। বলতে বাধা নেই যে হিন্দি ভাষার চেয়েও শক্তিশালী ভাষা হচ্ছে বাংলা। বাংলা ভাষা একটি স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রীয় ভাষায় পরিণত হয়েছে। ফলে বাংলাকে বাদ দিয়ে ভারতীয় সংস্কৃতি জাগতে পারে না। এই চিন্তা পোষন করে

হিন্দিভাষী অঞ্চলের লোকেরা বাংলার ওপরে একেবারে ক্ষিপ্ত। কিন্তু যেটা সত্য তাকে প্রকাশ করা প্রয়োজন। বাংলা ভাষাকে উন্নতি করতে বিদ্যাসাগর থেকে শুরু করে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত আগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। সারা দেশ জুড়ে বিদ্যাসাগরের দ্বিশতবর্ষ জন্মদিবস পালন করা হয়। বিদ্যাসাগরের শিক্ষা নীতিই ছিল মাতৃভাষার পাশাপাশি ইংরেজি ভাষা চালু রাখা। কারণ ইংরেজি ভাষা আন্তর্জাতিক ভাষা। এই ভাষায় কথা বলতে বা লিখতে পড়তে পারলে সারা বিশ্বকে চেনা এবং জানা সম্ভব হয়। যিনি ইংরেজি ভাষা জানেন না তিনি ভালো করে সারা বিশ্বটাকে জানতে এবং চিনতে পারেন না। ফলে ইংরেজি জানা অতি অবশ্যই প্রয়োজন। বিদ্যাসাগর যখন বাবার হাত ধরে কলকাতায় এসেছিলেন। তিনি তখন যেমন সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করছিলেন পাশাপাশি তিনি সেই সময়ে ইংরেজি ভাষার প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলেন। বিদ্যাসাগরের পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বেশি বয়সে ইংরেজি ভাষা শেখার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি জানতেন, সেই সময়ে একটি ভালো শিক্ষা গ্রহণ করতে গেলে ইংরেজি ভাষা তাঁকে জানতেই হবে। ইংরেজি ভাষা না জানলে শিক্ষা গ্রহণ খুবই কঠিন। বিদ্যাসাগর ইংরেজি ভাষায় খুবই পটু ছিলেন। তিনি একদিকে বাংলা ভাষার উন্নতির জন্য আপ্রাণ যেমন চেষ্টা করে গিয়েছিলেন পাশাপাশি তিনি আবার ইংরেজি ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা সবাইকে বলে গিয়েছেন। ইংরেজি ভাষা হচ্ছে আন্তর্জাতিক মাধ্যম। বাংলার নবজাগরণের সময়ে ইংরেজি ভাষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে সেই সময়ে রাজা রামমোহন রায় এবং প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ইংরেজি শিক্ষার পক্ষে সাওয়াল করে গিয়েছিলেন। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন আধুনিক যুগে ইংরেজি ভাষাকে রপ্ত করতে হবে যুগের প্রয়োজনে। যুগটা চলছে আন্তর্জাতিকতাবাদ। এখানে ইংরেজি জানতেই হবে। ইংরজি এখনকার যুগে না জানলে চলবে না। বিদ্যাসাগর ইংরেজি ভাষা বেশ পটু ছিলেন। সেই কারণে তিনি সেই সময়ে সেক্সপিয়ারের নাটককের বাংলায় অনুবাদ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সেই বাংলার বিখ্যাত নাটকটির নাম রাখা হয়েছিল 'ভ্রান্তিবিলাস'। সেক্সপিয়ারের ভাষা ছিল ভিক্টোরিয়ান যুগের ভাষা। সেই ইংরেজি ভাষা আজকে ইংরেজি ভাষার চেয়ে জটিল এবং খুবই কঠিন ছিল। আজকে ভিক্টোরিয়ান যুগের ইংরেজি দেখতে পাওয়া যায় না। তবে লর্ড বাইরন থেকে শুরু করে গোল্ডমিস্থের ইংরেজি ভাষা হচ্ছে ভিক্টোরিয়ান যুগের ভাষা। সেই ইংরেজি ভাষা খুবই কঠিন ভাষা। ভিক্টোরিয়ান যুগ অতিক্রম করে এখন যে ইংরেজি ভাষা দেখতে পাচ্ছি তা অতি সরলীকরণ হয়ে গিয়েছে। সেই কঠিন ইংরেজি ভাষা চর্চা আর কোথাও হয় না। বাংলা ভাষার পরিবর্তন হয়েছে। হয়েছে বিবর্তন। আগেকার বাংলা ভাষার কঠিনতা এখন আর দেখতে পাওয়া যায় না। বিদ্যাসাগরের যুগের যুগের বাংলা ভাষা, বা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের যুগের বাংলা এখন আর নেই। এখন যে বাংলা দেখতে পাওয়া যায় সেই বাংলার প্রচলন করে গিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি বাংলা কঠিন ভাষাকে সহজ সরল বাংলায় পরিণত করে গিয়েছিলেন। আজকে বহু সেই বাংলা আগেরকার বাংলা থেকে বহু সরল বাংলায় পরিণত হয়েছে। বাংলা ভাষার চর্চা করা উচিত। বাংলা ভাষার যত চর্চা হবে ততই বাংলা ভাষার উন্নতি লাভ করবে। মাতৃভাষার প্রয়োজন রয়েছে। মাতৃভাষা চর্চা যত হবে ততই ভাষার পরিধি বৃদ্ধি পেতে থাকবে। আজকে কেন্দ্রীয় সরকার যে ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে তা বাম আমল থেকেই পশ্চিমবঙ্গে শুরু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু শুধু মাতৃভাষার চর্চা করলে চলবে না, পাশাপাশি প্রয়োজন রয়েছে ইংরেজি ভাষার চর্চা। ইংরেজি ভাষা হচ্ছে বিশ্বের সঙ্গে একমাত্র সংযোগকারী ভাষা। বিশ্বের অন্য দেশের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে গেলে প্রয়োজন হচ্ছে ইংরেজি ভাষার। বাংলার ভাষায় চর্চাও রাখতে হবে। বাংলাকে ভুলে গেলে চলবে না। মাতৃভাষাকে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রধান্য দেওয়ার দরকার রয়েছে। প্রতিটি দেশেই মাতৃভাষা চর্চা রয়েছে। মাতৃভাষা চর্চাকে গুরুত্ব দেওয়া দরকার। ভারত হচ্ছে বহুভাষীর দেশ। প্রতিটি রাজ্যের নিজস্ব ভাষা রয়েছে। সেই সব ভাষাগুলিকে বাদ দিয়ে জাতীয় শিক্ষা নীতি গ্রহণ করা একেবারে অসম্ভব। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই জাতীয় শিক্ষানীতিতে সমর্থন করেছেন। তিনি বলেন, 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-র অনুমোদনকে মুক্ত কণ্ঠে স্বাগত জানাচ্ছি। শিক্ষাক্ষেত্রের বহু প্রতীক্ষিত এই সংস্কার আগামী দিনে লক্ষ লক্ষ জীবন বদলে দেবে।' কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের নাম বদলে হল শিক্ষা মন্ত্রক। সেই নাম নিয়ে এখন থাকবে। নতুন শিক্ষানীতিতে ধোঁয়াসা রয়েছে প্রচুর। তামিলনাড়ু থেকে কোনও ছাত্র বাংলায় পড়তে এলে অফিসারের সন্তানরা কীভাবে পড়াশুনা করবে সেটা বুঝতে পারা গেল না। এই দিকটায় বেশ অসুবিধা হবে সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে। শিক্ষা প্রাঙ্গণে কৌশলে হিন্দি ভাষাকে ঢোকানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। এই বছর থেকে শুরু হচ্ছে জাতীয় শিক্ষা নীতি। এক জাতি এক শিক্ষা পদ্ধতি গ্রহণ করতে এখন কেন্দ্রীয় সরকার বদ্ধ পরিকর।

অচেনা ভাইরাস সম্পর্কে সাবধান

বিশেষ প্রতিনিধি

করোনা ভাইরাস একেবারে একটি অজানা ভাইরাস যা প্রভাব বিস্তার করে সারা বিশ্বকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল। করোনা ভাইরাস প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করলে বিশ্বের ভাইরোলজিস্টরা বলতে শুরু করে দিয়েছেন করেনার টিকা আবিস্কার করে করোনাকে রোখা সম্ভব হলেও পরে কিন্তু আরও অজানা ভাইরাস এসে উপস্থিত হতে পারে। তার জন্য সতর্ক হয়ে থাকতে হবে। নিজেকে সুরক্ষিত করতে করোনা ভাইরাসের সময়ে যেসব নিয়ম চালু করা হয়েছিল তা অব্যাহত রাখতে হবে। মাস্ক পরা থকে শুরু করে হাত স্যানিটাইজার করা এবং দূরত্ব বজায় রেখে চলাফেরা করা উচিত। বেশি ভিড়ে বহু মানুষের সঙ্গে না ঘুরে এলকা ঘোরা উচিত। ভইরাস তীব্র শক্তিশালী হওয়ার চেষ্টা করছে। পৃথিবীর ক্রমশ উত্তপ্ত হতে শুরু করেছে। প্রাণীরা একন আর বনণঝলে না থেকে শহরের মধ্যে প্রবেশ করে মানুষ বসতির কাছে এসে উপস্থিত হতে শুরু করেছে। প্রাণী দেহ থেকে ভাইরাস মানুষের শরীরে প্রবেশ করতে শুরু করেছে। ফলে বন্য প্রাণী জগত থেকে মানুষকে দূরে থাকতে হবে। করোনাভাইরাসের প্রতিষেধক আবিস্কার হয়ে গিয়েছে। প্রতিষেধক ওষুধ বের করার জন্য চলছে সারা বিশ্ব জুড়ে চলেছিল গবেষণার কাজ। চিকিৎসক বৈজ্ঞানিকেরা সারা দিন ধরে করে চালিয়েছিল গবেষণা। ঠিক মতো প্রতিষেধক ওষুধ বের হয়ে গিয়েছিল। অক্সফোর্ড, জনসন অ্যাণ্ড জনসন থেকে শুরু করে বেঙ্গল কেমিক্যাল, মেডিকেল কলেজের ট্রপিক্যাল মেডিসিন বিভাগের গবেষকেরা রীতিমতো গবেষণা করে করোনা ভ্যাকসিন বের করে ফেলে। সারা পৃথিবী জুড়ে চলছে অজানা ভাইরাস প্রতিষেধক টিকা বের করার গবেষণা। এমন একটি টিকা বের করতে হবে যা একবার দিলে সারা জীবন আর বাইরাসের জন্য কোনও ওষুধ ব্যবহার করতে হবে না। সেই রকম টিকা বের করার ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা উদ্যোগী হয়েছে। এদিকে জানতে পারা গেল দশ লক্ষ অচেনা ভাইরাস সুপ্ত আগ্নেয়গিরি মধ্যে বসবাস করছে গোটা মানব জগত। যে কোনও মুহূর্তে তা বিস্ফোরণ ঘটে যেতে পারে। করোনাভাইরাস মোকাবিলা করতে হিমশিম খেতে শুরু করে দিয়েছে সভ্য মানুষেরা। তার ওপর যদি এই দশ লক্ষ অচেনা ভাইরাস আগামি দিনে একটি করে প্রতি বছর মানুষদের আক্রমণ করতে শুরু করে তাহলে একটি বছরও সময় নেবে না গোটা মানব সভ্যতাকে একেবারে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য। বলা হচ্ছে যে মানুষের স্বাস্থ্যকে অন্য প্রাণী জগত , উদ্ভিত জগত বা পরিবেশ

জগত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার সময় চলে গিয়েছে। প্রাণী জগতে ভাইরাস এখন মানুষের মধ্যে প্রবেশ করতে শুরু করে দিয়েছে। উদ্ভিদ জগতের ভাইরাস এখন সরাসরি মানুষের দেহে প্রবেশ করতে দেখা দিয়েছে। ফলে মানুষকে এই সব অচেনা ভাইরাস থেকে রক্ষা পেতে গেলে দীর্ঘ মেয়াদী গবেষণার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। তার ওপরে পঙ্গপাল যেভাবে ভারতের আকাশকে দখল করে রেখে দেওয়ার চেষ্টা করছে তাতে আগামি দিনে পঙ্গপাল কোনও ভাইরাস ছড়িয়ে দিল গেল কিনা অজান্তে সেটা বুঝতে পারা সম্ভব হবে কোনও অচেনা রোগ যদি এই সময়ে জয়পুরের পঙ্গপাল বাহিত এলাকায় দেখতে পাওয়া যায়। তবে পঙ্গপালও অন্য দেশের ভাইরাস বা তাদের নিজস্ব ভাইসার ছড়িয়ে দিয়ে যদি যায় তাহলে করোনার পাশাপাশি এই অচেনা ভাইরাস সম্পর্কে সজাগ হয়ে থাকতে হবে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা 'হু' এর সাউথ ইস্ট এশিয়ান রিজিয়ন অফিস-এর কমিউনিকেবল ডিজিসেস এর প্রাক্তন ডিরেক্টর রাজেশ ভাটিয়া বলেছেন, ভাইরাস রয়েছে মানুষ ছাড়া অন্য প্রাণীদের মধ্যেও। এই অচেনা ভাইরাসের সংখ্যা হচ্ছে সাড়ে দশ লক্ষ। তার মধ্যে সাত লক্ষ ভাইরাস যে কোনও সময়ে সংক্রমণের ক্ষমতা রাখে। এর মধ্যে মাত্র দুশো ষাটটি ভাইরাসকে চিহ্নিত করা গিয়েছে। যদিও এর কোনও প্রতিষেধক এখনও বের করা সম্ভব হয়নি। এখন বিশ্বের যা অবস্থা তাতে প্রাণী জগতের ভাইরাস আর মানুষের ভাইরাসকে আলাদা করে দেখলে চলবে না। প্রাণী দেহের ভাইরাস দ্রুত মানুষের শরীরে প্রবেশ করতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে মানুষের জীবন খুবই বিপন্ন অবস্থায় রয়েছে। ভাইরাস সংক্রমণকে রোধ করার প্রতিবন্ধকতা প্রাণীরা দ্রুত রপ্ত করতে পারে বটে। কিন্তু এত দ্রুত প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করতে পারে না মানবকূল। মানব দেহ থেকে ভাইরাস দুর করতে গেলে প্রয়োজন হয়ে পড়ে প্রয়োজনীয় প্রতিষেধক যা রসায়নগার থেকে তৈরি করতে হবে। তার জন্য বিশেষ সময় দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। সেটা একদিন হতে পারে বা এক বছর লাগতে পারে। আবার বহু বছর ধরে চলার সম্ভাবনা রয়েছে। যতক্ষণ না সঠিক প্রতিষেধক না বের হচ্ছে ততক্ষণ মানুষের জীবন খুবই অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছে সেটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে করোনা সংক্রমনের মধ্যে দিয়ে। বিশ্ব জুড়ে ওয়ান হেলথ চালু করতে হবে। প্রাণী স্বাস্থ্য রক্ষা পাশাপাশি মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষা করার প্রয়োজন রয়েছে। মানুষ সবচেয়ে বেশি সংক্রমিত হবে আগামি দিনে সেটা পরিস্কার হয়ে গিয়েছে। সেই কারণে এখন থেকে মানুষকে সতর্ক হয়ে পা ফেলতে হবে। না হলে যে কোনও সময়ে সামান্য ভুলের খেসারত দিতে হবে গোটা মানব জাতিকে সেটা পরিস্কার। বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, সার্স-কোভ, মার্স, অ্যাভিয়ান ফ্লু, কেরলের নিপা ভাইরাস, সার্স-কোভ-২ সবই প্রাণীবাহিত। সংক্রমণের প্রথম ধাপে সংশ্লিষ্ট ভাইরাসকে চিহ্নিত করার ব্যর্থতাই সংক্রমণের মাত্রাকে বৃদ্ধি করতে সাহায্য করছে। বিজ্ঞানীরা বলতে শুরু করে দিয়েছেন যে ভাইরাসের টাইম বোমার ওপরে বসে রয়েছে গোটা মানব জাতি। এই বিস্ফোরণ ঠেকাতে উহানে মতো বন্য প্রাণী কেনাবেচা বন্ধ করতে হবে। বিশেষ করে ইঁদুর, বাদুর , বা হনুমান জাতীয় কোনও প্রাণী মারে খাওয়ার প্রথা একেবারে বন্ধ করে দিতে হবে। না হলে মহামারী আকার ধারন করবে আগামি দিনে গোটা বিশ্বে। কেউই ঠেকাতে পারবে না সেই সংক্রমণকে।

হেরিটেজ কুমোরটুলি

কলকাতার কুমারটুলি এখন উচ্চারণে কুমোরটুলি নামে পরিচিত। উত্তর কলকাতায় এটি অবস্থিত। এই অঞ্চলে পটুয়ারা এসে বসবাস করার ফলেই এলাকাটিতে প্রতিমা শিল্পের স্থান হিসাবে চিহ্নিত। এটার অন্তর্জাতিক সুনাম রয়েছে। এখান থেকে প্রতিমা সারা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে যায়। এমনকী চিন দেশও এই অঞ্চলের শিল্পীদের নিয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। চিন দেশ থেকে ঘুরে এলেন প্রতিমা শিল্পী চায়না পাল। মহিলা প্রতিমা শিল্পী হিসাবে খুব নাম করেছেন। পাশাপাশি রয়েছেন ছায়া পাল। তিনিও আন্তর্জাতিক মহলে নাম করেছেন। তাঁর প্রতিমা জার্মান, ইংল্যাণ্ডে যায়। এখনকার বিখ্যাত প্রতিমা শিল্পী ছিলেন রমেশ পাল এবং রাখাল পাল। তারা এখন জীবিত না থাকলেও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা প্রতিমা তৈরি করছেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কলকাতায় তাদের ব্যবসা প্রচার করতে শুরু করলে সেই সময়ে মজুরদের জন্য নির্দিষ্ট স্থান গড়ে তোলার জন্য আদেশ দেওয়া হল জন জেফানিয়া হলওয়েলকে। তিনি কোম্পানির

আদেশানুসারে মজুরদের জন্য পৃথক পৃথক অঞ্চল গড়ে তোলেন। যেমন ছুতোর পাড়া, মুচি পাড়া, কলুটোলা, আহিরীটোলা এবং কুমোরটুলি। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বড়বাজার অঞ্চল থেকে সরে গিয়ে কুমোররা এই স্থানে তাদের কাজকর্ম করতে শুরু করে। এক সময়ে গঙ্গা থেকে নৌকা করে বাঁশ, খড় এবং মাটি নিয়ে আসা হতো প্রতিমা তৈরি করার জন্য। ১৭০০ সালে কুমারটুলির নন্দ রাম সেন প্রথম কলকাতার কালেক্টর নিযুক্ত হন। তাকে ব্লক ডেপুটি বলা হতো। শোনা যায় বনমালি সরকারের বাড়ি ছিল কুমোরটুলিতে। জনপ্রিয় লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবন কেটেছে এই কুমোরটুলিতে। প্রতি বছর কুড়ি হাজারের মতো দুর্গা প্রতিমা এই কুমোরটুলি থেকে সরবরাহ করা হয়ে থাকে। বিশ্বেরপ্রায় ৯৩ টি রাষ্ট্রে কলকাতার এই পটুয়াপাড়া থেকে প্রতিমা যায়। অনাবাসী ভারতীয়রা এখান থেকে প্রতিমা ক্রয় করে থাকে। এখানে বর্তমান বিখ্যাত কয়েকজন প্রতিমা শিল্পী রয়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন রুদ্র পাল, গোরা চাঁদ পাল, প্রদ্যোৎ পাল, রাখাল পাল, গণেশ পাল, অলোক সেন, কার্তিক পাল, কেনা পাল প্রমুখ। আর মহিলা মৃৎশিল্পীদের মধ্যে রয়েছেন মিনতি পাল, কাঞ্চি পাল, চম্পারানি পাল ইত্যাদি। প্রায় তিরিশ জন মহিলা প্রতিমা শিল্পী এখানে প্রতিমা তৈরি করেন। এখন আবার থিমের প্রতিমা তৈরি শুরু হয়েছে কুমোরটুলিতে। তবে কলকাতার বনেদি বাড়িতে আট চালার ঠাকুর প্রতিমা তৈরি হয়ে থাকে এখানে। বহু বনেদি বাড়ি কুমোর পাড়া থেকে শিল্পীদের নিয়ে গিয়ে তাদের বাড়ির ঠাকুর দালানে প্রতিমা তৈরি করে থাকে। ইউনেস্কো এই এলাকাটিকে হেরেটিজ বলে ঘোষণা দিক তার দাবি উঠতে শুরু করে দিয়েছে।

বিশ্ব নারী দিবসে রাজ্যের থেকে সম্মানিত হলেও, বৃদ্ধ ভাতা সহ আবাস যোজনার ঘর জোটে নি দরিদ্র ৯৯ উর্দ্ধ চড়কা বুড়ির পরিবারে

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ২৯ এপ্রিল ঃ বয়স সেতো শুধু সংখ্যা মাত্র, অনেকেই এ কথাটা বলে থাকে, কিন্তু বাস্তবেও এমন হয়, তার জ্বলন্ত উদাহরণ, নদীয়ার একশো ছুঁই ছুঁই মানদা বসাক নামক এক বৃদ্ধা মহিলার কেউ কেউ আবার তাকে চড়কা বুড়িও বলেন। এই এত দীর্ঘ বয়সেও ছেলে, নাতি, নিয়ে দিব্বি সংসারের অন্যান্য কাজের পাশাপাশি চড়কায় শুতোও কাটতে দেখা যায় প্রত্যহ তাকে। কিন্তু কথায় আছে প্রদীপের নিচেই তো থাকে আঁধার। মানদা বসাক নামক এই বৃদ্ধারও প্রায় এমনি জীবন। কারন জানা যায়, বিশ্ব নারী দিবস উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশনের পক্ষ থেকে সম্মান জানানো হয় মানদা দেবী কে। সম্মান তুলে দেন রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা। সম্মান তুলে দেওয়ার পরে অনেক উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা তার বয়সকে অনুধাবন করে প্রণাম করে চরণ ছুঁয়ে। এতো গেল প্রদীপের আলোর কথা, কিন্তু তার নিচের আঁধারের কথা শুনলে হতবাক হবেন সকলেই। রাজ্য সরকার ঘটা করে বিভিন্ন প্রকল্পের ঘোষণার পাশাপাশি তার পরিষেবা সকলের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য দুয়ারে সরকারের মতো ক্যাম্পও করেছে। বিভিন্ন সরকারি আধিকারিক সহ রাজনৈতিক জনপ্রতিনিধিরাও দাবী করেছেন সিংহভাগ মানুষই সরকারি সকল সুযোগ সুবিধা পেয়েছে তাদের যোগ্যতা বা প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী। কিন্তু রাজ্যের মন্ত্রীর হাত থেকে সম্মান পেলেও এখনো পাননি বার্ধক্য ভাতা। বঞ্চিত প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর থেকেও। এমনই এক চাঞ্চল্যের তথ্য উঠে এলো নদীয়ার শান্তিপুরের ফুলিয়ার বেলঘড়িয়া এক নম্বর পঞ্চায়েতের মানদা বসাক নামে এক বৃদ্ধার পরিবার থেকে। পরিবারটি এখনো হত দরিদ্রতার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। বৃষ্টি হলেই টিনের ফুটো দিয়ে জল পড়ে সারা ঘরে, কিন্তু উপায় তো নেই তার মধ্যেই করতে হয় রাত্রি বাস। পরিবার জানান, মানদা দেবীর প্রায়ই ৯৯ বছর অতিক্রম করে ১০০ বছর ছুঁই ছুঁই। এখনো পর্যন্ত তিনি যথেষ্ট সাবলীল, চরকায় সুতো পাকিয়ে সহযোগিতা করে পরিবারকে। নাতি ও ছেলে হস্ত চালিত তাঁত বুনেই কোনরকম সংসার চালান। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা মাঝেমধ্যে বাড়িতে এসে সামান্য খোঁজ খবর নিয়ে যান, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর বিভিন্ন প্রকল্প থেকে এখনো বঞ্চিত তারা। মানদা দেবীর পরিবারের কথা নিয়ে পঞ্চায়েত প্রধান জানান, তার আধার কার্ডের একটি সমস্যার কারণে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা ঘরের একটু সমস্যা তৈরি হয়। আগামীতে তিনি যেন দ্রুত বার্ধক্য ভাতার সুবিধা পান সেটাই চেষ্টা করছি আমরা। এখন দেখার মানদা দেবীর পরিবার কত তাড়াতাড়ি সরকারি প্রকল্পগুলির সুবিধা পায়। আদৌ কি মাথার উপরে জুটবে ছাদ, নাকি হতদরিদ্রতার মধ্যেই দিন কাটাতে হবে তাদের, সবই এখন সময়ের অপেক্ষা।

মালয়েশিয়ায় কাজে গিয়ে বিপদে পড়ে মুর্শিবাদের তিন যুবক, ভিডিও বার্তা শুনেই মৃত্যু পিতার

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২৯ এপ্রিল ঃ মালয়েশিয়ায় কাজ করতে এসে জাল ভিসা দিয়ে ফাঁসিয়ে দিয়েছে এজেন্ট, এজেন্টদের বাড়ি ফেরানোর জন্য বললে হুমকি দিচ্ছে, প্রশাসনের কাছে অনুরোধ আমাদের বাড়ি ফেরানোর ব্যবস্থা করুন, আমাদের । ভিডিও বার্তা সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই বাড়ির লোক দুশ্চিন্তার পড়ে যায় । মুর্শিদাবাদের খড়গ্রাম থানার বাস্ট্যান্ড এলাকা থেকে তিন মাস আগে মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুর শহরে কাজের খোঁজে গিয়ে বিপদে! 'বন্দি' অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন ৩ যুবক হাসিরুল সেখ (২৭), লুৎফার সেখ (৩২) এবং শিফন সেখ (২৫)। জানা গিয়েছে, মুর্শিদাবাদেরই দুই এজেন্টের পাল্লায় পড়ে 'জাল' ভিসা নিয়ে ওই তিন যুবক কুয়ালালামপুর শহরে ঢোকেন। কিন্তু রাস্তায় নামলেই পুলিশ ধরে জেলে নিয়ে যাবে এই ভয়ে, আশঙ্কায় এক বাড়িতে প্রায় 'বন্দি' অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন তারা। ভিডিও বার্তার মাধ্যমে প্রশাসনের সাহায্য চেয়ে ভিডিও বার্তায় জানিয়েছেন এজেন্ট আমাদের ফাঁসিয়ে দিয়েছে কাজ নেই, খেতে পাচ্ছি না, শহরে বেরোতে পাচ্ছি না। এই খবর পেয়ে শনিবার সকালে বড়ঞা থানায় যান শিফনের বাবা রিটন সেখ (৫০)। সেখানে ওই ব্যক্তি হৃদরোগে আক্রান্ত হন। হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত ঘোষণা করা হয় । এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। তাছাড়া মালয়েশিয়ায় তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে হাসিরুল সেখ বলেন, গত ২৬ জানুয়ারি মুর্শিদাবাদের বড়ঞা থানার দুই এজেন্ট লাল মাস্টার ওরফে নুরুল ইসলাম সেখ এবং রাকিব সেখ সাহায্যে তাঁরা ব্যাঙ্কক গিয়ে পৌঁছান। সেখানে কিছুদিন থাকার পর আরও দু'জন এজেন্টের সাহায্যে নৌকা করে বেআইনিভাবে কুয়ালালামপুর শহরে ঢোকেন। কিন্তু সেখানে পৌঁছে তাঁরা জানতে পারেন এজেন্টরা তাদের হাতে 'জাল' ভিসা তুলে দিয়েছে। হাসিরুল জানান, 'ভারত থেকে বিদেশে আসার সময় ওই এজেন্টদের আমরা প্রত্যেকে ১.৫৫ লক্ষ টাকা দিয়েছিলাম। কিন্তু কুয়ালালামপুরে কাজের খোঁজে করতে গিয়ে জানতে পারি আমাদের যে ভিসা দেওয়া হয়েছে সেটি আসলে 'জাল'। সেই কারণে এখানকার কোনও সংস্থা আমাদের কাজে নেয়নি। এক বাংলাদেশি নাগরিকের সাহায্যে বর্তমানে সেরেম্বান শহরের একটি বাড়িতে লুকিয়ে আছি। রাস্তায় নামলেই পুলিশ আমাদেরকে গ্রেপ্তার করবে।' মুর্শিদাবাদ জেলার পুলিশ তিন যুবকের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। দুই এজেন্টকে জিজ্ঞাসাবাদও শুরু করেছে পুলিশ।

টাওয়ার চুরির কিনারা-পুলিশের জালে আন্তঃরাজ্য দুষ্কৃতি চক্র

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৯ এপ্রিল ঃ টাওয়ার চুরির তদন্তে হদিশ মিললো আন্তঃ রাজ্য দুষ্কৃতি চক্রের। পুলিশের জালে মূল পান্ডা সহ সাত জন। এই অপরাধ চক্র অন্য জেলাতেও জাল ছড়িয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে সম্প্রতি বড়জোড়া থানার মালিয়াড়া তে একটি চল্লিশ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট একটি টাওয়ার চুরি হয়। টাওয়ার কোম্পানির পক্ষ থেকে থানায় আভিযোগ দায়ের এর পর পুলিশ তদন্তে নামে বড়জোড়া থানার পুলিশ। পুলিশ প্রথমেই যে জমিতে টাওয়ার বসানো হয়েছিল সেই জমির মালিককে গ্রেফতার করে।তাকে জেরা করতেই একে একে রহস্য ফাঁস হতে থাকে। এই ঘটনায় মূল পান্ডা বিহারের সমস্তিপুরের বাসিন্দাকে আসানসোল থেকে গ্রেফতার করে বড়জোড়া থানার পুলিশ ।তাকে হেফাজতে নিয়ে পুলিশ সমস্তিপুরের থেকে একজনকে বাঁকুড়ার দুর্লভপুর থেকে তিনজনক গ্রেফতার করে। ধৃতদের জেরা করে পুলিশ হদিশ পায় হাওড়ার চ্যাটার্জী হাট ও লিলুয়ার দুই দুষ্কৃতির। তাদের কাছে চুরি যাওয়া টাওয়ার, অন্যান্য সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করে। চুরি যাওয়া মালপত্র পরিবহনের জন্য ব্যবহৃত গাড়ি টিও বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। এই অপরাধীদের জাল আরও কোথাও ছড়িয়েছে তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

তৃণমূল নেতার বাড়িতে বোমাবাজি

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৯ এপ্রিল ঃ রাতের অন্ধকারে এক তৃণমূল নেতার বাড়িতে বোমাবাজির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। ঘটনাটি ঘটে মাথাভাঙ্গা এক নং ব্লকের পচাগর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাইশগুড়ি এলাকায়। জানা গেছে আনুমানিক সাড়ে বারোটা নাগাদ অঞ্চল তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের সহ-সভাপতি রমেন প্রামাণিকের বাড়িতে একটি বোমা নিক্ষেপ করে কিছু দুস্কৃতি। এমনকি বোমা বিস্ফোরণে বাড়িতে ঘরের টিনের বেড়া এবং টিনের গেট ভেঙে যায়। আর এই ঘটনায় আতঙ্কিত পরিবারের সদস্যরা। ঘটনার খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থলে মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ এসে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বোমার সরঞ্জাম উদ্ধার করে নিয়ে যায়। তৃণমূল নেতা তথা পচাগর অঞ্চল তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের সহ-সভাপতি রমেন প্রামানিক বলেন পাশেই একটি গ্যারেজে আমি ছিলাম সেখানে একটি শব্দ আমার কানে আসে। কিছুক্ষণ পর বাড়ি থেকে ফোন আসে। তারপর বাড়ি এসে দেখি আমাকে প্রাণে মেরে ফেলার চেষ্টার উদ্দেশ্যে আমার ঘরের পাশে একটি বোমা ছুঁড়েছে। বোমা ফেটে ঘরের বেড়া এবং টিনের গেট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বোমাটি দেওয়ালে না লেগে যদি বেড়াতে লাগতো তাহলে হয়তো ঘরের ভেতরে ঢুকে প্রাণহানির মতো ঘটনা ঘটতে পারতো। ঘরেই আমার স্ত্রী এবং ছোট বাচ্চা ছিল প্রচন্ড ভয়ে গেছে তারা। তিনি মাথাভাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করবেন বলেও জানিয়েছেন। শনিবার রমেন প্রামাণিকের বাড়িতে আসে তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সঞ্জয় বিশ্বাস সহ অন্যান্য তৃণমূল নেতৃত্বরা।

পদ্মশ্রী সারিন্দাবাদক মঙ্গলাকান্তের পা ছুঁয়ে প্রণাম অভিষেকের, শুনলেন শিল্পীর সমস্যা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৯ এপ্রিল ঃ ময়নাগুড়ির জটিলেশ্বর মন্দির থেকে শনিবার জনসংযোগ কর্মসূচি শুরু করেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন পদ্মশ্রী সারিন্দাবাদক মঙ্গলাকান্ত রায়ের পায়ে প্রণাম করে তৃণমূলের নবজোয়ার কর্মসূচী শুরু করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারন সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার জনসংযোগ কর্মসূচী শুরুর আগে বেশ কিছুটা সময় কথা বললেন শতায়ু এই শিল্পীর পায়ের কাছে বসে। শুনে নিলেন শিল্পী মঙ্গলাকান্তের নানান সমস্যার কথা। সেই সঙ্গে সমস্যা সমাধানের আশ্বাসও দিয়েছেন অভিষেক। অভিষেক আগেই ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন পদ্মশ্রী সারিন্দাবাদক মঙ্গলাকান্ত রায়ের সাক্ষাতের। তার আগেই প্রবীণ এই শিল্পীর সঙ্গে দেখা করেন তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড। অভিষেকের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য এদিন জটিলেশ্বর মন্দিরে নিয়ে আসা হয়েছিল মঙ্গলাকান্তকে। মঙ্গলাকান্তর কী কী সমস্যা রয়েছে বা তাঁর কী কী প্রয়োজন অভিষেক তা জানতে চান শিল্পীর কাছে। মঙ্গলাকান্ত জানান, তাঁর বাড়ির রাস্তা খারাপ। সরকারি ঘরও পাননি। এরপর অভিষেকের অফিস থেকেও শিল্পীর ফোন নম্বর-সহ সমস্ত তথ্য নেওয়া হয়। শনিবার প্রধানমন্ত্রীর 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাওয়ার কথা ছিল পদ্মশ্রী সারিন্দাবাদক মঙ্গলাকান্তের। দুপুর ২টো ৪০ এর উড়ানে কলকাতা যাওয়ার কথা ছিল তাঁর। এদিন অভিষেকের জন্য অপেক্ষা করতে গিয়ে দেরি হয়ে যাওয়ায় আর কলকাতার বিমান ধরতে পারেননি শিল্পী। তাঁর ছেলে উমাকান্ত রায় জানিয়েছিলেন রাতের ট্রেনের টিকিট জোগাড় করে কলকাতা রওনা দেওয়ার চেষ্টা করছেন তাঁরা। যদিও রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায় জানান, প্লেনে করেই শিল্পীকে কলকাতা পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন তাঁরা। টিকিটের খরচ দেবেন তাঁরাই।

টুইটে প্রাণনাশের হুমকি, শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ককে

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৯ এপ্রিল ঃ বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষকে প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে টুইট। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে শিলিগুড়িতে। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের দাবিতে শনিবার শিলিগুড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন বিজেপি বিধায়ক। শনিবার জেলা কমিটির সদস্যদের নিয়ে শংকর ঘোষ থানায় যান। তবে হুমকি পেয়েও তিনি দেহরক্ষী নিতে চায়নি। বলেন, এই শহরের ছেলে আমি। প্রতিটি মানুষ আমায় চেনে, তাই আমার দেহরক্ষী লাগবে না। যেমনভাবে স্কুটিতে ঘুরে বেড়াই, ওভাবেই থাকতে চাই। তবে এই ঘটনার জন্য তৃণমূলকেই দায়ী করেছেন বিধায়ক। কয়েকদিন আগে শিলিগুড়ির বিধায়ক কালিয়াগঞ্জের ঘটনা নিয়ে টুইট করেছিলেন। সেখানে 'বিপ্লবী' বলে এক ব্যক্তির প্রোফাইল থেকে শংকর ঘোষের ওই টুইটে কমেন্ট করা হয়েছে। তাতে শেষ লাইনে লেখা ছিল, আপনাকে অ্যারেস্ট করে গুলি করে মারা উচিত। যদিও বিধায়ক নিজে এই কমেন্ট দেখেননি। দলের লোকজন তা দেখতে পেয়ে শংকর ঘোষকে জানান। তিনি অবশ্য শুক্রবার বিজেপির ডাকা বন্ধ পালনে ব্যস্ত ছিলেন। তাই শনিবার সকালে তিনি এই কমেন্ট পড়েন। এরপরেই সিদ্ধান্ত নেন, ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করবেন। এদিন দুপুরে সদলবলে এসে অভিযোগ দায়ের করেন। পরে তিনি বলেন, আতঙ্কের মধ্যে আমি নেই। তবে যেভাবে পুলিশ কালিয়াগঞ্জে মৃত্যুঞ্জয় বর্মনকে হত্যা করেছে। ওইভাবেই আমাকে গ্রেপ্তার করে খুন করার চক্রান্ত হচ্ছে কিনা, তার একটা ইঙ্গিত এই পোস্টের মাধ্যমে পাওয়া গিয়েছে। এই পোস্টে লেখা ছিল তৃণমূলের নব জোয়ার। তাছাড়া আমি নিজে ওঁর প্রোফাইল দেখেছি। উনি রাজ্যের শাসকদলের হয়েই পোস্ট করেন। আর বিজেপি নেতাদের গালমন্দ করে থাকেন। আমি পুলিশকে বলেছি, দ্রুত এ বিষয়ে উপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে। তাঁরা আমাকে আশ্বাস দিয়েছেন ঘটনাটি তদন্ত করে দেখবেন। তবে এটা বলতে পারি, আমাকে এসব হুমকি দিয়েও দমানো যাবে না। আমি কাউকে ভয় পাই না। তবে তৃণমূলের বিরুদ্ধে এহেন অভিযোগকে অস্বীকার করেছেন দার্জিলিং জেলা তৃণমূলের মুখপাত্র বেদব্রত দত্ত। তিনি বলেন, শংকরবাবুর দলই রাজ্যজুড়ে অশান্তি ছড়াচ্ছে। আমাদের দলের কেউ এসবে যুক্ত নল্য। এখন কেউ যদি তৃণমূলকে ব্যবহার করে কিছু করে তার দায় দল নেবে না। তবে এর আগেও এরকম ঘটনায় আমাদের দল নাম জড়িয়েছিল। পরে দেখা গিয়েছে অভিযুক্তর সঙ্গে আমাদের দলের কোনও যোগাযোগ নেই।

ঝড়বৃষ্টিতে কালচিনির বিভিন্ন এলাকায় ইলেকট্রিক খুঁটি ও গাছ ভেঙ্গে পড়ল, সমস্যায় সাধারণ মানুষ

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২৯ এপ্রিল ঃ শনিবার সকালে হওয়া ঝড়বৃষ্টিতে কালচিনি ব্লকের দলসিংপাড়ার বিভিন্ন এলাকায় ইলেকট্রিক খুটি ভেঙ্গে পড়ল এমনকি বিভিন্ন জায়গায় বড় বড় গাছ ভেঙ্গে পড়ল । এর ফলে সকাল দলসিংপাড়া এলাকায় বিদ্যুৎ নেই এর জেরে সমস্যায় পড়েছে সাধারণ মানুষ । বিদ্যুৎ দফতরের পক্ষ থেকে দ্রুত গতিতে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে । বিভিন্ন জায়গায় কাজ চলছে বিদ্যুৎ দফতরের পক্ষ থেকে।

শিলিগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচন ঘিরে উদ্দীপনা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৯ এপ্রিল ঃ শনিবার শিলিগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচন। প্রকাশ্যে প্যানেল নিয়ে প্রচার করেছে তৃণমূল ও বাম। তাই এই ভোট ঘিরে রয়েছে উদ্দীপনা। ২০০৯ সালে বাম ও কংগ্রেসের জোটে তৈরি হয়েছিল শিলিগুড়ি পুরো নিগমের বোর্ড। এই বোর্ডই ভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির ক্ষেত্রে বাম ও কংগ্রেসের জোটের নতুন দিশা দেখায়। এরপর থেকেই পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অংশে বাম এবং কংগ্রেসে একত্রিত হয়ে লড়তে দেখা গিয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচন। বাম-কংগ্রেসের জোট লড়াইয়ের ময়দানে নেমেছিল। সদ্য সাগরদিঘি উপনির্বাচনে জয়ী হয়েছে বাম-কংগ্রেসের জোটও। আসন্ন পঞ্চায়েত ভোটে এই বাম- কংগ্রেস জোট অনেকটাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ। শনিবার শিলিগুড়ির বার অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচন। দীর্ঘকাল থেকেই এই বার অ্যাসোসিয়েশন কংগ্রেস ও বামেদের দখলে আছে। কিন্তু এবছর বার অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রভাবিত বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা এবং বাম প্রভাবিত বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা নিজেদের মধ্যে জোট তৈরি করে। স্বাভাবিকভাবেই এরপর অস্বস্তিতে পড়ে যায় তৃণমূল এবং বাম শিবির। যদিও দু'পক্ষই জানিয়েছিলেন, তাঁরা কোনও জোট করেনি। কিন্তু বামফ্রন্টের দলীয় সূত্রে খবর, বার অ্যাসোসিয়েশনের তাদের সমর্থিত যে সদস্যরা তৃণমূলের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কিন্তু শুক্রবারই বাম- তৃণমূলের যৌথ প্যানেল প্রকাশ্যে দেখা গিয়েছে।

দাবী আদায়ে রাতভর ধর্নায় বসলো বামপন্থী সরকারি কর্মচারীরা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৯ এপ্রিল ঃ কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ্যভাতা প্রদান, শূন্য পদে অবিলম্বে কর্মী নিয়োগ, চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের স্থায়ীকরন সহ মোট ৯ দফা দাবীতে শুক্রবার বিকেল থেকে জলপাইগুড়ি হেড পোস্ট অফিস মোড়ে মঞ্চ বেঁধে ধর্নায় বসলো বামপন্থী সরকারি কর্মচারী সমিতির যৌথ মঞ্চের সদস্যরা। এদিনের এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক মনোজিত দাস, শিক্ষক নেতা বিপ্লব ঝাঁ, মৌসুমী বোস সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। শুক্রবার বিকেল থেকে শনিবার বিকাল পর্যন্ত এই কর্মসূচি চলে । সাংগঠনিক দাবীদাওয়া নিয়ে বক্তব্যের পাশাপাশি রাতভর ধর্না মঞ্চে আবৃত্তি, নাটক, চিত্রাঙ্কনের মধ্য দিয়ে চলে অভিনব প্রতিবাদ। যা দেখতে ভিড় জমে যায়। যৌথ মঞ্চের কনভেনার মনোজিত বলেন এই ধর্না, অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি শুধু মহার্ঘ্যভাতার আন্দোলন নয়। অস্থায়ী কর্মচারীদের স্থায়ীকরণ জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিল সমস্ত শূন্য পদে কর্মী নিয়োগ সহ বিভিন্ন দাবি নিয়ে এই আন্দোলন। এই আন্দোলনকে শুধুমাত্র ডিএর আন্দোলন বলে প্রচার করছেন যা একেবারে ঠিক নয়। তবে মূল্যবৃদ্ধির বাজারে ডিএ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এটা সরকারি কর্মচারীদের হকের দাবি বলে জানান তিনি।

একের পর এক পাইপ চুরির কিনারা করলো পুলিশ, গ্রেফতার ২

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৯ এপ্রিল ঃ শিলিগুড়ি শহরের বেশ কিছুদিন ধরে চুরি হচ্ছিল একের পর এক পাইপ চুরির ঘটনা। এই ঘটনার কিনারা করলো শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশ। উদ্ধার হয়েছে চুরি যাওয়া বাইকগুলি। গ্রেফতার করা হয়েছে দুজনকে। গত কয়েকদিন ধরে শিলিগুড়ির মেট্রোপলিটন পুলিশের বিভিন্ন থানা এলাকা ভক্তিনগর থানা, আশিগড় ফাঁড়ি, পানিট্যাংকি ফাঁড়ি, খালপাড়া ফাঁড়ি- এর বিভিন্ন এলাকা থেকে বাইক চুরির ঘটনা ঘটছিল। এই অভিযোগ জমা পড়ে শহরের বিভিন্ন থানায়। তারপরেই এই ঘটনার তদন্ত নামে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশ। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ, ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট এবং কয়েকটি থানার পুলিশ আধিকারিকদের নিয়ে একটি বিশেষ দিন গঠন করা হয়। এই বিষয়টি তদন্ত করে দুদিনের মধ্যেই চুরি যাওয়া বাইক গুলি উদ্ধার করে। এই ঘটনায়.গ্রেপ্তার করা হয় দুজনকে। একজনকে শিলিগুড়ি এবং আর একজনকে উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া থেকে গ্রেফতার করা হয়। উদ্ধার করা হয় চুরি যাওয়া ১২ টি বাইক। ধৃত দুজনকেই শনিবার শিলিগুড়ি আদালতে পাঠায় পুলিশ।

অনুব্রত ঘনিষ্ঠ, গরু পাচার মামলায় আব্দুল লতিফকে তলব সিবিআই-র

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ এপ্রিল ঃ গরু পাচার মামলায় অস্বস্তি বাড়ল আব্দুল লতিফের । মঙ্গলবার আব্দুল লতিফকে তলব করল সিবিআই। নিজাম প্যালেসে হাজিরার নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। অনুব্রত মণ্ডল ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী আবদুল লতিফকে হেফাজতে নিতে তৎপর গোয়েন্দারা। বৃহস্পতিবার আসানসোল বিশেষ সিবিআই আদালতে আত্মসমর্পণ করেছিলেন বীরভূমের ইলামবাজারের পশুহাটের মালিক আবদুল লতিফ। সুপ্রিম কোর্টের রক্ষাকবচের পর গত বৃহস্পতিবার আসানসোল বিশেষ সিবিআই আদালতে হাজিরা দেন 'ফেরার' থাকা আবদুল লতিফ। আদালতে আত্মসমর্পণের পরে লতিফের অন্তর্বর্তী জামিন মঞ্জুর করেন সিবিআই বিশেষ আদালতের বিচারক। তারপরেই এদিন সিবিআই তলব করে আব্দুল লতিফকে। লতিফকে সিবিআই কীভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় তা আগেই জানতে চেয়েছিল বিচারক। গরু পাচার কান্ডের তদন্তকারী আধিকারিক সুশান্ত ভট্টাচার্য্য বলেন, আমরা ওঁকে নতুন করে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাই এবং কো-অপারেশন আশা করব। লতিফের আইনজীবী বলেন আমরা কো- অপারেশন করতে রাজি। প্রয়োজনে এখন থেকেই সিবিআই জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারেন বা সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন। যদিও সিবিআইয়ের পক্ষ থেকে দাবি করা হয় আগামী ৪ মে পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টের সুরক্ষা কবচে আছেন। তাই তাকে নিজেদের হেপাজতে নেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তবে জিজ্ঞাসাবাদ করতে আগ্রহী। শক্তিগড়ে কয়লা মাফিয়া রাজু ঝা খুনের পর থেকেই আচমকা উধাও হয়ে যান লতিফ। খুনের দিন ঘটনাস্থলে দেখাও গিয়েছিল তাঁকে। তাঁর বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছিল। যদিও এরই মধ্যে শীর্ষ আদালত থেকে রক্ষাকবচ নিয়েছিলেন তিনি। সম্প্রতি আব্দুল লতিফের আবেদনের ভিত্তিতে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দেয় আগামী সোমবার পর্যন্ত লতিফের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না। কিন্তু ২৭ এপ্রিল তাঁকে আসানসোল আদালতে হাজিরা দিতে হবে। সিবিআইয়ের দাবি ছিল আব্দুল লতিফ ফেরার। প্রশ্ন উঠছে রাজু ঝার গাড়িতেই কি ছিলেন লতিফ? তদন্তে জানা গিয়েছে, নিহত রাজুর সঙ্গে ঘনিষ্ট যোগাযোগ ছিল আব্দুল লতিফের! কীভাবে? কয়লা পাচারকাণ্ডে তদন্তে তখন রীতিমতো সক্রিয় হয়ে উঠেছে সিবিআই ও ইডি।

হাতির হানায় মেটেলিতে ভাঙল বস্তির ৫টি ঘর, চাঞ্চল্য এলাকায়

দুরন্ত বার্তা, চালসা, ২৯ এপ্রিল ঃ জলপাইগুড়ি জেলার মেটেলি ব্লকে হাতির হানা অব্যাহত। শুক্রবার গভীর রাতে মঙ্গলবাড়ি বস্তিতে হাতির হানায় ভাঙল পাঁচটি ঘর। ঘরে মজুত খাদ্য সামগ্রী সাবাড় করে হাতি। গভীর রাতে পানঝোরা জঙ্গল থেকে একটি হাতি বেরিয়ে ওই এলাকায় এসে তাণ্ডব চালায়। হাতির হানায় স্থানীয় শান্তি কর্মকার, পানিলাল ওরাওঁ, অনিল মাহালি, মার্টিন টোপ্পো ও গজেন রায়ের ঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কোনওক্রমে ঘর থেকে পালিয়ে প্রাণে বাঁচেন তাঁরা। স্থানীয় বাসিন্দাদের চিৎকারে ভোরে হাতিটি ফের জঙ্গলে চলে যায়। এর আগেও ওই এলাকায় হাতির হানায় বহু বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। স্থানীয়রা রাতে এলাকায় বনকর্মীদের টহলদারি সহ যাবতীয় ক্ষতিপূরণ দাবি করেছেন। বন দফতর সূত্রে জানানো হয়েছে, খবর পেলে ওই এলাকায় টহলদারি করা হয়। ক্ষতিগ্রস্তরা ক্ষতিপূরণের আবেদন করলে তা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে।

বাইকের ধাক্কায় মৃত্যু শিক্ষকের, বিক্ষোভ স্থানীয়দের

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৯ এপ্রিল ঃ জলপাইগুড়ির মেটেলি ব্লকের জনবহুল বাতাবাড়ি ফার্ম বাজার এলাকায় বাইকের ধাক্কায় প্রাণ গেল এক প্রবীণ স্কুল শিক্ষকের। শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটে । ঘটনার জেরে শনিবার সকালে উত্তেজনা তৈরি হয় ফার্ম বাজার এলাকায়। জানা গেছে, মৃত স্কুল শিক্ষকের নাম সমীর চক্রবর্তী। শুক্রবার রাতে দ্রুত গতিতে একটি বাইকে তিন যুবক যাওয়ার সময় সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সমীর বাবুকে ধাক্কা মারে। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইক নিয়ে পড়ে যায় তিন আরোহী। ঘটনায় সমীর বাবুসহ এক যুবক গুরুতর আহত হয়। এদিন রাতেই শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে সমীরবাবুর মৃত্যু হয়। ঘটনার জেরে শনিবার সকালে উত্তেজনা তৈরি হয় ফার্ম বাজার এলাকায়। বাজারের জাতীয় সড়কের ওপর ট্রাফিক ব্যারিকেড সহ পুলিশ কর্মী মোতায়েনের দাবিতে এদিন বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পাশাপাশি বাজারের বেহাল যাত্রী প্রতীক্ষালয় সংস্কারের দাবিতেও সরব হন সকলেই। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মেটেলি থানার পুলিশ। পুলিশের তরফে এদিনই বাজার এলাকার জাতীয় সড়কে লাগানো হয় স্পীড ব্রেকার ব্যারিকেড।

ব্যাপক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ০১/[illegible] তারিখ: ২৭-০৪-২০২৩। [illegible] 'সিঙ্গল প্যাকেট সিস্টেম'-এ [illegible] www.ireps.gov.in [illegible]

[illegible]

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

CORRIGENDUM NOTICE

The Advertisement of GhatBera-Kerowa Gram Panchayat which is published on 29.04.2023 the ' Notice Inviting e- Tender should be read ' NOTICE INVITING e-TENDER (3rd call) instead of ' NOTICE INVITING e-TENDER (2nd call) of specified date and time limit. All others details will remain unchanged.

Inviting E-Tender

E-Tender is invited by Pradhan, Golamara Gram Panchayat, Purulia-II Dev. Block. NIT No. 002/GGP/2023-24, dated 28/04/2023 . For further details see the E-Tender Portal i.e. http://wbtender.gov.in

Sd/-
Pradhan
Golamara Gram Panchayat
Purulia-II Panchayat Samity
Vill + PO- Golamara, Dist - Purulia

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. [illegible] তারিখ ২৬.০৪.২০২৩ [illegible] www.ireps.gov.in [illegible]

CON-10/2023-24

[illegible] @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

Corrigendum

This is to rectify that the advertisement of Debipur Gram Panchayat published previously, "The Document download/sell start date(online)" should be read as 29.04.2023 at 2:00 PM instead of 20.04.2023 at 2:00 PM, "The Document download/sell end date(online)" should be read as 08.05.23 at 2.00 P.M instead of 26.04.23 at 2.00 PM., "Last date of submission of bid (Online)" should be read as 08.05.23 at 2.30 PM. Instead of 26.04.23 at 2.30 PM. And "Date of opening of Bid(online)" should be read as 11.04.23 at 11.30 AM instead of 28.04.23 at 11.30 AM.

Office of the Rasidpur Gram Panchayat
PO-Rasidpur, PS-Jangipara, Dist-Hooghly, Pin-712408
Notice Inviting Tender No.-200/23, Dated: 28.04.2023

Sealed Tender is invited from the experienced and resourceful contractors for the execution of the work : Construction of Pucca Drain. Last Date & time of submission of Application 12/05/2023 at 12 Noon. Last Date of Sale of Tender Form on 12/05/2023. Last date of dropping of Sealed Tender form 12/05/2023 3.00 PM. Date of Opening of Tender 15/05/2023 at 4.00 PM. Notice Inviting e-Tender No.-199/23 & 200/23.

e-Tender is invited by the Prodhan Rasidpur Gram Panchayat for 2(Two) Nos. similar works. Last date of submission of Bid(Online) 05-05-2023 up to 03.00PM(For eNIT-199/23) & 12-05-2023 up to 03:00 PM (For eNIT-200/23). Opening of Bid (online) on 08-05-2023 at 04.00 PM (For eNIT-199/23) and 15-05- 2023 at 04.00 PM (For eNIT-200/23). For details, please visit website https://wbtenders.gov.in or Office of the undersigned.

Sd/- Pradhan
Rasidpur Gram Panchayat

নর্থ সেন্ট্রাল রেলওয়ে

ই-প্রোকিওরমেন্ট টেন্ডার নোটিশ নং- ১০ /২০২৩ তারিখ ২৮.০৪.২০২৩

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে সিনিয়র ডিভিশনাল মেটেরিয়ালস ম্যানেজার, নর্থ সেন্ট্রাল রেলওয়ে, প্রয়াগরাজ, ই-প্রোকিওরমেন্ট টেন্ডারের আহ্বান জানাচ্ছে।

ক্রম নং	টেন্ডার নং	টেন্ডার নং	টেন্ডার নং	অগ্রিম মূল্য	টেন্ডার উন্মোচনের তারিখ
১	১৯২১৫৩৩৬এ	বর্ণনা অনুযায়ী বায়ো টয়লেট টেস্টিং ল্যাবের জন্য আইটেমের সেট	০১ সেট	১৩৬৭০ / -	২৫.০৫.২০২৩

নোট ঃ ১. এই ই-প্রোকিওরমেন্ট টেন্ডারের পূর্ণ বিবরণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইট http://www.ireps.gov.in তে পাওয়া যাবে। ২. ই-বিড ব্যাতিত অন্য কোনো ধরণের বিড গ্রহণ করা হবে না, এর জন্য দরদাতাদের আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে নিজেদের রেজিস্টার করাতে হবে ক্লাস ৩ ডিজিটাল সই সহ সিসিএ, আই টি আইন ২০০০ অনুযায়ী। ৩. ফাইনান্সিয়াল রেট পেজে নিবন্ধিত রেট এবং ডিজিটাল স্বাক্ষরিত নথিই গ্রহণ করা হবে। অন্য কোনো ফাইনান্সিয়াল এন্টিটি এবং দর সহ অন্য ফরমচিঠি সরাসরি বাতিল করা দেওয়া হবে। ৪. সমস্ত নথিপত্রে সই থাকা আবশ্যিক। ৫. কস্ট অফ ড্রয়িং হল z-650 এবং অগ্রিম মূল্য জমা (EMD) হল Misc. Stores-০০৮৪৪৫১৭।

উপরের এই টেন্ডার নোটিশটি https://www.ncr.indianrailways.gov.in তে আপলোড করা আছে। কোনো প্রকার অসুবিধা হলে আইআরইপিএস-এর ওয়েবসাইটে দেখতে নির্দেশ করা হচ্ছে।

659/23 FA

North central railways @CPRONCR @northcentralrailway www.ncr.indianrailways.gov.in

Office of the MAHESHPUR GRAM PANCHAYAT, Birshibpur, Uluberia, Howrah NOTICE INVITING e-TENDER

Encrypted electronic bids are hereby invited by the Pradhan on behalf of Maheshpur Gram Panchayat, Uluberia, Howrah from eligible bonafied contractors/ agencies/ bidders vide NIT reference / memo no.**118/ MGP, Dated : 28.04.2023** at the jurisdiction area of Maheshpur Gram Panchayat within Uluberia-I Block, Howrah, W.B. Last date for the online receipt of Tender is **08/05/2023 at 12:00**. Details will be available at the website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- PRODHAN
Maheshpur Gram Panchayat
Uluberia, Howrah.

রসনা

গরম থেকে বাঁচাবে ফল, কীভাবে? জেনে রাখুন গুণাবলী

তীব্র গরম। শরীরে জ্বালাপোড়া। কিছুতেই যেন আর রুচি নেই। এমন পরিস্থিতিতে ফল খান। তবে তা বেছে খান। কারণ, এমন কিছু ফল রয়েছে যা আপনাকে এই তীব্র গরমের মধ্যে কিছুটা হলেও রেহাই দেবে। আবার শরীরকেও ঠান্ডা রাখবে। এক্ষেত্রে সবার প্রথমেই তরমুজের নাম নেওয়া যেতে পারে। কারণ এই ফলে প্রায় ৯২ শতাংশ জল রয়েছে। যা এই গরমে আপনার শরীরে তরলের ভারসাম্য বজায় রাখে। এর এর ক্যালোরির পরিমাণও অত্যন্ত কম। সুতরাং ডায়েটে নিয়ে যাঁদের মাথাব্যথা বেশি, তাঁদের জন্য গরমের আদর্শ ফল তরমুজ। গরমে

আরাম দেবে আরেক রসালো ফল লেবু। সরবতী লেবুতে ৮৭ শতাংশ পর্যন্ত জল থাকে। আর এই চরম আবহাওয়ায় এই ধরনের ফল খুবই কার্যকর। গরমে কাহিল হয়ে গেলে লেবুচিনি জলের জুড়ি মেলা ভার। তা ORS-এর পরিবর্ত হিসেবেও ব্যবহার করা যায়। তরমুজ-লেবুর থেকেও বেশি পরিমান জল থাকে শসায়। শতকরা প্রায় ৯৬ ভাগ। স্যালাড করে বা স্মুদি তৈরি করে নিয়মিত এই ফল খান। পেটও ভরবে, উচ্ছিস্তও হবে। আবার টক দই দিয়ে তৈরি রায়তাতেও শসা দিতে পারেন। স্ট্রবেরি এখন অনেক জায়গাতেই পাওয়া যায়। এই ফলে ৯১ শতাংশ জল থাকে। পাশাপাশি এটি চোখ, ত্বক ও নখের জন্য ভাল। অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট গুণও রয়েছে স্ট্রবেরিতে। এছাড়া গরম থেকে বাঁচতে টমেটো খেতে পারেন।

গরমে খান পান্তাভাত! হালফ্যাশনের রেস্তরাঁয় ঢু মারছে বাঙালি

কি দিনকাল এসেছে, কেন না পান্তা ভাত কিনে খেতে হচ্ছে। তাও আবার হোটেলে গিয়ে, ভাবা যায়। তার জন্য বের হচ্ছে গুচ্ছের টাকা দিয়ে। রাতের বেঁচে যাওয়া ভাতকেই আমরা পান্তা বলি। জল দিলে খেতে হয়। পরের দিন সকালে হালকা টকে, মজে গিয়ে পান্তাভাত। তাতেই লেবু চটকে, নুন দিয়ে খেলে পেট ঠান্ডা। এ খাবার দেখে নাক সিঁটকায় কেউ কেউ। চাঁদিফাটা গরমে রাঢ় অঞ্চলের চেনা খাবার। মামুলি সেই পান্তাভাত কলকাতার অভিজাত রেস্তরাঁয় এখন ভালো দামে বিক্রি করা হচ্ছে। তাপমাত্রা বেড়ে চলেছে লাগাম ছেড়ে। ঘেমেনেয়ে অস্থির শরীর। এমতাবস্থায় পান্তা অত্যন্ত উপকারী। চিকিৎসকরা বলছেন, পান্তা শরীর ঠান্ডা রাখে। এদিকে ফাস্ট ফুডের হারাকিরিতে ভাতরুটির পাট চুকিয়েছেন অনেকেই। বাড়িতে পান্তাভাত তৈরি করতে জানেন না এ প্রজন্মের কেউই। তারাই ঢু মারছেন হোটেল রেস্তরাঁয়। ঝোপ বুঝে কোপ মারছেন রেস্তরাঁ মালিকরাও। ইতিমধ্যেই শহরের একাধিক হোটেলে চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে পান্তা। মেনুতে তার নাম 'পান্তা প্ল্যাটার'। গরমে পান্তার চাহিদা বাড়ছে। ক্রেতার কথা ভেবেই রেস্তরাঁগুলো পান্তা ভাত তৈরি করছে হোটেল গুলো। শুধু রেস্তরাঁ নয়, অনলাইন ফুড ডেলিভারি

অ্যাপ্লিকেশনে উপচে পড়ছে পান্তাভাতের অর্ডারে। কোথাও শুধু পান্তাভাত ১১৯ টাকা প্লেট। এক নামী রেস্তরাঁয় মাছ ভাজার সঙ্গে পান্তাভাত নিলে ১৮৯ টাকা। পান্তাভাতের সঙ্গে ডিমভাজা ১৩২ টাকা। একদা খাবারের তালিকায় কুলমর্যাদাহীন পান্তাভাতের দামের বহর দেখে চোখ কপালে উঠেছে অনেকেরই। একজন সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, কী দিন এল!পান্তাভাতও গুচ্ছের টাকা দিয়ে কিনে খেতে হবে! ওড়িশায় পান্তাভাতের চাহিদা বরাবরই। থর মরুভূমির গরমে শহরেও হাঁসফাঁস অবস্থা। এমন গরমে শরীরকে হাইড্রেটেড রাখতে হয়। পান্তাভাত জলে ভেজানো থাকায় শরীরে জলের ঘাটতি হবে না।

ল্যাবে পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে ১০০ গ্রাম পান্তাভাতে ৭৩.৯১ মিলিগ্রাম আয়রন থাকে, গরম ভাতে আয়রনের পরিমাণ মাত্র ৩.৪ মিলিগ্রাম। এছাড়াও ১০০ গ্রাম পান্তাভাতে ৩০৩ মিলিগ্রাম সোডিয়াম, ৮৩৯ মিলিগ্রাম পটাশিয়াম এবং ৮৫০ মিলিগ্রাম ক্যালশিয়াম থাকে। গরমভাতে ক্যালশিয়াম মাত্র ২১ মিলিগ্রাম। স্বাভাবিকভাবেই পান্তাভাত চাঙ্গা রাখছে শরীর। কী থাকছে পান্তা প্ল্যাটারে? অধিকাংশ রেস্তরাঁর পান্তা প্ল্যাটারে রয়েছে জলে ভেজানো সুগন্ধী চালের ভাত, আলু সিদ্ধ, আমতেল, পিঁয়াজ, লঙ্কা আর ভাজা মরিচ। এক রেস্তরাঁর পান্তাভাতের এমনই চাহিদা, দুপুর একটার পর আর পাওয়াই যাচ্ছে না। ক্রেতারা সকলেই তথ্যপ্রযুক্তি দপ্তরের কর্মী। খাদ্যরসিকদের আফসোস, পুরনো সব জিনিসই ভুলতে শুরু করেছে এই প্রজন্ম। তাদের ''বাড়িতে বানানো পাটিসাপটা, নিমকির মতো পান্তাভাতের রেসিপিও জানেন না আজকের ছোটোরা। পান্তা পেতে গেলে তাদের যেতে হয় হোটেলে। কি দিনকাল এল।

মাত্র ১০ মিনিটেই তৈরি করুন ঠান্ডা থাকার রকমারি পদ

প্রচন্ড গরম পড়েছে বৈশাখের শুরু থেকেই। রোদ থেকে বাঁচতে দুপুর রোদে বাইরে না বেরনোর পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসকরা। কিন্তু ঘরে থাকলেও তো দহনজ্বালা সহ্য করতে হচ্ছে, বিশেষত রান্নাঘরে গেলে। ঘেমেনেয়ে একশা হতে হচ্ছে। কিন্তু তাপমাত্রা এত বেশি বলে রান্নাবান্না না করে খিদে সহ্যেরও তো কোনও অর্থ নেই। তাহলে উপায় কী? আছে বইকী। মাত্র ১০ মিনিট সময় কাটান কিচেনে। আর সহজে ঝটপট তৈরি করে ফেলুন গরমে শীতল থাকার কয়েকটি পদ। রান্নার বেশি ঝামেলা নেই, দীর্ঘক্ষণ গ্যাসের সামনে থাকার দরকার নেই, অথচ আবহাওয়ার সঙ্গে মানানসই খাওয়াদাওয়া হবে নির্ঝঞ্ঝাটে। কি ভাবে দেখে নিন-

টোপা কুল দিয়ে লালশাক-লালশাক শরীর ঠান্ডা রাখার জন্য ভাল একটি উপাদান। সামান্য পিঁয়াজ, রসুন আর কুলের টক দিয়েই তৈরি করুন সুস্বাদু এই পদ। প্রথমে লালশাক কুচিয়ে কেটে ধুয়ে নিন। তারপর সামান্য ভাপিয়ে রাখুন। পরিমাণমতো কুল ভিজিয়ে রাখুন জলে। কড়াইতে অল্প তেল দিয়ে গরম হলে তাতে পিঁয়াজ ও রসুন এবং কাঁচালঙ্কা দিন। লাল করে ভাজার পর তাতে ভাপানো লালশাক দিয়ে দিন। একটু উলটে পালটে তাতে যোগ করুন জলে ভিজিয়ে রাখা কুল। নুন ও সামান্য চিনি দিয়ে নাড়াচাড়া করলেই রান্না শেষ। কড়াই থেকে সোজা ভাতের থালায় পরিবেশন করুন। করলা দিয়ে

মুগডাল- প্রথমে কাঁচা মুগডাল ধুয়ে জল ঝরিয়ে নিন। করলার একটু মোটা করে গোল আকারে কাটুন। কড়াইতে অল্প তেল গরম করে কাঁচালঙ্কা, হিং ও জিরে ফোড়ন দিন। কাঁচা মুগডাল ঢেলে দিয়ে নাড়াচাড়া করে তাতে আদাবাটা, নুন ও জল দিয়ে ঢাকা দিন। ডাল ফুটে আধসেদ্ধ হলে গোল করে কাটা করলা দিয়ে দিন। সেদ্ধ হয়ে গেলে কাঁচালঙ্কা কুচি ও ধনেপাতা মিশিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

আলু-টমেটোর ভর্তা- এই পদটি সম্পূর্ণ পুড়িয়ে রান্নার। টমেটো, আলু, রসুন এবং পেঁয়াজ সব পরিমাণমতো নিয়ে পুড়িয়ে নিন। এরপর সব একসঙ্গে বেটে নিন মিক্সি কিংবা শিলনোড়ায়। তারপর ওই বাটায় একটু পিঁয়াজকুচি, একটু সরষের তেল মিশিয়ে ভাল করে মাখুন। তৈরি আলুটমেটোর সুস্বাদু ভর্তা। ভাত কিংবা রুটির সঙ্গে বেশ ভাল লাগবে খেতে। এই তিনটি পদ রাঁধতে আপনার ন্যূনতম সময় এবং শ্রম লাগবে। বেশিক্ষণ উনুনের ধারে থাকতে হবে না। অথচ খেতে বসে এসব পদ চাখলেই মন ভাল হবে, শরীর হবে শীতল।

মেঘালয়ের পর্যটনমন্ত্রী পলের হাতে উমিয়াম ওয়াটার স্পোর্টস কমপ্লেক্সে উদ্বোধন উত্তরপূর্বের প্রথম রেগাট্টা

শিলং, ২৯ এপ্রিল ঃ মেঘালয়ের উমিয়াম ওয়াটার স্পোর্টস কমপ্লেক্সে রাজ্যের পর্যটন দফতরের মন্ত্রী বাহ পল লিংডোহের হাতে উদ্বোধন হয়েছে উত্তরপূর্বাঞ্চলের প্রথম রেগাট্টা (বোট রেস)। জমকালো রেগাট্টা উদ্বোধন করে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মেঘালয়ের পর্যটন মন্ত্রী বাহ পল লিংডোহ বলেন, পাহাড়ি এই রাজ্যের সৌন্দর্যকে অবশ্যই আমাদের সকলকে সম্মান করতে হবে। মেঘালয় সরকারের পর্যটন বিভাগের প্রচেষ্টায় আরও অনন্য উদ্যোগ তৈরির দিকে মনোনিবেশ করা হয়েছে। গোটা বিশ্বের এই সৌন্দর্য ভক্তদের আকর্ষণ করতে মেঘালয়ে মজবুত ভিত তৈরি করতে হবে। পর্যটন মন্ত্রী বাহ পল বলেন, 'মেঘালয়ের প্রতিটি পরিবারকে পর্যটন শিল্পের সঙ্গে জড়িত করার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। এর মাধ্যমে তাদের সর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে, যাতে প্রতিটি পরিবারের ভরণপোষণ করতে পারে পর্যটন বিভাগ। এই পদক্ষেপ মেঘালয়ের জন্য একটি বিশাল উত্তরণ। আমাদের শুধু জাতীয় প্রতিভাই নয়, আমরা এই বিশেষ খেলায় আন্তর্জাতিক প্রতিভা তৈরি করতে সক্ষম। মেঘালয় আগামী বছরগুলিতে জাতীয়স্তরের জল ক্রীড়া ইভেন্টের বিশাল আয়োজন করতে প্রস্তুতি শুরু করেছে। এই মর্যাদার ইভেন্ট আমাদের তরুণ প্রজন্মকে পারদর্শী হতে অনুপ্রাণিত করবে।' তিনি পর্যটন দফতরের ক্রমবর্ধমান শক্তির প্রশংসা করে বলেন, এই শক্তি মেঘালয়কে পরবর্তী বিকশিত স্তরে নিয়ে যাবে। মন্ত্রী জানান, আজকের রেগাট্টা ইভেন্টে ভারতের ১০টিরও বেশি রাজ্য থেকে ১০০-এর উপর পর্যটক অংশগ্রহণ করে রোমাঞ্চকর বোট রেসের সাক্ষী হয়েছেন। এছাড়া ভারতীয় সেনা ও নৌবাহিনীর দলও সক্রিয়ভাবে এই ইভেন্টে অংশ নেবে। পাঁচদিনের এই রেসিঙে ১২টি ক্লাব যুক্ত, জানান মন্ত্রী পল লিংডো। তিনি জানান, প্রকৃতির অনুগ্রহে এখানে প্রকৃতি ভ্রমণ, খাবার এবং চলমান বাজার, নাবিক এবং পর্যটকদের জন্য একটি ট্যুর প্যাকেজ, পেন্টবল, ক্যাম্পিং স্পট এবং মনোরম উমিয়ামে নদী ক্রুজ বোটের প্রবর্তন রয়েছে। এদিকে রেগাট্টা সম্পর্কে রাজ্য পর্যটন দফতরের অধিকর্তা জানান, এই ইভেন্ট হলো বিদ্যুতায়িত সঙ্গীত কনসার্টের সাথে উত্তেজনাপূর্ণ নৌকা রেস। এতে একটি হাই অক্টেন ইভেন্টে পরিণত করার জন্য স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক শিল্পীদের একটি বৈচিত্র্যময় লাইনআপ রয়েছে। উমিয়াম সেইলিং ক্লাব ও ইয়ট অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়ার সহযোগিতায় মেঘালয় পর্যটন বিভাগ আজ রোগাটা চালু করেছে। আপাতত আগামী ২ মে পর্যন্ত সুরম্য প্রিস্টিন উমিয়ামে ওয়াটার স্পোর্টস কমপ্লেক্সে একটি রোমাঞ্চকর কনসার্ট এক্সট্রাভ্যাঞ্জার সাথে উত্তেজনাপূর্ণ প্রথম উত্তরপূর্বাঞ্চল রেগাটা যাত্রা করেছে। তিনি জানান, 'আজকের কনসার্টে দক্ষিণ কোরিয়ার রোমাঞ্চকর কেপপ শিল্পী কিম উজিন তাঁর কলা প্রদর্শন করবেন। এছাড়া দ্বিতীয় দিন দিল্লিভিত্তিক ব্যান্ড টুইন স্ট্রিংস তাঁদের অনুষ্ঠান পরিবেশন করবে। তৃতীয় থেকে পঞ্চম দিন পর্যন্ত যথাক্রমে লাইনিক্স, রিক্কা স্টেলা, ব্যানরেপ, রাম অ্যান্ড মাংকিজ, এলবি৩, ইয়ং নাটি, লার্জার দ্যন নাইনটি (৯০) এবং ডিজে ফ্যাভিয়ান এর মতো আরও কয়েকটি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর সমানভাবে উজ্জ্বল এবং বৈচিত্র্যময় শিল্পীরা তাঁদের মনোগ্রাহী অনুষ্ঠান পরিবেশন করবেন, জানান অধিকর্তা। আজকের রেগাট্টা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন খাসিহিলস স্বশাসিত জেলা পরিষদের প্রধান কার্যনির্বাহী আধিকারিক টিটোস্টারওয়েল চাইন, ডিজিপি ড. বিজয় কুমার ডি, কমিশনার সচিব সিরিল ভি ডিয়েংডোহ, উমিয়াম সেলিং ক্লাবের টেকনিক্যাল ডিরেক্টর লেফটেন্যান্ট কর্নেল অলোক যাদব প্রমুখ।

উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে পরিকাঠামো গত কাজ করার জন্য কয়েকটি ট্রেন আংশিক ভাবে বাতিল এবং সময়সূচী পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে

মালিগাঁও, ২৯শে এপ্রিলঃ উত্তর পূর্ব সীমান্তরেলওয়ে যাত্রীদের অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধা সহ আরও উন্নতমানের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা প্রদানের লক্ষ্যে অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য ক্রমাগত কাজ করে চলছে। এই ধরনের উদ্যোগের পরিপ্রেক্ষিতে, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তার কাটিহার ডিভিশনের জোগবানি স্টেশনে ৩০শে এপ্রিল এবং ১মে, ২০২৩তারিখে ইয়ার্ড নবীকরণ কাজের জন্য নন ইন্টার লকিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এছাড়াও, লামডিং ডিভিশনের অধীনে জাগিরোড স্টেশনে একটি রোড ওভারব্রিজ (আরওবি) নির্মাণের কাজও চলছে। রোড ওভারব্রিজের নির্মাণকাজ জন্য জাগিরোড স্টেশনে প্রায় ১৮ দিন ট্রাফিক ব্লক এর (ট্রেননিয়ন্ত্রণ বাতিল) প্রয়োজনহবে। সুতরাং, এই অবকাঠামোগত নির্মাণ এবং নবীকরণের কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে,কয়েকটি ট্রেনকে আংশিক ভাবে বাতিল সংক্ষিপ্ত সমাপন এবং নির্ধারিত সময়ের পরিবর্তে পুনঃ নির্ধারিত সময়ে যাত্রার প্রস্তাব করা হয়েছে। নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি যোগবানি স্টেশনের পরিবর্তে বাথনাহা রেলওয়ে স্টেশনে সংক্ষিপ্ত সমাপন যাত্রা শুরুঃ.

১ মে তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য ট্রেন নং ০৭৫৫৩ (কাটিহার-জোগবানিডেমু স্পেশাল) এবং ট্রেন নং ০৭৫৫৯ (কাটিহার - জোগবানি ডেমুস্পেশাল) বাথনাহা স্টেশনে সংক্ষিপ্ত সমাপন করবে এবং বাথনাহা জোগবানি স্টেশনের মধ্যে আংশিক ভাবে বাতিল থাকবে। ১ মে তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য ট্রেননং ০৭৫৫৪ (জোগবানি - কাটিহার ডেমুস্পেশাল) এবং ট্রেন নং ০৭৫৬০(জোগবানি-কাটিহার ডেমুস্পেশাল)বাথনাহা স্টেশন থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে এবং জোগবানি বাথনাহা স্টেশনের মধ্যে আংশিক ভাবে বাতিল থাকবে।

ব্রিজভূষণ শরণ সিংকে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া উচিত মোদী সরকারের ঃ কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল ঃ ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) সাংসদ ব্রিজভূষণ শরণ সিংকে সমস্ত পদ থেকে সরিয়ে দেওার দাবি জানিয়েছে কংগ্রেস। কংগ্রেস সাংসদ দীপেন্দর হুডা শনিবার দলের সদর দফতরে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, মহিলা খেলোয়াড়রা সাংসদ ব্রিজভূষণ শরণ সিংয়ের বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতনের গুরুতর অভিযোগ করেছেন। এই পরিস্থিতিতে সিংকে ভারতীয় রেসলিং ফেডারেশনের সভাপতি সহ সমস্ত পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া উচিত। হুডা বলেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সিংয়ের বিরুদ্ধে একটি এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়েছে। এখন পুলিশের উচিত অবিলম্বে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা। তিনি বলেন, ব্রিজভূষণ শরণ সিংয়ের বিরুদ্ধে ৪০টিরও বেশি মামলা বিচারাধীন রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে আমরা দাবি করছি দিল্লি পুলিশ অপরাধী প্রবণতার এই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করুক যাতে সুষ্ঠু তদন্ত করা যায়। প্রসঙ্গত, কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক

প্রিয়াঙ্কা গান্ধী আজ সকালে বিক্ষোভকারী মহিলা কুস্তিগীরদের সাথে দেখা করতে যন্তর মন্তরে পৌঁছেছিলেন। এই সময় তিনি বলেন, এই খেলোয়াড়রা ভারতের রেসলিং ফেডারেশনের সভাপতি ব্রিজভূষণ শরণ সিংয়ের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ করেছেন। এই তদন্ত করা উচিত। ব্রিজ ভূষণ সিংকে অবিলম্বে পদ থেকে অপসারণ করতে হবে। দেশের এই কন্যারা পদক জিতে এলে সবাই গর্বিত হয়। আজ সে বিচারের জন্য রাজপথে বসে আছে, তাই কেউ শুনতে প্রস্তুত নয়।

মুম্বাই বিমানবন্দরে ১৮ কেজি সোনা বাজেয়াপ্ত

মুম্বাই, ২৯ এপ্রিল ঃ শুল্ক বিভাগ (ডিআরআই) মুম্বাই বিমানবন্দরে ১৮ কেজি সোনা বাজেয়াপ্ত করেছে। এই ঘটনায় নয়জন বিদেশি মহিলাকে আটক করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া সোনার আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্য ধরা হয়েছে ১০ কোটি টাকা। কেনিয়া এয়ারওয়েজের একটি ফ্লাইটে সোনার সঙ্গে এই মহিলাদের আসার খবর পেয়েছিল ডিআরআই। মুম্বাই বিমানবন্দরে পৌঁছানোর সাথে সাথে তাদের ব্যাগ তল্লাশি করা হয়। তল্লাশি চালিয়ে ১৮ কেজি সোনা পাওয়া গেছে। ধৃত মহিলারা হলেন আরদো নুর, শুকরি ফারাহ, কেরো জামা, হাবিবা উমর, এবলা আবদুলাহি, আনাব মুহাম্মদ, আনিসা মুবারক, ইসনিনা ইউসুফ।

রাজৌরিতে নিয়ন্ত্রণরেখার কাছে ২০০ ফুট খাদে পড়ল গাড়ি

জম্মু, ২৯ এপ্রিল ঃ জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরিতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গভীর খাদে পড়ে গেল একটি গাড়ি। শনিবার নিয়ন্ত্রণরেখার কাছেই গাড়িটি খাদে পড়ে যায়। এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে দুই সেনা জওয়ানের। নিহত জওয়ানরা হলেন বিহারের বাসিন্দা হাবিলদার সুধীর কুমার ও রাজৌরির বাসিন্দা পরমবীর শর্মা। এই দুঃসংবাদ তাঁদের পরিবারকে জানানো হয়েছে। পুলিশ ও সেনা সূত্রের খবর, শনিবার রাজৌরির ডুঙ্গানন নালার কাছে ২০০ ফুট গভীর খাদে পড়ে যায় গাড়িটি। গুরুতর ও সঙ্কটজনক অবস্থায় দুই জওয়ানকে উদ্ধার করে রাজৌরির সেনা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু দু'জনকেই বাঁচানো সম্ভব হয়নি।

অপারেশন কাবেরী, সুদান থেকে দিল্লি ফিরলেন ২৩১ জন ভারতীয়

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিল ঃ অপারেশন কাবেরীর অধীনে সংঘর্ষদীর্ণ সুদান থেকে দেশে ফিরলেন আরও ২৩১ জন ভারতীয় নাগরিক। সুদান থেকে উড়ে আসা একটি বিমান শনিবার সকালে নতুন দিল্লির বিমানবন্দরে এসে নামে, ওই বিমানে ২৩১ জন ভারতীয় নাগরিককে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। দেশে মাটিতে পা রাখার পর সকলেই আনন্দ প্রকাশ করেছেন। প্রসঙ্গত, সংঘর্ষদীর্ণ সুদানে আটকে পড়া ভারতীয় নাগরিকদের নিরাপদে উদ্ধারের জন্য অপারেশন কাবেরী শুরু করেছে ভারত সরকার। এই অভিযানে এবার অংশ নিয়েছে ইন্ডিগোও। ইন্ডিগোর বিমানে শনিবারই জেদ্দাহ থেকে নতুন দিল্লির উদ্দেশে রওনা হয়েছেন ২৩১ জন ভারতীয় নাগরিক। অপারেশন কাবেরীর অধীনে এখনও পর্যন্ত ২,৪০০ জনের বেশি ভারতীয় নাগরিককে উদ্ধার করা হয়েছে।

জেলবন্দি মাফিয়া মুখতার আনসারি দোষী সাব্যস্ত, ১০ বছরের সাজা

গাজীপুর, ২৯ এপ্রিল ঃ একটি গ্যাংস্টার মামলায় জেলবন্দি মাফিয়া মুখতার আনসারিকে দোষী সাব্যস্ত করেছে উত্তর প্রদেশের গাজীপুরের এমপি এমএলএ আদালত। শনিবার মুখতার আনসারিকে দোষীসাব্যস্ত করেছে গাজীপুরের এমপি এমএলএ আদালত। একইসঙ্গে ১০ বছরের কারাদণ্ডের পাশাপাশি ৫ লক্ষ টাকা জরিমানা করেছে আদালত। উল্লেখ্য, ২০০৫-এ বিজেপি বিধায়ক কৃষ্ণানন্দ রাইকে অপহরণ করে খুন করা হয়, সেই মামলাতেই দোষী সাব্যস্ত হন মুখতার আনসারি। ২০০৭-এ মুখতার আনসারির বিরুদ্ধে গ্যাংস্টার আইনে মামলা রুজু করে পুলিশ। তার বিরুদ্ধে খুন ও অপহরণের মামলাও দায়ের হয়েছিল। প্রসঙ্গত, এই মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত বহুজন সমাজ পার্টির নেতা তথা মুখতারের ভাই আফজল আনসারিও। এদিন রায় ঘোষণার পর এই নিয়ে প্রতিক্রিয়া দেন নিহত বিজেপি বিধায়কের স্ত্রী অলকা রাই। 'বিচার ব্যবস্থার উপর সম্পূর্ণ আস্থা রয়েছে' বলে জানান তিনি।

সৌদি আরবে সেনায় যোগ দিতে পারবেন মহিলারাও

রিয়াদ, ২৯ এপ্রিল ঃ সৌদি আরবে এখন থেকে পুরুষের পাশাপাশি মহিলারাও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে সামরিক খাতে চাকরির আবেদন করতে পারবেন। সম্প্রতি এক বিজ্ঞপ্তিতে নারী ও পুরুষের আবেদন করার সুযোগ রেখেছে দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়। সৌদি সরকারি গণমাধ্যম আরব নিউজের এক প্রতিবেদনে এ খবর নিশ্চিত করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, গত মঙ্গলবার সৌদি আরবের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ঘোষণা করে, পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য বিভিন্ন সামরিক চাকরির জন্য আবেদন করতে পারবেন। আগ্রহীদের জয়েঃট মিলিটারি রিক্রুটমেন্ট কমান্ড ওয়েবসাইটের মাধ্যমে তাদের আবেদন জমা দিতে বলা হচ্ছে। একটি উচ্চ বিদ্যালয় ডিপ্লোমা, একটি স্নাতক ডিগ্রি এবং একটি ডিপ্লোমা করা থাকলে আবেদনকারী প্রার্থী হিসেবে যোগ্য হবেন। সৌদি আরব সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারের একটি বিস্তৃত কর্মসূচির অংশ হিসেবে ২০১৯ সালে মহিলাদের সশস্ত্র বাহিনীতে যোগদানের অনুমতি দেয়। দেশটির সেনাবাহিনী, রয়্যাল সৌদি এয়ার ডিফেন্স, রয়্যাল সৌদি নেভি, রয়্যাল সৌদি স্ট্র্যাটেজিক মিসাইল ফোর্স এবং আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল সার্ভিসে যোগদানের জন্য নারীদের অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমানের ভিশন ২০৩০ উদ্যোগে পদক্ষেপটি নেওয়া হয়।

কাটিগড়ার বারুণী মেলা সংলগ্ন বরাক নদীতে নিখোঁজ শিলচরের যুবক

বদরপুর (অসম), ২৯ এপ্রিল ঃ বরাক নদীতে অঘটন। নদীতে স্নান করতে গিয়ে তলিয়ে গেছেন জনৈক যুবক। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে সংশ্লিষ্ট এলাকায়। আজ শনিবার বেলা তিনটা নাগাদ ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে কাছাড় জেলার কাটিগড়ায় বরাক নদীর পাড়ে অনুষ্ঠিত বারুণী মেলা ঘাটে। নদীর জলে তলিয়ে যাওয়া যুবক পিনাক দাস (১৮)। সে শিলচর শহরের চেংকুড়ি রোডের বাসিন্দা পরিমল দাসের ছেলে বলে পরিচয় শনাক্ত হয়েছে। জানা গেছে, নিখোঁজ পিনাক গত কয়েকদিন ধরে বারুণী মেলায় অবস্থানকারী তার এক নিকটাত্মীয়ের দোকানে কর্মরত ছিল। সেখানে অবস্থানকালে প্রতিদিনের মতো আজ বিকালে নদীতে স্নান করতে গিয়ে অসাবধানতাবশত ঘটনাটি ঘটে যায়।

Name Change

I SHOVAN KR BALA, S/O SANTOSH KUMAR BALA, R/O SHIMULPUR , THAUMAGAR, GAIGHATA, NORTH 24 PARGANAS, PIN-743287, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOW AS SHOVAN KUMAR BALA, VDIE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/04/2023

Name Change

I PARVEJ SARKAR, S/O JAHANGIR SARKAR, R/O AKABPUR, AKABPUR BARUL, GURAP, HOOGHLY RURAL, 712134, WEST BENGAL SHALL HENCEFORTH BE KNOW AS PERVEJ SARKAR, VDIE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 29/04/2023

Name Change

I, GOURIRANI CHOWDHURY (old name) W/o BISWANATH CHOWDHURY resident of 25, P.K. Biswas Road, PO+PS- Khardha, (N) 24 Pgs-700117 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) GOURI CHOWDHURY, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 29/04/2023. GOURIRANI CHOWDHURY and GOURI CHOWDHURY all are same and one identical person.

Name Change

I, MALLIKA CHOUDHURY (old name) W/o GOBINDA CHOWDHURY resident of 25, P.K. Biswas Road, PO+PS- Khardha, (N) 24 Pgs-700117 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) MALLIKA CHOWDHURY PODDER, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 29/04/2023. MALLIKA CHOUDHURY and MALLIKA CHOWDHURY PODDER all are same and one identical person.

Name Change

I, ASHOK KUMAR ROY alias ASHOK RAY (old name) S/o NIRANJAN ROY resident of Vill-Rela, PO-Bandhuchak, PS-Belda, Dist-Paschim Medinipur, Pin-721443 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) ASHOK ROY, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 29/04/2023. ASHOK KUMAR ROY, ASHOK RAY and ASHOK ROY all are same and one identical person.

Name Change

I, SANTANU ROY (old name) S/o ASHOK ROY resident of Vill-Rela, PO-Bandhuchak, PS-Belda, Dist-Paschim Medinipur, Pin-721443 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SHANTANU ROY, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 29/04/2023. SANTANU ROY and SHANTANU ROY all are same and one identical person.

Name Change

I, NAZNIN MALLIK alias NAZNIN MOLLICK (old name) W/o IRAZ SAHEN MALLIK resident of SANPUI PARA,CHATTA KALIKAPUR, DIAMOND HARBOUR-700140 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) NAZNIN BIBI MOLLICK, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 29/04/2023. NAZNIN MALLIK, NAZNIN MOLLICK and NAZNIN BIBI MOLLICK all are same and one identical person.

Name Change

I, Mohammad Gulam Gouse, date of birth 15-08-1999 s on of Mohammad Gufaran, R/o-120/1 Dr. Lal Mohan Bhattacharjee Road, Kolkata-14, declare that my date of birth and my father's name has been wrongly recorded as 15.08.1998 and Mohammad Gufran respectively in CISCE marksheet which is corrected vide an affidavit sworn before the Shealdah Court dtd 24-04-2023.

Name Change

I, RAKES AGARWAL (old name) S/o ISHWAR CHAND AGARWAL resident of Sunflower Garden, Tower-4,Flat-10B,74 Topsia Road South, Kolkata , Pin: 700046 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) RAKESH AGARWAL, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 28/04/2023. RAKES AGARWAL AND RAKESH AGARWAL and all are same and one identical person.

Name Change

I, AZIBAR MOLLA alias AJIBAR MOLLA(old name) S/o LAICHEL HOQUE MOLLA resident of Joygram, PS-Minakhan, N 24 Pgs-743425 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) AZIBOR RAHAMAN, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 29/04/2023. AZIBAR MOLLA alias AJIBAR MOLLA and AZIBOR RAHAMAN all are same and one identical person.

Name Change

I, AYUB ALI MOLLA alias AIUB MOLLA(old name) S/o AKBAR MOLLA resident of Uttar Kumirmari Para, Atharobaki, PS-Jibantala, S 24 Pgs-743329, WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) AYUB MOLLA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 29/04/2023. AYUB ALI MOLLA, AIUB MOLLA and AYUB MOLLA all are same and one identical person.

Name Change

I, SALEMAN BEGUM(old name) D/o SEKH PHAKIR resident of 99/H/9, Cossipore Road, PO & PS-Cossipore, Kolkata-700002 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SALEYAMA KHATUN, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 29/04/2023. SALEMAN BEGUM and SALEYAMA KHATUN all are same and one identical person.

Name Change

I, PULAK TRIPATHY (old name) S/o PURNENDU SEKHAR TRIPATHY resident of Vill-Raghunathpur, PO-Balichak, PS-Debra, West Medinipur, Pin-721124 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) PULAK KUMAR TRIPATHY, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 29/04/2023. PULAK TRIPATHY and PULAK KUMAR TRIPATHY all are same and one identical person.

Name Change

I, MUKESH CHETTRI (old name) S/o LATE DINANATH CHETTRI @ D.N. Chettri resident of Gairigaon, Sepoy Dhura Tea Garden, PO-Tung, PS-Kurseong, Dist-Darjeeling, Pin-734224 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) MUKESH CHHETRI, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kurseong on 21/02/2023. MUKESH CHETTRI and MUKESH CHHETRI all are same and one identical person.

Name Change

I, MANMOTHA BISWAS (old name) C/o LATE ADITYA BISWAS resident of Panihara Krishnapally (Part) Madhyamgram, North 24 Parganas, Pin-700130 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) MANMATHA BISWAS, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 29/04/2023. MANMOTHA BISWAS and MANMATHA BISWAS all are same and one identical person.

Name Change

I, DELUYAR HOSSAIN is wrongly recorded in my Passport No-K1205412, S/o-ASHADULLAH. Residing at Vill-Shibnagar, Post-Shibnagar Laskar Pur, Ps- Domkal, Dist-Murshidabad, Pin- 742406, West Bengal. Shall henceforth be known as DELUAR HOSSAIN. That my name DELUAR HOSSAIN and DELUYAR HOSSAIN is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, ASADULLAH MONDAL is wrongly recorded in my Son's Passport No-K1205412, S/o-MD MAHAMMAD ALI. Residing at Vill-Shibnagar, Post-Shibnagar LaskarPur, Ps-Domkal, Dist-Murshidabad, Pin-742406, WestBengal. Shall henceforth be known as ASHADULLAH. That my name ASHADULLAH and ASADULLAH MONDAL is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, MENOKA MISTRY and MANAKA MISTRY is wrongly recorded in my PassportNo-L5347684 and my Son's Passport No- L5336023, W/o-BIJAY KRISHNA MISTRI. Residing at Vill- Pakuria,Post- Chiltia, Ps- Berhampore, Dist-Murshidabad, Pin- 742101, WestBengal. Shall henceforth be known as MANAKA MISTRI. That my name MANAKA MISTRI and MENOKA MISTRY and MANAKA MISTRY is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, KALI SANKAR MISTRY is wrongly recorded in my Passport No-L5336023 S/o-BIJOY KRISHNA MISTRI. Residing at Vill-Pakuria, Post-Chiltia, Ps-Berhampore, Dist-Murshidabad, Pin- 742101, West-Bengal. Shall henceforth be known as KALI SHANKAR MISTRI. That my name KALI SHANKAR MISTRI and KALI SANKAR MISTRY is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I,Md Samim Mian S/o Late Md.Hanif Mian residing at Vill – Sripur, P.O – Debpur, P.S - Bhatar, Dist Purba Bardhaman, Pin-713121 W.B declare that by virtue of affidavit dated 16.09.22 sworn before the Executive Magistrate, Purba Bardhaman henceforth I shall be known as Md Samim Mian S/o Md Hanif Mian (as mentioned in my Aadhar Card) instead of Md Samim S/o Lt Md Hanif (as mentioned in my Voter card & registered Deed No. 16636/15 dt 18.11.2015). Md Samim Mian S/o Md Hanif Mian and Md Samim S/o Lt Md. Hanif is the same and one identical person.

জায়েন্ট স্ক্রীনে আইপিএল দেখানোর ব্যবস্থা জিওর

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৯ এপ্রিল ঃ শুরু হয়েছে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ। প্রতিদিনই টানটান উত্তেজনার মধ্যে খেলা হচ্ছে বিভিন্ন দলের মধ্যে। শনিবার কলকাতা নাইট রাইডার্স এর সঙ্গে গুজরাট টাইটান্সের খেলা রয়েছে। দেশজুড়ে দর্শকরা তাদের পছন্দের টিমের খেলা দেখছেন। বিভিন্ন জায়গায় খেলা দেখার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে জায়েন্ট স্ক্রিনে। শনিবার জিওর পক্ষ থেকে বর্ধমান শহরের উৎসব ময়দানে জায়েন্ট স্ক্রিনের মাধ্যমে খেলা দেখানোর বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সম্পূর্ন স্টেডিয়ামের আদলে তৈরি করা হয়েছে পারিপার্শ্বিক পরিবেশকে। যেখানে দর্শকরা তাদের প্রিয় টিমের খেলা এনজয় করতে পারবেন। মনোজ সনকার নামে এক দর্শক বলেন, সত্যিই ব্যবস্থাকে সাধুবাদ জানাতে হয়। আমাদের মত ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য এইরকম সুন্দর পরিবেশে খেলা উপভোগ করা একটা আলাদা রকম আনন্দ। এর জন্য আমি আয়োজকদের বিশেষ ধন্যবাদ জানাবো। আর আমি কলকাতার ফ্যান তাই খেলা দেখছি এবং উপভোগ করছি। আমি আশাবাদী আজ কলকাতা খেলায় জিতবে।

নদীয়া জেলার জেলা পরিষদের উদ্যোগে উদ্বোধন একাধিক প্রকল্পের

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২৯ এপ্রিল ঃ পশ্চিমবঙ্গের শহরে পাশাপাশি গ্রাম গুলোকেও বিভিন্ন পরিষেবা ও উন্নয়নমূলক কাজে এগিয়ে নিয়ে যাবার

জন্য তিন্তিড়িও গ্রামীন ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের মধ্য দিয়ে চলছে উন্নয়নের কাজ। এদিন শান্তিপুর ফুলিয়ায় তিনটি প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন করা হয়। নদীয়া জেলার জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে ফুলিয়া সুকান্ত ভবন দীর্ঘদিন ভগ্নদশায় ছিল সেটিকে আধুনিকরন পাশাপাশি রঙ্গমঞ্চ রবীন্দ্র পার্ক নবরূপে নির্মিত করা হয়। পাশাপাশি এদিন টাউনশিপ গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে নির্মিত আই লাভ ফুলিয়া শুভ উদ্বোধন করা হয়। এদিন এই উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট শশাঙ্ক শেট্টি জেলা পরিষদের সভাধিপতি রিক্তা কুন্ডু শান্তিপুর ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক প্রণয় মুখোপাধ্যায় এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন টাউনশিপ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান উৎপল বসাক থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রিনা প্রামানিক সহ-সভাপতি মনিকা সরকার নদীয়া জেলা পরিষদের কর্মদক্ষ পম্পা মুখার্জি সহ অনেকেই।

পর পর বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরি ঘিরে চাঞ্চল্য এলাকায়

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৯ এপ্রিল ঃ একই গ্রামে পর পর বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল বাঁকুড়ার তালডাংরা থানা এলাকার খালগ্রাম পঞ্চায়েতের লব্দা গ্রামে। শনিবার সকালে এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই ওই এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। স্থানীয় সূত্রে জান যায়, লব্দা গ্রামে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের বাস গ্রামটির একটা অংশের মানুষজন জীবিকার সন্ধানে বাড়ির বাইরে থাকেন। ফলে এই চুরির ঘটনায় ওই এলাকার মানুষ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন বলেই জানিয়েছেন। গ্রামবাসীদের তরফে দাবি করা হয়েছে, ওই গ্রামের শেখ সিরাজুলের বাড়িতে থাকা নগদ ৯৭ হাজার টাকা, তিন ভরি গয়না, শেখ আখতারের বাড়ি থেকে গয়না ও নগদ ২ হাজার টাকা, রকিব খাঁয়ের এক বস্তা কাঁসার বাসন ও নগদ ৩ হাজার টাকা সহ বেশ কিছু রূপোর গয়না চোরের দল নিয়ে গিয়েছে। এই বিষয়ে গ্রামবাসী শেখ সিরাজুল বলেন, আমি বাড়িতে ছিলাম না। আর সেই সুযোগটাকেই কাজে লাগিয়েছে চোরের দল। আর এক গ্রামবাসী শাহানা বিবি বলেন, গত রাতে বাড়িতে ছিলাম না, বাপের বাড়িতে জলসায় উপস্থিত ছিলাম। এখন সব কিছু চুরি হয়ে গিয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে কিভাবে দিন যাপন করবেন ভেবে পাচ্ছেন না বলে তিনি জানান। আরও এক গ্রামবাসী শেখ বাপি বলেন, এখানকার অধিকাংশ মানুষ অন্যান্য রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করেন। তাই বাড়িতে শুধু মাত্র বয়স্ক মা- বাবা, স্ত্রী সন্তানরাই থাকে। তাই এই দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় তারা প্রত্যেকেই আতঙ্কিত বলে তিনি জানান। শেখ বাপি আরও বলেন, আমাদের গ্রামে এরকম ভাবে আজ পর্যন্ত কোনও চুরি বা ডাকাতির ঘটনা ঘটেনি। গ্রামের অনেক বয়স্ক মানুষরাও তাদের সময়ে কোনও চুরির কথা মনে করতে পারছেন না। তাই এই প্রথমবার এরকম হওয়াতে সবার মনেই এক চাপা আতঙ্ক চেপে বসেছে। পুলিশের কাছে উপযুক্ত নিরাপত্তা দাবি করছেন সবাই। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে তালডাংরা থানার পুলিশ। পুলিশের পক্ষ থেকে গ্রামে এক ব্যক্তির বাড়িতে থাকা CCTV-র ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। একই সঙ্গে ঘটনার তদন্ত চলছে বলে জানানো হয়েছে। যদিও শেষ পাওয়া খবর পর্যন্ত এই ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে পুলিশ কাউকে আটক বা গ্রেফতার করতে পারেনি বলে জানা গিয়েছে। কয়েকমাস আগে বাঁকুড়া জেলারই সোনামুখী এলাকায় একই পাড়ার মধ্যে ৩ টি বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটেছিল। সেই ঘটনার কিনারা আজও করতে পারেনি পুলিশ।

সিসি টিভি ক্যামেরা লোকাল বাসে

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৯ এপ্রিল ঃ গ্রামীণ হাওড়া জেলার আমতা ২ নং ব্লকে আছে দু' টি বাসস্ট্যান্ড। একটি বাসস্ট্যান্ড ঝিখিরায়। এই বাসস্ট্যান্ড থেকে ঝিখিরা - হাওড়া, ঝিখিরা - কনকনামী বাস যাতায়াত করে। অপর বাসস্ট্যান্ডটি জয়পুর মোড়ে। এই বাসস্ট্যান্ড থেকে জয়পুর - বাগনান বাস যাতায়াত করে। ঝিখিরা - হাওড়া এবং ঝিখিরা - কনকনামী বাস জয়পুর

মোড় হয়ে গন্তব্যস্থলে যাতায়াত করে। জয়পুর - বাগনান বাস রুটে উনিশ টি বাস থাকলেও বর্তমানে ষোল টি বাস যাতায়াত করছে বলে জানালেন এই বাস রুটের এসটাটার কাশীনাথ কাঁঠাল। এই বাস স্ট্যান্ড থেকে বাগনান এন ডি ব্লকের বাসিন্দা আলকাশ হোসেন এর দু ' টি বাস যাতায়াত করে। তিনি তাঁর দু ' টি বাসে সিসি টিভি ক্যামেরা লাগিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম বাংলায় লোকাল বাসে সিসি টিভি ক্যামেরা লাগানো একটি বিরলতম ঘটনা বলে জানালেন পশ্চিমবঙ্গ বাই সাইকেল টুরিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা উপদেষ্টা ডঃ অনিন্দ্যগোপাল মিত্র। এক বাসযাত্রী প্রতিভাবান শিক্ষার্থী সিরাজাম মনিরা বলেন, 'আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি ভারতবর্ষের স্বাধীনতার এত বছর পর যাত্রী সাধারণের নিরাপত্তার কথা ভেবে এই রুটের এক বাস মালিক যে তাঁর দু ' টি বাসে সিসি টিভি ক্যামেরা লাগিয়েছেন তাঁর জন্য আমরা অনেক অনেক গর্বিত। আমরা তাঁর শুভ কামনা করি ' । সিরাজাম মনিরা আরো ও বলেন, এই বাস মালিকের দেখানো পথে আরো বেশি বেশি করে অন্য বাস মালিকরা এগিয়ে আসবেন বলে আশা করছি। এই প্রসঙ্গে জয়পুর - বাগনান রুটের দু ' টি বাসের মালিক যিনি তাঁর বাস দু ' টি তে সিসি টিভি ক্যামেরা লাগিয়েছেন সেই বাস মালিক আলকাশ হোসেন বলেন, যাত্রী সাধারণের নিরাপত্তার কথা আমি ভেবেছি। বাসে যাতে কোনো রকম অসামাজিক কাজ না হয় সেই বিষয়টি চিন্তা ভাবনা করেছি। বাসে কোনো ও যাত্রী অসুস্থতা সহ অন্য কোন সমস্যায় পড়লে যাতে তৎক্ষণাত সমস্যার সমাধান পায় সেই দিকটার কথা চিন্তাভাবনা করেই আমি আমার বাস দু ' টি তে সিসি টিভি ক্যামেরা লাগিয়েছি।

মালদার গাজোল ও মানিকচকে ছ'কোটি টাকার ভাঙনরোধের কাজ শুরু

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৯ এপ্রিল ঃ মালদা গাজোল ও মানিকচকে ছ'কোটি টাকার ভাঙনরোধের কাজ শুরু। শনিবার আনুষ্ঠানিকভাবে কাজের সূচনা করলেন রাজ্যের সেচ প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। মালদার গাজোল ও মানিকচকের তিনটি এলাকায় ১২৫০ মিটার ভাঙন রোধের কাজ শুরু করছে রাজ্য সেচদপ্তর। গাজোলের চাকনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ডোবাখোকসান এলাকায় টাঙ্গন নদীর ডানপাড়ে ৫০০ মিটার ভাঙনরোধের কাজ হবে। গাজোলের বৈরগাছি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের দেওয়ানী এলাকায় মহানন্দা নদীর বামপাড়ে আরও ৫০০ মিটার ভাঙনরোধের প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে মালদার মানিকচকের চৌকিমীরজাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েত কাঞ্চনতলা এলাকায় আরও আড়াইশো (২৫০) মিটার ভাঙ্গনরোধের কাজ এদিনই শুরু করা হয়েছে। এদিন সেচ প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন জানিয়েছেন, মালদার রতুয়া, মানিকচক ও বৈষ্ণবনগরে ভাঙ্গন প্রতিরোধের বহু টাকা ব্যয় হলেও অনেক ক্ষেত্রেই কাজ টেকসই হচ্ছে না। এজন্য রাজ্যের সেচদপ্তর উচ্চপর্যায়ের প্রযুক্তিগত সমীক্ষা চালাবে। বিশেষজ্ঞ দল মালদহের এই তিনটি ব্লকের ভাঙ্গন কবলিত এলাকা পরিদর্শন করে দেখবেন, কোথায় সঠিক কি পদ্ধতিতে কাজ হলে তা দীর্ঘমেয়াদী সুফল দেবে। মালদার পাশাপাশি মুর্শিদাবাদেও ভাঙ্গন কবলিত এলাকায় সমীক্ষা চালাবে রাজ্য সেচ দপ্তরের এই বিশেষজ্ঞ দল। এদিন প্রকল্পের কাজের সূচনা করে অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকেই ভাঙনরোধে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগ তোলেন রাজ্যের সেচ প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। একইসঙ্গে বিজেপির সাংসদ ও স্থানীয় বিধায়ককে কার্যত তুলোধোনা করেন রাজ্যের মন্ত্রী। বলেন, ভোটে জিতে জনপ্রতিনিধি হব আর এলাকার মানুষের স্বার্থে কথা না বলে চুপ করে থাকবো, তা চলবে না। বাপের বেটা হয়ে থাকলে এলাকায় ভাঙ্গনের সমস্যা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তুলে ধরতে হবে। মালদার গাজোলে যে এলাকায় এদিন ভাঙনরোধের কাজের সূচনা হয় সেখানে ১৯৮৭ সাল থেকে দফায় দফায় ভাঙন সমস্যা চলছে। গ্রামের কয়েকশো পরিবার ভাঙ্গনের মুখে বারবার ভিটেমাটি হারিয়েছেন। ২০১৭ সালেও ভয়াবহ নদী ভাঙ্গনের সাক্ষী হয় গাজোলের চাকনগর পঞ্চায়েতের এইসব এলাকা। অবশেষে রাজ্য সরকার ভাঙনরোধের প্রকল্প হাতে নেওয়ায় খুশি স্থানীয় বাসিন্দারা।

দুয়ারে সরকারে টিফিনের বিল নিয়ে অশান্তিঃ পদত্যাগ প্রধানের

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৯ এপ্রিল ঃ 'দুয়ারে সরকার' ক্যাম্পের খাবারের বিল নিয়ে 'দুর্নীতি'র অভিযোগ তুলেছিলেন খোদ পঞ্চায়েত প্রধান। খাবার সরবরাহকারী সংস্থাকে বেশি টাকা পাইয়ে দেওয়া হচ্ছিল বলে জানিয়েছিলেন তিনি। এর ফলস্বরুপ উপপ্রধান ও তার অনুগামীদের কাছে হেনস্থা হওয়ায় এর প্রতিবাদে পদত্যাগ করলেন বর্ধমান-২ ব্লকের কুড়মুন-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তারা মালিক। উল্লেখ্য, বেশ কিছুদিন ধরে বর্ধমান সদর দুই ব্লক অন্তর্গত কুড়মুন দুই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তারা মালিক ও উপপ্রধান বসুদেব দে'র মধ্যে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। প্রধান ও উপ প্রধানের একটা দূরত্ব তৈরি হয় । এই দূরত্ব থেকে মাঝে মধ্যে প্রধান পঞ্চায়েতে অনুপস্থিত থাকতেন । তারই মধ্যে ষষ্ঠ দফায় দুয়ারে সরকার কর্মসূচি ক্যাম্প হয় । এই ক্যাম্পে টিফিন বাবদ একটা বিল নিয়ে শুরু হয় নানা রকম অশান্তি । প্রধান ফোনে বলেন, তিনি একজন মহিলা হয়ে এইভাবে গালিগালাজ সহ্য করতে না পেরে আমার পদত্যাগ পত্র ব্লক অফিসে বিডিওর কাছে জমা দিয়ে এসেছি। পঞ্চায়েত এলাকায় ষষ্ঠ দফার 'দুয়ারে সরকার' শিবিরে বিভিন্ন কাজে অংশ নেওয়া কর্মীদের দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করেছিল পঞ্চায়েত। পঞ্চায়েত সিদ্ধান্ত নিয়েছিল দুশোজনকে দুপুরে ডিম-ভাত খাওয়ানো হবে। কিন্তু পরবর্তীকালে খাবার সরবরাহকারী সংস্থা মোট আড়াইশো জনের বিল জমা দেয়। এমনকী ডিম-ভাতের জন্য ৬৫ টাকা করে বিল করে ওই সংস্থা। প্রধান তাতে আপত্তি জানান। বিলে সই করতে অস্বীকার করেন। এই নিয়ে উপপ্রধানের সঙ্গে সংঘাত শুরু হয় প্রধানের । এই নিয়ে শনিবার বর্ধমান ২নম্বর ব্লক বিডিও সুবর্ণা মজুমদার জানান কুড়মুন ২প্রধান তারা মালিক উনি একটি পদত্যাগ পত্র দিয়ে গেছেন তবে উনি রিসিভ সেকশনে দিয়ে চলে গেছেন, এসে উনি তার কাছে সাবমিট করেননি। তারপর ওনার পদত্যাগ পত্র ডাক মারফ পেয়েছেন। তিনি ওখানে লিখেছেন বিভিন্ন অসন্তোষের কারণ। কেন উনি রিজাইন করতে চাইছেন, সম্প্রতি কুড়মুন ২এ যে মডেল ক্যাম্প হয়েছিলো সেই মডেল ক্যাম্পে টিফিনের প্যাকেট নিয়ে ওনাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছিলো। সেখানে কত জন কে জনকে টিফিন দেওয়া হয়েছে , সেই টিফিনের বিল নিয়েই এই অসন্তোষের কারণ। এই বিষয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সদস্য তথা পূর্ব বর্ধমান জেলা যুব সভাপতি গৌরব সমদ্দার জানান আজকে পশ্চিমবাংলা যে জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে ডিম ভাতের পয়সা টুকু তারা ছাড়তে পারছে না। পরিস্কার হিসাব সেটা ডিম হোক কিংবা বালি পয়সা কিন্তু তৃনমূলের প্রধান কিংবা উপপ্রধান হোক যারই হোক টাকা কিন্তু লাগবেই। কারন টাকা না কামাতে পারলে সেই টাকা কালিঘাটে দেওয়া যাবে না। আর কালিঘাটে যদি কম টাকা পাঠায় তাহলে আবার চেয়ারটা থাকবে না। তাই সেটা ডিম হোক বা বালি টাকা তাদেরকে তুলতেই হবে। তার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে, একজন প্রধানকে ইস্তফা দিতে হচ্ছে। এর থেকে লজ্জাজনক কিছু হয়? একটা সামান্য ডিমের পয়সাকে কেন্দ্র করে এই বচসা সত্যি হাস্যকর বলে এদিন কটাক্ষ করেন গৌরব সমাদ্দার।

চিকিৎসা ক্ষেত্রেও এবার কাটমানি নেওয়ার অভিযোগ চিকিৎসকের বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৯ এপ্রিল ঃ চিকিৎসা ক্ষেত্রেও এবার কাটমানি নেওয়ার অভিযোগ চিকিসকের বিরুদ্ধে। চিকিৎসকের প্যাথলজি ল্যাবে পরীক্ষা না করায় অসভ্য আচরন ও চেম্বার থেকে বের করে দেওয়ার অভিযোগ চিকিৎসকের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি মালদার বাশুলীতলা এলাকায় এক চিকিৎসকের বিরুদ্ধে। অভিযোগ দায়ের থানায়। জানা গিয়েছে, ইংরেজবাজারের সিঙাতলা এলাকার বাসিন্দা নরেন্দ্র নাথ কর্মকার। দীর্ঘদিন থেকে কিডনির সমস্যায় ভুগছেন। একজন চিকিৎসককে দেখাছিলেন। সে জানায় কিডনি স্পেশালিষ্ট দেখানোর পরামর্শ দেন। সেই মত মালদার চিকিৎসক কাঞ্চন সাহাকে দেখায়। সেখানে বিভিন্ন রকম শাররীক পরীক্ষা দেয়। সেই মত পরীক্ষার জন্য চিকিৎসক কাঞ্চন সাহা তার নির্ধারীত ল্যাবে পরীক্ষার জন্য পেসক্রিপসানটি রোগর কাছ থেক কেরে নেয়। রোগীর সঙ্গে থাকা তার দিদি জয়ন্তী সাহা চিকিৎসককে বলেন, তারা অন্য জায়গায় পরীক্ষা করবেন। এরপরই চিকিৎসক তার কাছ থেকে প্রেস্ক্রিপসান কেরে নয় অসভ্য আচরন করে চেম্বার থেকে বের করে দেয়। ঘটনায় অপমানিত ও নিগৃহিত রোগী ও তার দিদি জয়ন্তী সাহা ওই চিকিৎসকের নামে ইংরেজবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। ঘটনায় জয়ন্তী সাহা জানান, আমি আমার আত্মীয়কে ডাক্তার দেখাই সেখানে সেই চিকিৎসক আমাকে বলে বেশ কিছু পরীক্ষা করতে হবে এবং তার পছন্দমত প্যাথলজি সেন্টারই সেই পরীক্ষা করাতে হবে। তা করতে অস্বীকার করলে তিনি আমাকে চরমভাবে অপমান করেন। আমার মনে হয় ওই চিকিৎসকের সাথে, কোন লেনদেন রয়েছে। ঘটনা নিয়ে সরব হয়েছে ইংরেজবাজার পৌরসভার বিরোধী দলনেতা তথা বিজেপি নেতা অম্লান ভাদুরি তিনি বলেন ইংরেজবাজার পুরো এলাকাতে চিকিৎসার নামে একটি দালাল চক্র কাজ করছে। যার দ্বারা মানুষ প্রতারিত হচ্ছে। এই ঘটনা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন ইংরেজবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান তথা তৃণমূল নেতা কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী।

মাসের শুরুতেই টানা ১০ দিন বাতিল একগুচ্ছ লোকাল ট্রেন

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৯ এপ্রিল ঃ মাসের শুরুতেই ফের যাত্রী ভোগান্তির আশঙ্কা। মে মাসের শুরুতেই হাওড়া ডিভিশনে বাতিল থাকবে একগুচ্ছ লোকাল ট্রেন। ১ মে থেকে ১০ মে পর্যন্ত টানা দশ দিন বাতিল থাকবে ওই ট্রেনগুলি। রেলের তরফে জানানো হয়েছে ওই সময়ে লিলুয়া - বর্ধমান শাখায় ট্র্যাফিক ও পাওয়ার ব্লকের কাজ চলবে। সেই কারণে ওই ট্রেনগুলি বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। টানা দশ দিন এই ট্রেনগুলি বাতিল থাকার ফলে সংশ্লিষ্ট রুটগুলির বাকি ট্রেনগুলিতে অতিরিক্ত ভিড় হওয়ার সম্ভাবনাও থাকছে আর একইসঙ্গে যাত্রীদেরও নাকাল হওয়ার সম্ভাবনা। সেই কারণে এই সম্ভব্য অসুবিধাগুলি এড়িয়ে চলার জন্য একনজরে দেখে নিন, কোন লাইনে কোন কোন ট্রেন বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মাসের শুরুতেই ১০ দিন বাতিল থাকবে যে ট্রেনগুলি- হাওড়া থেকে যে ট্রেনগুলি বাতিল থাকছে - ৩৭৬১১, ৩৭৮১৫, ৩৭৩৪৩, ৩৬০৭১, ৩৭০১১, ৩৬৮২৫। পাণ্ডুয়া থেকে বাতিল ট্রেন - ৩৭৬১৪। বর্ধমান থেকে যে ট্রেনগুলি বাতিল থাকছে - ৩৭৮৩৪, ৩৭৮৪০। তারকেশ্বর থেকে বাতিল ট্রেন - ৩৭৩৫৪। গুড়াপ থেকে বাতিল ট্রেন - ৩৬০৭২। শ্রীরামপুর থেকে বাতিল ট্রেন - ৩৭০১২। প্রসঙ্গত, এর আগেও রেলের তরফে ট্র্যাফিক ও পাওয়ার ব্লকের কাজের জন্য বেশ কিছু রুটে ট্রেন আংশিকভাবে বাতিল করতে হয়েছে। এবার মাসের শুরুতে হাওড়া ডিভিশনে আবারও বাতিল থাকছে একাধিক ট্রেন।

লোণের টাকা পরিশোধ না করায় গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, ক্যানিং, ২৯ এপ্রিল ঃ লোণের টাকা পরিশোধ না করায় একটি বেসরকারি ব্যাঙ্কের অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার হলেন এক ব্যক্তি। ধৃতের নাম সালাউদ্দিন মোল্লা। শুক্রবার রাতে ক্যানিং থানার পরানিখেকো গ্রাম থেকে গ্রেফতার করা হয় তাকে। ধৃতের বিরুদ্ধে একটি বেসরকারি ব্যাঙ্ক থেকে তিন লক্ষ টাকা লোণ নিয়ে সেই টাকা পরিশোধ না করার অভিযোগ রয়েছে। শুক্রবার ওই ব্যাঙ্কের তরফে ক্যানিং থানায় এই বিষয়ে অভিযোগ দায়ের হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ গ্রেফতার করে সালাউদ্দিনকে। শনিবার ধৃতকে আলিপুর আদালতে তোলা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু ছাত্রীর, অবরোধ ও বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২৯ এপ্রিল ঃ এদিন সকালে নদীয়ার বাদকুল্লা ইউনাইটেড ক্লাবের মোড়ে পথদুর্ঘটনায় নিহত হয় অঞ্জনগ। উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী মুন্নি বাইন। এলাকা সূত্রে জানা যায় ছাত্রী নবম শ্রেনীতে পড়ে, বাড়ি মুগরাইল।

এদিন সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সহ বিদ্যালয়ের শিক্ষক , শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মী ও পরিচালন সমিতির সদস্যরা বাদকুল্লা হাসপাতালে দ্রুত যান। এদিন পথদুর্ঘটনা রোধের দাবীতে অঞ্জনগ। উচ্চ বিদ্যালয়ের পিক্ষক, শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী, পরিচালন সমিতির সদস্যবৃন্দ, গ্রামবাসীবৃন্দ ও অঞ্জনগ। উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা এবং গ্রামবাসীবৃন্দ গাংনী রেলগেট সংলগ্ন বাইপাশ অবরোধ করেন। প্রায় ঘন্টাখানেক অবরোধ হয়। অবরোধ স্থলে পুলিশ প্রশাসনের কাছে অঞ্জনগড় উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়। রাস্তায় পর্যাপ্ত বাম্পার দেওয়ার, রাস্তার মোড় গুলিতে বিশেষত স্কুল টাইমে পর্যাপ্ত পরিমাণে ট্রাফিক পুলিশ মজুদ রাখা এবং বাদকুল্লার জনবহুল স্থানগুলিতে পণ্য পরিবহনের বিভিন্ন ধরনের গাড়ি রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে মাল লোডিং, আনলোডিং করা বন্ধ করার। তাহেরপুর থানা প্রশাসন বিক্ষোভকারীদের এই দাবিগুলি মানার প্রতিশ্রুতি দিলে পথ অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। অন্যদিকে, ছাত্রীর মৃত্যুতে সমগ্র বাদকুল্লা জুড়ে নেমে আসে শোকের ছায়া।

কালিয়াচকের মৃত নির্যাতিতার বাড়িতে প্রতিনিধিদল

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৯ এপ্রিল ঃ কংগ্রেস নেতা কৌস্তভ বাগচীর পর এবার শনিবার প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা লোকসভার বিরোধী দলনেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরীর নির্দেশে এক প্রতিনিধিদল আসে কালিয়াচকের খুন হয়ে যাওয়া নির্যাতিতার বাড়ি পুরাতন মালদার নবাব গঞ্জে ।উক্ত প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিল আশুতোষ চ্যাটার্জি , সাধারণ সম্পাদক পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কমিটি, মান্তু ঘোষ , সভাপতি মালদা জেলা ছাত্র পরিষদ ও আরো কংগ্রেসের নেতা বরগরা ।যদিও আজ আশুতোষ চ্যাটার্জি নিহত পরিবারের মা ও বাবার সাথে দেখা পায়নি ।এক দূর সম্পর্ক জেঠিমার সাথে তারা দেখা করেন এবং কথা বলেন । সেই জেঠিমা তাদের কাছে বিভিন্ন রকম অভিযোগ জানাতে থাকে ।

রাজু ঝাঁ হত্যাকান্ডে ধৃতের শারীরিক পরীক্ষা

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৯ এপ্রিল ঃ শক্তিগড়ে কয়লা মাফিয়া রাজু ঝাঁকে গুলি করে হত্যা কান্ডে জড়িত সন্দেহে গ্রেফতার হয়েছিল অভিজিত মন্ডল নামে এক যুবক। শনিবার কড়া নিরাপত্তার বেষ্টনিতে অভিযুক্তকে শারীরিক পরীক্ষার জন্য আনা হয় বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। এদিন অভিযুক্তের শরীরে সমস্ত অঙ্গ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। ইসিজি থেকে শুরু করে রক্ত পরীক্ষা সমস্ত ধরনের পরীক্ষাই করা হয়। তারপরেই ফের কড়া পুলিশি পাহারার মধ্যে দিয়ে অভিযুক্তকে হাসপাতাল থেকে নিয়ে যাওয়া হয়। উল্লেখ্য, চলতি মাসের ২০ তারিখে গ্রেফতার করা হয় এবং ১৪ দিনের রিমান্ড নেওয়া হয়েছিল অভিযুক্ত অভিজিত মন্ডলকে। অর্থাৎ তাকে ৩ মে ফের কোর্টে তোলা হবে। হঠাৎ এরই মাঝে তার শারীরিক চিকিৎসার প্রয়োজন কেন পরলো সেই বিষয়ে সূত্র মারফত জানা গেছে যে অভিযুক্তকে শারীরিক নিগ্রহ করা হচ্ছে এমনই একটা অভিযোগ উঠেছিল। তাছাড়া তার নাকি শরীর অসুস্থ হয়েও পরেছিল। তাই তাকে দ্বিতীয় বার বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শারীরিক পরীক্ষার জন্য নিয়ে যায় পুলিশ।

প্রধান শিক্ষকের অবসর গ্রহণ অনুষ্ঠান

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ২৯ এপ্রিল ঃ প্রধান শিক্ষকের অবসর গ্রহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো বড়শাল উচ্চ বিদ্যালয়ে। উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার উপাধ্যক্ষ আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ আবু জাহের রাণা, ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ড.শম্ভুনাথ চৌধুরী, ড. প্রভাত সরকার প্রমুখ, বকুল মুখোপাধ্যায় এবং বিদ্যালয়ের প্রাক্তনীরা। দীর্ঘ সাতাশ বছর শিক্ষকতার পর অবসর গ্রহণ করেন বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র তথা প্রধান শিক্ষক তাপস ভট্টাচার্য্য। তিনি উপাধ্যক্ষর স্নেহধন্য ছাত্র এবং পাশাপাশি তৃণমূল জেলা সাধারণ সম্পাদক তথা পরিচালন সমিতির সভাপতি ত্রিদিব ভট্টাচার্য্যের বন্ধুবর। এদিন এই অবসর গ্রহণ অনুষ্ঠান প্রাক্তনীদের মহামিলন অনুষ্ঠানে পরিণত হয়। উপাধ্যক্ষ আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ছাত্র তাপস ভট্টাচার্য্যকে অনুরোধ করবো, স্কুলে এসে ছাত্র ছাত্রীদের পাঠ দিতে। তাপস ভট্টাচার্য্য গুরুর আদেশ শিরোধার্য করে তা পালন করার প্রতিশ্রুতি দেন।

এমআরআই করাতে এসে শহরের বেসরকারি হাসপাতালে মৃত্যু ছাত্রীর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ এপ্রিল ঃ এমআরআই করাতে এসে ঘটে গেল মর্মান্তিক ঘটনা। কলকাতার একটি নামী বেসরকারি হাসপাতালে প্রাণ হারালেন এক তরতাজা ছাত্রী। মৃত ওই কলেজ ছাত্রীর নাম শ্রীপর্ণা দত্ত (২০)। হাসপাতালের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তুলছে ছাত্রীর পরিবার। থানাতেও গেল জানাল পরিবার। পার্ক সার্কাসের লেডি ব্রেবোর্ন কলেজের পদার্থ বিদ্যা অনার্সের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। মাঝে মাঝেমধ্যেই হাতে পায়ে কাঁপুনি হচ্ছিল। সেই জন্যই আজ তাঁর মা-বাবা শ্রীপর্ণাকে নিয়ে আসেন মল্লিকাবাজারের একটি বেসরকারি হাসপাতালের আউট ডোরে। সেখানে আনার পর এক চিকিৎসক তাঁকে দেখেন। তিনি ওই ছাত্রীকে এমআরআই করার পরামর্শ দেন। সেই এমআরআই করতে গিয়েই এই বিপত্তি বলে দাবি পরিবারের। শ্রীপর্ণার দিদি বলেন, এমআরআই করাতে গিয়ে তো কেউ মারা যেতে পারে না। কী এমন হল যে এমনটা হয়ে গেল। মা বলছিল, বোনকে নিয়ে নাকি ওরা দৌড়াদৌড়ি করছিল। বিভিন্ন জনকে ফোন করছিল। কী যে ওরা করছিল বোঝা যায়নি। কোনও ডাক্তারকে দেখিনি। যখন বলল সিরিয়াস অবস্থা তখন স্টাফদেরই দেখেছিলাম। ওরা ছোটাছুটি করছিল। ওদের জামায় রক্তের দাগ লেগেছিল। ওর চ্যানেলটা মনে হয় খুলে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ পরে দেখছি ওর বুকে পাম্প করছে। ওইসবের মধ্যে একজন বয়স্ক ভদ্রলোক ও এক মহিলা এলেন। জিজ্ঞাসা করলেন ওর কি কোনও খিঁচুনি ছিল? শ্রীপর্ণার মা জানান, এমন কোনও সমস্যাই ছিল না। শুধউ হাতটা একটু কাঁপত, মাথাটা একটু ঘুরছে বলত শ্রীপর্ণা। এর বাইরে আর কিছু নয়। এখানে এমআরআই করার পর বারবার ওরা বলছিল আইসিইউতে রাখা রয়েছে। বারবার আমি জিজ্ঞসা করছিলাম, কেমন আছে। ওরা বারবারই বলছিল ডাক্তাররা দেখছে। অনেক পর জানাল, ও আর নেই। পরিবারের দাবি, এমআরআই করার পরই শ্রীপর্ণার খিঁচুনি হতে থাকে। ধীরে ধীরে অবস্থার অবনিত হতে থাকে। আরও গুরুতর অভিযোগ হল শ্রীপর্ণার পরিস্থিতি খখন খারাপ হতে থাকে তখন শেখানো কোনও চিকিৎসক ছিলেন না। ওপিডি থেকে শ্রীপর্ণাকে হাসপাতালে আনা হয়। ভর্তি করা হয় ক্রিটিক্যাল কেয়ারে। ভেঃিটলেশনেও রাখা হয়। হাসপাতালের দাবি, এমআরআই করানোর সময়ে শ্রীপর্ণার খিঁচুনি শুরু হয়। সিপিআরও দেওয়া হয়। বাঁচানোর অনেক চেষ্টাই করা হয়েছে। শ্রীপর্ণাদের বাড়ি আসানসোলে। পড়াশোনার জন্য গোটা পরিবার কলকাতায় চলে আসে। লেডি ব্রেবোর্নে ভর্তি হন শ্রীপর্ণা। ফিজিক্সের ছাত্রী হওয়ার কারণে প্রাকটিক্যাল করতে গিয়ে বেশকিছু সমস্যা হচ্ছিল তার। সেই কারণেই আজ শ্রীপর্ণা চিকিৎসকের কাছে আসেন। পরিবারের দাবি, চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলতে দেয়নি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

চ্যাংরাবান্ধা সীমান্ত পরিদর্শন করলেন ভুটানের স্বরাষ্ট্রসচিব

দুরন্ত বার্তা, চ্যাংরাবান্ধা, ২৯ এপ্রিল ঃ বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে শনিবার চ্যাংরাবান্ধা সীমান্ত বাণিজ্যকেন্দ্র পরিদর্শন করলেন ভুটানের স্বরাষ্ট্রসচিব সোনম ওয়াংগিল। তিনি এদিন ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট ও স্থলবন্দর ঘুরে দেখার পর স্থানীয় প্রশাসনের কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। এদিন বৈঠকে শুল্ক দপ্তরের চ্যাংরাবান্ধা শাখার সুপারিন্টেন্ডেন্ট তপন মণ্ডল, মেখলিগঞ্জ পুলিশের সার্কেল ইন্সপেক্টর পুরণ রাই, ওসি রাহুল তালুকদার প্রমুখ ছিলেন। প্রসঙ্গত চ্যাংরাবান্ধা স্থলবন্দর দিয়ে ভারত-বাংলাদেশের পাশাপাশি ভুটান-বাংলাদেশের মধ্যেও বৈদেশিক বাণিজ্য চলছে। এই বাণিজ্য করতে গিয়ে এখানে কোনও ধরনের সমস্যা হচ্ছে কি না? কিভাবে এই বাণিজ্যের মাত্রা আরও বাড়ানো যায়? ইত্যাদি বিষয় নিয়ে এদিন ভুটানের স্বরাষ্ট্রসচিব বৈঠকে আলোচনা করেন। তিনি জানান, চ্যাংরাবান্ধা স্থলবন্দর দিয়েও আমাদের দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের কাজ সুন্দরভাবে চলছে। এটা কিভাবে আরও উন্নয়ন করা যায় সেটা দেখতেই এদিন চ্যাংরাবান্ধা সীমান্ত পরিদর্শন করা হয়।

প্রধানমন্ত্রীর ১০০-তম 'মন কি বাত' অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে প্রস্তুতি চূড়ান্ত করিমগঞ্জে

করিমগঞ্জ (অসম), ২৯ এপ্রিল ঃ আগামীকাল রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ১০০-তম 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে দেশ জুড়ে ব্যাপক প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। ব্যতিক্রম নয় দক্ষিণ অসমের করিমগঞ্জ জেলাও। প্রধানমন্ত্রী মোদীর ১০০-তম 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানকে সর্বস্তরের জনগণের কাছে পৌঁছাতে পরিচালিত প্রস্তুতি পর্ব খতিয়ে দেখতে শুক্রবার করিমগঞ্জে এসে দলীয় কার্যকর্তাদের সঙ্গে সভা করে গেছেন প্রদেশ বিজেপির সম্পাদক কণাদ পুরকায়স্থ। জেলা বিজেপি কার্যালয়ে দলের কার্যকর্তাদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ বৈঠক করেছেন তিনি। কার্যসূচি সফল করতে দলের তৃণমূল স্তর থেকে শুরু করে সর্বস্তরের কর্মীদের ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান কণাদ। জেলা বিজেপির মিডিয়া সেলের আহ্বায়ক নিশিকান্ত ভট্টাচার্য্য জানিয়েছেন, ইতিমধ্যে আগামীকালের কার্যক্রমকে সামনে রেখে জেলা স্তরের কার্যকর্তাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। শহর মণ্ডলে জেলা সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য, রাজ্য পরিবহণ নিগমের অধ্যক্ষ মিশনরঞ্জন দাস, দেবব্রত সাহা, রবীন্দ্রচন্দ্র দেব, কৃষ্ণ দাস, সুধাংশু দাস ও সুদীপ চক্রবর্তী বিভিন্ন বুথে উপস্থিত থাকবেন।

Office of the
Baragram Gram Panchayat
At+PO – Baragram, PS-Joypur, Dist-Purulia
Notice Inviting e-Tender/Manual Tender Pradhan, Baragram GP has invited an e-Tender of 3 nos. Tender of 20 nos. schemes and 3 nos. tender of 05 nos. schemes on 28/04/23 & 29/4/23 respectively. For details contact Baragram GP Officer/ www.wbtenders.gov.in
Sd/- Pradhan
Baragram GP

Office of The
Chingani Gram Panchayat
Vill-Chaulyabaid, PO-Chhagulia, Bankura
Notice Inviting E-Tender No.: 05/2023-2024
e-Tenders are hereby invited from the bonafied, reliable, resourceful and experienced contractors. Date of start of downloading documents from 28/04/2023 from 6.30 pm up to 13/05/2023 at 6.30 pm. Last date of submission of Bid(online) 13/05/2023 up to 6.30 pm. Date of opening of Tender on 16/05/2023 from 12.00 PM. For details please visit office of the undersigned and website https://wbtender.gov.in.
Sd/- Pradhan
Chingani Gram Panchayat

‘দেশের হয়ে খেলা ছাড়ো, টাকায় ভরিয়ে দেব’ আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলির প্রলোভন ক্রিকেটারদের!

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় টি-২০ ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ আইপিএল। টি-২০ ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগের পথ প্রদর্শক বলা যেতে পারে আইপিএলকে। ক্যারিবিয়ান লিগ, দক্ষিণ আফ্রিকান লিগ এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহির টি-২০ ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগেও দল রয়েছে আইপিএলের মালিকদের। সেই ইন্ডিয়ান প্রিমিয়র লিগের ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলির উপর বড়সড় অভিযোগ। আইপিএল টিমগুলি নাকি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে কোণঠাসা করে দিতে চায়। বেশ কয়েকটি টিমের পক্ষ থেকে জাতীয় দলের ক্রিকেটারদের লোভনীয় প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। বলা ভালো, টাকার টোপ। একইসঙ্গে শর্ত, জাতীয় দলের হয়ে খেলা ছাড়তে হবে। তার পরিবর্তে সারাবছর ধরে ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলার সুযোগ করে দেওয়া হবে! বিস্ফোরক দাবি করেছে ইংল্যান্ডের সংবাদমাধ্যম ‘দ্য টাইমস’। বর্তমানে আইপিএলের ১০টি ফ্র্যাঞ্চাইজি সিপিএল (ওয়েস্ট

ইন্ডিজ), এসএ টি২০ (দক্ষিণ আফ্রিকা), গ্লোবাল টি২০ লিগ (সংযুক্ত আরব আমিরশাহি) এবং আসন্ন আমেরিকার মেজর লিগ টি২০-তে দল রয়েছে। আইপিএল টিমগুলি সৌদি টি-২০ লিগেও দল কেনারও তোড়জোড় করছে। ২০২৩ আইপিএলের মাঝপথে লন্ডনের ডেইলি দ্য টাইমসের বিস্ফোরক রিপোর্ট সামনে এসেছে। তাদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, কম করে ইংল্যান্ডের ছয়জন আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ক্রিকেটারকে আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলি বড়সড় অর্থের প্রস্তাব দিয়েছে। তাদের শর্ত হল, ইসিবির কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। তখন তাদের পরিচালনার এক্তিয়ার থাকবে না ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড বা কাউন্টি টিমের উপরে। ক্রিকেটাররা রাজি হলে চুক্তি হতে পারে চলতি বছরের শেষদিকে। প্রস্তাব দেওয়া ছয়জন ক্রিকেটারই ইংল্যান্ডের জাতীয় দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। দ্য টাইমসের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইংল্যান্ডের কেন্দ্রীয় চুক্তিতে থাকা ক্রিকেটাররা যে পারিশ্রমিক পান তার থেকে পাঁচ গুণ বেশি অর্থের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। জাতীয় দল ছেড়ে একটি ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে যুক্ত হয়ে খেলার এই প্রস্তাব নিয়ে উদ্বিগ্ন ইংল্যান্ডের ক্রিকেট জগ। এমনিতে বিসিসিআই অন্যান্য দেশের ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে ভারতীয় ক্রিকেটারদের খেলার বিষয়ে আগেই নিয়মের কড়াকড়ি রেখেছে। দেশের ক্রিকেটাররা অবসর নেওয়ার পরই ভিন দেশের ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলার সুযোগ পায়। তার আগে নয়।

ইডেনে বিজয় শঙ্কর ও মিলারের ঝোড়ো যুগলবন্দী

উড়ে গেল কেকেআর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ এপ্রিলঃ ঘরের মাঠে আবার হার কলকাতা নাইট রাইডার্সের। এ বার হার গুজরাত টাইটান্সের কাছে। আমদাবাদে হারের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা দলকে অবিশ্বাস্য জয় উপহার দিয়েছিলেন রিঙ্কু সিংহ। ইডেনে তেমন ভয়ঙ্কর সুন্দর পারফরম্যান্স করতে পারলেন না কেউ। বরং নাইটদের পারফরম্যান্স হল যথেষ্ট সাদামাটা। ফলে সহজেই জিতলেন হার্দিক পান্ডিয়ারা। কলকাতা হারল ৭ উইকেটে। একাধিক প্রশ্ন উঠতে পারে নীতীশ রানার নেতৃত্ব নিয়েও। তাও ঘরের মাঠে অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলতে আসা ঋদ্ধিমান সাহা পারলেন না বড় রান করতে। সামনে থেকে ‘বঞ্চনা’র জবাব দিতে পারতেন। দীর্ঘ দিন পর ইডেনের ২২ গজে ব্যাট করতে নামা ঋদ্ধিমানকে কিছুটা অগোছালো দেখাল। ইডেনের সঙ্গে তাঁর মান-অভিমানের পালার সাক্ষী থাকল আইপিএলের কলকাতা-গুজরাত ম্যাচ। ১০ বল খেলে ১০ রান করে আউট হয়ে গেলেন আন্দ্রে রাসেলের বলে। তাতে অবশ্য বড় সমস্যায় পড়তে হয়নি গুজরাতকে। শুভমন গিলের সঙ্গে জুটি বেধে দলের ইনিংস টানলেন হার্দিক। শুভমন শুরু থেকেই মেজাজে ছিলেন। ইডেনের গ্যালারিও সমান তালে সমর্থন করল তাঁকে। যদিও অতিরিক্ত আগ্রাসী হতে গিয়ে উইকেট ছুড়ে দিলেন তিনি। হাতছাড়া করলেন অর্ধশতরানও। সুনীল নারিনের বলে রাসেলের হাতে ধরা পড়লেন ৪৯ রান করে। মারলেন আটটি চার। হার্দিকও বড় রান পেলেন না। ২০ বলে ২৬ করলেন গুজরাত অধিনায়ক। পর পর ২ উইকেট হারিয়ে কিছুটা চাপে পড়ে যায় গুজরাতের ইনিংস। তাতে অবশ্য বড় সমস্যা হয়নি। ডেভিড মিলার এবং বিজয় শঙ্করের জুটি জয় এনে দিল গুজরাতকে। তাঁদের দাপটে ১৯ বল বাকি থাকতেই ম্যাচ জিতে নিল গুজরাত। মিলার অপরাজিত থাকলেন ১৮ বলে ৩২ রান করে। মারলেন ২টি করে চার এবং ছয়। বিজয়ের ব্যাট থেকে এল ২৪ বলে ৫১ রানের অপরাজিত ইনিংস। নিজের দাপুটে ইনিংসটি সাজালেন ২টি চার এবং ৫টি ছয় দিয়ে। ২৫ রান দিয়ে ১ উইকেট হর্ষিত রানার। কলকাতার কোনও বোলারই ইডেনে দাগ কাটতে পারলেন না। সফলতম নারিন ২৪ রানে ১ উইকেট নিলেন। রাসেল ২৯ রান খরচ করে ১ উইকেট নিয়েছেন। বল করার সুযোগই পেলেন না শার্দূল ঠাকুর! পারফরম্যান্স করতে পারছিলেন না। তাই কলকাতা নাইট রাইডার্সের প্রথম একাদশ থেকে বাদ পড়েছিলেন রহমানুল্লা গুরবাজ। শনিবারের বৃষ্টিস্নাত ইডেনে সেই আফগান উইকেটরক্ষক-ব্যাটারের ইনিংসেই মান বাঁচল কলকাতার। নাইটদের লড়াই করার

মতো জায়গায় পৌঁছে দিল আর এক বিদেশির ইনিংস। রাসেলও ছন্দে না থাকায় সমালোচিত হচ্ছিলেন। মেঘলা আবহাওয়া দেখে প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন গুজরাত টাইটান্সের অধিনায়ক হার্দিক। চেনা ইডেনের ২২ গজে নতুন বলে নাইটদের শিরদাঁড়ায় ঠান্ডা স্রোত বইয়ে দিলেন মহম্মদ শামি। কলকাতার আর এক ওপেনার নায়ারণ জগদীশন (১৯) এবং তিন নম্বরে নামা শার্দূলকে (শূন্য) দ্রুত সাজঘরে ফিরিয়ে দিলেন বাংলার জোরে বোলার। শুরুটা অবশ্য খারাপ করেননি জগদীশন। তাঁর ১৫ বলের ইনিংসটি সাজানো ৪টি চার দিয়ে। শুরুতে শামির ধাক্কা গোটা ইনিংসেই আর সামলাতে পারল না কলকাতা। চাপের মুখে ঘরের মাঠে রান পেলেন না কেকেআরের অন্য ব্যাটাররাও। বেঙ্কটেশ আয়ার (১১) এবং নীতীশ রানাকে (৪) একই ওভারে আউট করে আয়োজকদের উপর চাপ আরও বাড়িয়ে দেন জশ লিটল। গুরবাজ উইকেটের এক দিন আগলে রেখেছিলেন, তাই বাঁচোয়া। না হলে ইডেনে ব্যাটিং বিপর্যয় ঘটতে পারত নাইটদের। ২২ গজে রুখে দাঁড়ানো কলকাতার কাবুলিওয়ালাকে আউট করলেন হার্দিকের দলের দুই কাবুলিওয়ালা। নুর আহমেদের বলে গুরবাজ আউট হলেন রশিদ খানের হাতে ক্যাচ দিয়ে। তার আগে তাঁর ব্যাট থেকে এল ৩৯ বলে ৮১ রানের দুরন্ত ইনিংস। মারলেন ৫টি চার এবং ৭টি ছয়। গুজরাতের বিরুদ্ধে আগের ম্যাচে অবিশ্বাস্য ইনিংস খেলা রিঙ্কুকেও ইডেনে স্বচ্ছন্দ দেখাল না। তিনি ১৯ রান করতে খরচ করলেন ২০ বল। শেষ বেলায় রাসেল দলকে লড়াই করার মতো জায়গায় পৌঁছে দিলেন ১৯ বলে ৩৪ রান করে। তাঁর ব্যাট থেকে এল ২টি চার এবং ৩টি ছক্কা। ওয়েস্ট ইন্ডিজের অভিজ্ঞ অলরাউন্ডারের ছোট ইনিংসের সুবাদে কলকাতা শেষ পর্যন্ত তুলল ৭ উইকেটে ১৭৯ রান। গুজরাতের সফরতম বোলার শামিই। তিনি ৩৩ রানে ৩ উইকেট নিলেন। ২টি করে উইকেট লিটল এবং নুরের। তাঁরা খরচ করলেন যথাক্রমে ২৫ এবং ২১ রান। তবে ইডেন হতাশ করল রশিদকে। ৪ ওভার বল করে ৫৪ রান দিলেন আফগান অধিনায়ক। উইকেটও পেলেন না।

রোনাল্ডোর বিয়েতে আপত্তি মায়ের! খুশি নন জর্জিনার ব্যবহারে

লিসবন, ২৯ এপ্রিলঃ ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর বর্তমান বান্ধবী জর্জিনা রদ্রিগেজকে নাকি পছন্দ নয় তার মায়ের। শোনা যাচ্ছিল জর্জিনাকে খুব তাড়াতাড়ি আংটি বদল করে বিয়ে করবেন রোনাল্ডো। কিন্তু মা ডলোরেস জানিয়ে দিয়েছেন ছেলের এই সিদ্ধান্তে মত নেই তার। এই বান্ধবীর সঙ্গে দুই সন্তান আছে রোনাল্ডোর। তারা যেমন একসঙ্গে আছেন সেটা হলে অসুবিধা নেই মায়ের। কিন্তু ছেলে বিয়ে করুক জর্জিনাকে একেবারেই চান না ডলোরেস। তাছাড়া জর্জিনার ও রোনাল্ডোর সম্পর্কে ভাঙন নিয়ে এখন তুমুল জল্পনা চলছে ফুটবল মহলে। বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে রোনাল্ডো একদমই খুশি নন নাকি, তার আর্জেন্টাইন স্ত্রী জর্জিনা রদ্রিগেজকে নিয়ে। সৌদিতে যাওয়ার পর থেকেই সুপারমডেল জর্জিনার আচরণ ও ব্যবহার নিয়ে নাকি ক্ষুব্ধ রোনাল্ডো। কিন্তু এত গুজবের প্রতিবাদে ইনস্টাগ্রামে স্টোরি দিয়েছেন পর্তুগিজ তারকার স্ত্রী। প্রাক্তন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ফরোয়ার্ড ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোকে এক পাহাড়প্রমাণ

অঙ্কের মূল্যে কিনে নিয়েছিল সৌদি আরবের ক্লাব আল নাসের। তারা রোনাল্ডোকে প্রতি সপ্তাহে বেতন দিচ্ছেন ৪১ লক্ষ ডলারের বেতন। এত উপার্জন, সম্পত্তি, জৌলুসে চোখ ধাঁধিয়ে গেছে জর্জিনার। কিছু দিন আগেই শোনা গিয়েছিল, জর্জিনার সাম্প্রতিক আচরণ একেবারেই পছন্দ হচ্ছে না পর্তুগিজ তারকার। ঘনিষ্ঠ মহলে তিনি জানিয়েছেন, জর্জিনা ইদানীং বড্ড বেশি আত্মকেন্দ্রিক আচরণ করছেন। সব কিছুতে প্রকাশ পাচ্ছে তাঁর আমিত্ব। সম্প্রতি নেটফ্লিক্সে মুক্তি পেয়েছে তাঁর তথ্যচিত্র ‘আই অ্যাম জর্জিনা’। তার পরে জনপ্রিয়তা বেড়েছে রোনাল্ডোর বান্ধবীর। তাতেই তাঁর মাথা ঘুরে গিয়েছে বলে মনে করছেন রোনাল্ডো। এই গুজব কিন্তু মানতে চাননি রোনাল্ডো বান্ধবী জর্জিনা রদ্রিগেজ। বিরক্ত হয়ে তিনি ইনস্টাগ্রামে স্টোরিতে লিখলেন, যাঁরা হিংসে করে তাঁরাই গুজব তৈরি করে, চর্চা করতে করতে তা ছড়িয়ে যায় এবং নির্বোধরা সেগুলি বিশ্বাস করে নেয়। কিন্তু তার পরেও কেউ মানতে চাইছেন না যে এসব গুজব একেবারেই মিথ্যে।

‘পদত্যাগ করব না’, কুস্তিগিরদের বিক্ষোভে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য দেখছেন ব্রিজভূষণ

নয়াদিল্লি, ২৯ এপ্রিলঃ যৌন হেনস্থার বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন দেশের কুস্তিগিররা। ফের যন্তর মন্তরে অনশন বিক্ষোভে বসেছিলেন পদকজয়ী সব কুস্তিগিররা। রেসলিং ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ার প্রধান ব্রিজভূষণ সরণ সিং-এর বিরুদ্ধেই তাঁদের অভিযোগ। সুপ্রিম কোর্ট অবধি গড়িয়েছে জল। ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ চেয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন তাঁরা। গতকালই শীর্ষ আদালতের নির্দেশে দিল্লি পুলিশ ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করে। জানা গিয়েছে, ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে একটি নয়, মোট দুটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। এর মধ্যে একটি এফআইআরে পকসো আইনে নাবালিকাকে যৌন হেনস্থার অভিযোগ আনা হয়েছে। যা জামিন অযোগ্য ধারা। সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশকে স্বাগত জানিয়েছেন রেসলিং ফেডারেশনের প্রধান তথা বিজেপি সাংসদ ব্রিজভূষণ সরণ সিং। তবে তিনি স্পষ্ট করেছেন, ফেডারেশনের পদ থেকে তিনি সরে দাঁড়াবেন না। এফআইআর দায়ের হওয়ার পর ব্রিজভূষণ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, আমি নির্দোষ। তবে তদন্তে সহযোগিতা করব...তাঁদের (প্রতিবাদীদের) দাবি মুহূর্তে মুহূর্তে বদলাচ্ছে। পদত্যাগ করা মানে, সমস্ত অভিযোগ স্বীকার করে নেওয়া। পদত্যাগ করা কোনও করেছেন দেশের পদকজয়ী বিভিন্ন কুস্তিগিররা। বিনেশ ফোগট, সাক্ষী মালিক, বজরং পুনিয়া সহ রয়েছেন একাধিক কুস্তিগীর। তাঁদের অভিযোগ স্পষ্ট। ফেডারেশনের প্রধানের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার অভিযোগ তুলেছেন তাঁরা। এই অভিযোগে তাঁর গ্রেফতারি ও সমস্ত পদ থেকে ইস্তফার দাবি তুলেছেন কুস্তিগিররা। এই দাবিতে অনড় তাঁরা। খোলা আকাশের নিচে কাটাচ্ছেন রাত। এদিকে তাঁদের আক্রমণ করে ব্রিজভূষণ বলেছেন, অন্যান্য রাজ্য থেকে কুস্তিগিররাও আছেন। তাঁরা আমার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ তোলেনি। তাহলে তাঁরা কেন আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলছেন? সাত মহিলা কুস্তিগিরের অভিযোগের ভিত্তিতে গতকাল ব্রিজভূষণ সিংয়ের বিরুদ্ধে দুটি এফআইআর দায়ের করেছে দিল্লি পুলিশ। একটি এফআইআর নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে পকসো আইনে মামলা দায়ের হয়েছে। আরেকটি যৌন হেনস্থার অভিযোগে দায়ের হয়েছে মামলা। এদিকে সুপ্রিম নির্দেশের পর তিনি বলেছেন, তদন্তের মুখোমুখি হতে প্রস্তুত আমি। তদন্তকারী সংস্থাকেও সাহায্য করতে রাজি। আমার বিচারব্যবস্থার উপর পূর্ণ ভরসা রয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশকে সম্মান করি। এদিন ধর্নায় বসে থাকা কুস্তিগীরদের সঙ্গে দেখা করতে যন্তর মন্তরে যান দিল্লির

বড় বিষয় নয়। তবে অপরাধী হয়ে পদত্যাগ নয়। আমি অপরাধী নই। এদিকে তিনি দাবি করেছেন, যন্তর মন্তরে দেশের কুস্তিগিরদের প্রতিবাদে কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য জড়িত রয়েছে। তিনি বলেছেন, ‘‘এই ইস্যুতে রাজনৈতিক রং লাগানো হচ্ছে। তাঁদের দাবি ক্রমাগত বদলে যাচ্ছে। রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত হয়ে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হচ্ছে। আমি কোনও মামলায় কোনও আদালতেই দোষী সাব্যস্ত হইনি।’’ প্রসঙ্গত, গত রবিবার থেকে যন্তর মন্তরে অনশন-বিক্ষোভ শুরু মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। তিনি বলেন, ‘‘আমাদের বোনদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার, এমন ব্যক্তির অবিলম্বে শাস্তি ও ফাঁসি হওয়া উচিত।’’ মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়াল আরও বলেন, ‘‘আমাদের দেশের কোনো মেয়ের সঙ্গে কোনো অন্যায় হলে তাকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে ফাঁসি দেওয়া উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেই মেয়েরা, যারা ভারতের নামকে উজ্জ্বল করেছে তাদের যন্তরে বসতে হবে কেন? যে অন্যায় করেছে তার বিরুদ্ধে এফআইআর নথিভুক্ত করতে সমস্যা কী?

তিন ম্যাচ পর গোল করেই ‘অন্য’ রোনাল্ডো

রিয়াধ, ২৯ এপ্রিলঃ টানা তিন ম্যাচ গোল পাননি। এ সময়ে তাঁর দল সৌদি প্রো লিগের শিরোপা-লড়াইয়ে পিছিয়েছে, বিদায় নিয়েছে কিংস কাপ থেকেও। মাঠের মধ্যে ‘রেসলিং’, প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়কে ‘পাত্তা না দেওয়া’, জর্জিনার সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি আর ক্লাব মেজাজে। এর আগে ম্যাচ হেরে ক্ষুব্ধ হয়ে কারও সঙ্গে হাত না মিলিয়ে মাঠ ছেড়ে গিয়ে সমালোচিত হয়েছেন। আল হিলালের কাছে হারের ‘রেসলিং’য়ের ঘটনাও ঘটিয়েছেন। আর আল ওয়েহদা ম্যাচ শেষে ডেভিড বিগুয়েল নামের এক খেলোয়াড় জার্সি বদল করতে

প্রেসিডেন্টের একটি ভুয়া মন্তব্য ঘিরে নানামুখী নেতিবাচক সমালোচনার মধ্যে ছিলেন ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো। সব থামিয়ে দিতে দরকার ছিল গোলের। কাল রাতে সেটিই করলেন ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো। প্রো লিগের ম্যাচে আল রাদের বিপক্ষে গোল করেছেন ৩৮ বছর বয়সী পর্তুগিজ তারকা। ম্যাচের চতুর্থ মিনিটে রোনাল্ডো গোল এনে দেওয়ার পর দলও খেলেছে ছন্দময় ফুটবল। শেষ পর্যন্ত আল নাসর ম্যাচটি জিতেছে ৪-০ ব্যবধানে। নিজের গোল, দলের জয়-টালমাটাল এক সপ্তাহ শেষে যেন স্বস্তির সুবাতাসই এনেছে রোনাল্ডোর মনে। এ দিনের ম্যাচে তাই রোনাল্ডোকেও দেখা গেল ভিন্ন চাইলেও তাঁকে পাত্তা না দিয়ে আলোচিত হয়েছেন। কিন্তু শুক্রবার রাতে গোল পাওয়ার রোনাল্ডো দেখা দিলেন ভিন্ন মেজাজে। ম্যাচ শেষের বাঁশি বাজার পর গ্যালারির দর্শকদের সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে হাততালি দিলেন বেশ কিছুক্ষণ, যা ছিল মাঠ ছেড়ে যাওয়ার আগেপর্যন্ত। বেরিয়ে যাওয়ার আগেমুহূর্তে নিজের জার্সিও দিয়ে দিলেন একজনকে। সেই একজন কোনো খেলোয়াড় নন, প্রতিপক্ষ আল রাদের কোচ মারিয়াস সুমুদিকা। সৌদি প্রো লিগে ২৫ ম্যাচে ৫৬ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আল-নাসরে। এক ম্যাচ কম খেলে ৫৯ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আল ইত্তিহাদ।

‘বিরাটকে ফিরিয়ে দেওয়া হোক দেশের অধিনায়কত্ব’!

ভুল সময় রবি শাস্ত্রীর অদ্ভুত দাবি

বেঙ্গালুরু, ২৯ এপ্রিলঃ রোহিত শর্মার অনুপস্থিতিতে বিরাট কোহলিকে ভারতীয় দলের নেতৃত্বে চান ভারতের প্রাক্তন কোচ রবি শাস্ত্রী। সম্প্রতি একাধিক ম্যাচে রোহিত চোটের কারণে খেলতে পারেননি। গতবছর এজবাস্টনে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে শেষ টেস্টম্যাচ ছিলো ওরকমই একটি ম্যাচ। সে ম্যাচে দলের নেতৃত্ব দেন যশপ্রীত বুমরাহ। কিন্তু সেই টেস্ট ম্যাচ হারে ভারত। এরপর সম্প্রতি ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজের প্রথম ম্যাচেও রোহিত ছিলেন না। অধিনায়কত্ব করেন হার্দিক। কিন্তু টিমে ছিলেন কোহলি। শাস্ত্রী মনে করেন রোহিত কোনো ম্যাচে দলকে নেতৃত্ব দিতে না পারলে বিরাটই একমাত্র অপশন হওয়া উচিত। ক্রিকেট ওয়েবসাইট ইএসপিএন

ক্রিসিনফোর সঙ্গে আলাপচারিতায় শাস্ত্রী বলেন, ‘‘যখন রোহিত চোট পেল (ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে শেষ টেস্ট ম্যাচ) আমি ভেবেছিলাম বিরাট অধিনায়কত্ব করবে, আমি যদি সেখানে থাকতাম, আমি নিশ্চিত রাহুল দ্রাবিড় একই জিনিস করতেন, আমি তার সঙ্গে কথা বলিনি। আমি বোর্ডকে সুপারিশ করতাম শেষ টেস্টে বিরাটই দলকে নেতৃত্ব দিক, কারণ তার নেতৃত্বেই ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারত ২-১ এ সিরিজে এগিয়ে ছিলো। হয়তো সেই দলের থেকে সেরাটা বের করে আনতো।’’ গত দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে টেস্ট সিরিজের পর কোহলি টেস্ট দলের অধিনায়কত্ব ছাড়েন। এর আগে ২০২১-এর টি-২০ বিশ্বকাপের পর টি-২০ এর অধিনায়কত্ব ছাড়েন কোহলি। এরপর আইপিএলে তার দল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরেরও নেতৃত্ব ছাড়েন তিনি। এরপর ভারতীয় নির্বাচকরা তাকে একদিনের দলের নেতৃত্বের পদ থেকেও সরিয়ে দেন। ফাফ দু প্লেসির পাজরে চোটের কারণে আপাতত চলতি আইপিএলে আরসিবিকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন কোহলি। তাহলে কি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল ম্যাচের জন্যও কি তার নেতৃত্ব দেওয়া উচিত। এর উত্তরে শাস্ত্রী বলেন, ‘‘এরকম বড় ম্যাচের জন্য আমি চাইবো রোহিত অবশ্যই ফিট থাকুক। কারণ সেই দলের অধিনায়ক। কিন্তু ঈশ্বর না করুক যদি কিছু হয়ে যায় রোহিতের, তবে কোহলিকেই আমি নেতৃত্বের দায়িত্বে দেখতে চাইব।’’ শাস্ত্রী জানান কোহলি এবারের আইপিএলে একেবারে ঠান্ডা মাথায় খেলছেন। একদমই শান্ত দেখাচ্ছে তাকে। শাস্ত্রী বলেন, ‘‘কোহলি খুব ভালো জায়গায় আছে ও ক্রিকেটকে উপভোগ করছে। মনে হচ্ছে তার কাঁধ থেকে বোঝা নেমে গেছে। দেখে খুবই ভালো লাগছে।’’

৫০০ কোটি পাউন্ডে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড কিনতে চান কাতারের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর ছেলে

দোহা, ২৯ এপ্রিলঃ কাতারের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর ছেলে ও ব্যাংকার শেখ জসিম বিন হামাদ আল থানি ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের পুরো মালিকানা পেতে তৃতীয়বারের মতো দরপ্রস্তাব করেছেন। ব্রিটিশ বিলিয়নিয়ার জিম র‍্যাটক্লিফও তৃতীয়বারের মতো দরপ্রস্তাব করেছেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড কেনার জন্য। ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের ক্লাবটি কেনার দৌড়ে এ দুজনের মধ্যেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে। এটাই দুজনের চূড়ান্ত দরপ্রস্তাব। তৃতীয়বারের মতো এই দরপ্রস্তাব হাঁকার সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল গতকাল পর্যন্ত। সংবাদ সংস্থা এএফপি জানিয়েছে, ইউনাইটেড কেনার জন্য তৃতীয় দফায় ৫০০ কোটি পাউন্ডের কিছু বেশি দর হেঁকেছেন শেখ জসিম। র‍্যাটক্লিফ কত দাম হেঁকেছেন, তা জানা যায়নি। সূত্রের বরাত দিয়ে এএফপি জানিয়েছে, শেখ জসিম ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের শতভাগ মালিকানা পেতে চান এবং দলবদলের বাজারে টাকা ঢালার পাশাপাশি ক্লাবের অবকাঠামো পাল্টানোর প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন। অনুশীলনকেন্দ্র ঠিক করার পাশাপাশি ওল্ড ট্র্যাফোর্ড সংস্কার কিংবা নতুন একটি স্টেডিয়াম বানানোর পরিকল্পনা রয়েছে শেখ

জসিমের দরপ্রস্তাবে। এ ছাড়াও ইউনাইটেডের ৬২ কাটি ডলার দেনা মোচনের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন শেখ জসিম। কেমিক্যাল ব্যবসায়ী র‍্যাটক্লিফ শৈশব থেকেই ইউনাইটেডের ভক্ত। গত বছর চেলসি কেনার চেষ্টার করেও পারেননি। এএফপি জানিয়েছে, শেখ জসিমের মতো র‍্যাটক্লিফ ইউনাইটেডের শতভাগ মালিকানা চান না। ৫০ ভাগের কিছু বেশি মালিকানার জন্য দরপ্রস্তাব হেঁকেছেন র‍্যাটক্লিফ, যাতে ক্লাবটির নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখতে পারেন। র‍্যাটক্লিফ যে দরপ্রস্তাব দিয়েছেন, সে অনুযায়ী ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের নির্বাহী কো-চেয়ারম্যান জোয়েল ও আভ্রাম গ্লেজারের ভাগে ক্লাবের ২০ শতাংশ করে শেয়ার থেকে যায়। যুক্তরাষ্ট্রের ধনকুবের গ্লেজার পরিবারের মালিকানায় ইউনাইটেডকে অনেক সমর্থকই দেখতে চান না। ইউনাইটেড বিক্রি করতে এর আগে রেকর্ড ৬০০ কোটি পাউন্ড দাম হেঁকেছিল গ্লেজার পরিবার। শেখ জসিম কিংবা র‍্যাটক্লিফের দরপ্রস্তাব তার চেয়ে কম অর্থের। অর্থাৎ, গ্লেজার পরিবার শেখ জসিম এবং র‍্যাটক্লিফের দরপ্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে পারে। সূত্রের বরাত দিয়ে সংবাদ সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, ইউনাইটেডকে গ্লেজার পরিবার বিক্রি করলে তা খেলাধুলায় কোনো ক্লাব বিক্রিতে সর্বোচ্চ খরচের রেকর্ড ভেঙে দেবে। গত বছর মে মাসে ৪২৫ কোটি পাউন্ডে চেলসি কিনেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ী টড বোয়েলি। খেলাধুলায় কোনো ক্লাব বিক্রিতে এখন পর্যন্ত এটাই সর্বোচ্চ খরচের রেকর্ড। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও খ্যাতিমান ক্লাবগুলোর একটি। ডেলয়েটের হিসাব অনুযায়ী এটি বিশ্বের চতুর্থ সর্বোচ্চ ধনী ক্লাবও।

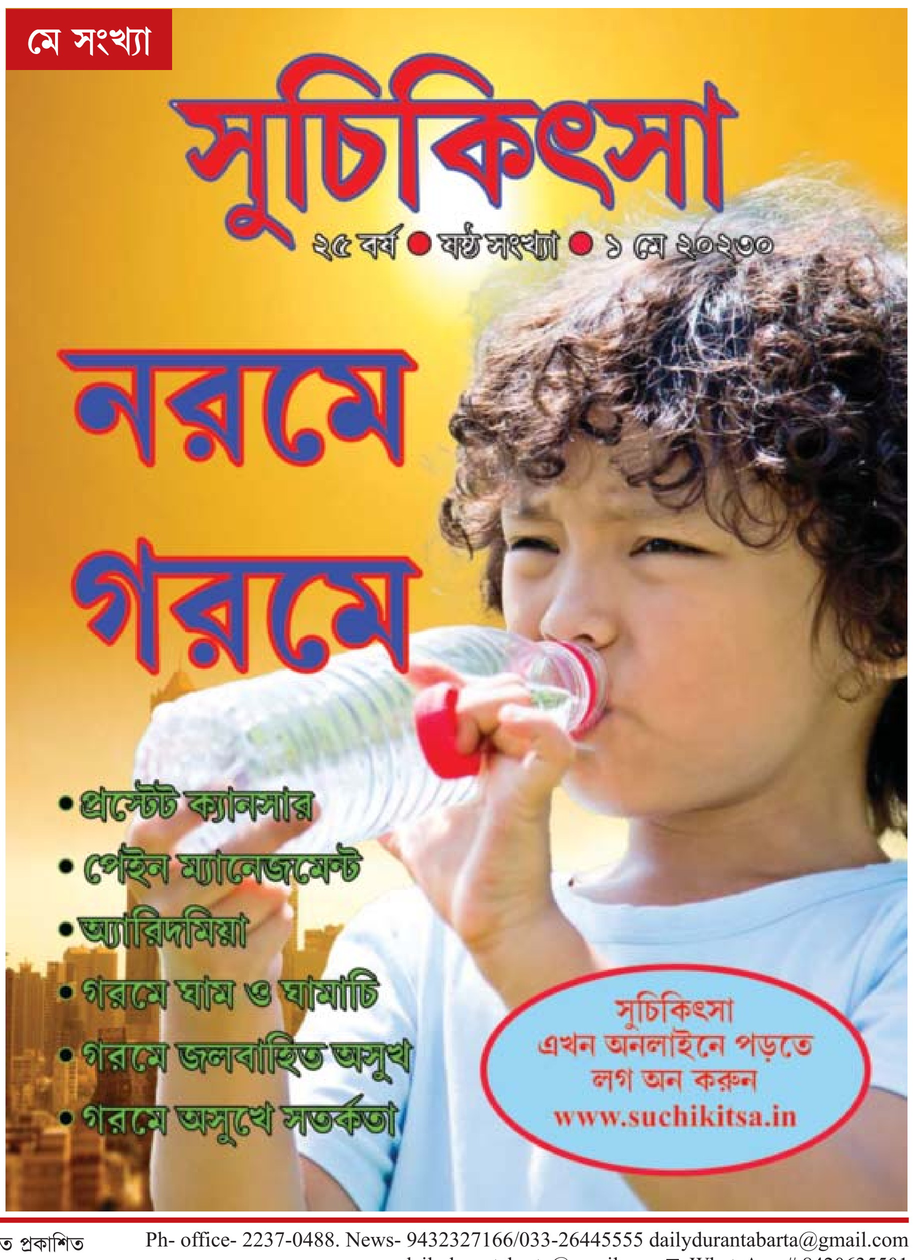

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্লাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501